মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক
নীতি বিবৃতি

২০২৪-২৫ হতে ২০২৬-২৭

সরকারি অর্থ ও বাজেট
ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯-এর
১১ ধারা অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ / ৬ জুন ২০২৪)

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

নীতি বিবৃতি প্রস্তুতে যারা অবদান রেখেছেন

প্রধান উপদেষ্টা:	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, অর্থসচিব
সম্পাদকঃ	ড. জিয়াউল আবেদীন, অতিরিক্ত সচিব
প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দঃ	মোহাম্মদ রাশেদুল আমীন, যুগ্মসচিব মোহাম্মদ জহিরুল কাইউম, যুগ্মসচিব ড. মোঃ রাশেদুর রহমান সরদার, উপসচিব তৌহিদ ইলাহী, উপসচিব ড. কে এম আলমগীর কবীর, উপসচিব রওশন আরা লাবনী, উপসচিব ফরিদ আহমেদ, উপসচিব আসিফ ইকবাল, উপসচিব আবদুল মন্নান, উপসচিব সুহানা ইসলাম, সিনিয়র সহকারি সচিব তাসনুভা রহমান, সিনিয়র সহকারি সচিব

যোগাযোগের ঠিকানা: অতিরিক্ত সচিব, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

টেলিফোনঃ (+৮৮০) -২-২২৩৩৫৬০১৯. ই-মেইলঃ ziaula@finance.gov.bd

ওয়েবসাইটঃ www.mof.gov.bd

ISSN 978-984-35-2579-6

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত কিছু তথ্য সাময়িক, যা পরবর্তীতে পরিবর্তন হতে পারে।

মুখবন্ধ

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দর্শন ধারণ করে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট দেশে পরিণত হতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তাঁর সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশ্ব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে অনেক বাঁধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে ছুটে চলেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হিমালয়সম দৃঢ় নেতৃত্বে সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। আমাদের অকুতোভয় চলার সে গতি এখন আরও বেগবান হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে। গত পনেরো বছরে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ, বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে বিশ্বের ৩৩তম বৃহৎ অর্থনীতিতে। সবার জন্য নিশ্চিত হয়েছে শিক্ষা ও বিদ্যুতের মত জীবনমান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য নাগরিক সুবিধা। এর ফলে দেড় দশকে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় চারগুণ এবং চরম দারিদ্র্য নেমে এসেছে ৬ শতাংশের নিচে।

কোভিড-১৯ অতিমারির কঠিন সময়ে জীবন ও জীবিকার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়নের গতি সচল রাখতে সরকার যে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে, তার স্বীকৃতি হিসেবে Covid-19 Recovery Index এ বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম এবং এশিয়ায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কোভিড-১৯ এর প্রকোপ কমে এলেও পরবর্তীতে পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তার ফলে মূল্যস্ফীতি অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় উন্নত বিশ্বসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ কঠোর মুদ্রানীতি অবলম্বন করলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য দ্বিমুখী সমস্যার উদ্ভব হয় - (১) বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির প্রভাবে দেশের মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং (২) বৈশ্বিক কঠোর মুদ্রানীতির ফলে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে দেশীয় মুদ্রার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবচিতি ঘটেছে। যেহেতু মূল্যস্ফীতির ফলে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ, তাই তাদের জীবনমানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মূল্যস্ফীতি রোধ করাই এখন আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

বিদ্যমান বাস্তবতা এবং আগামী দিনের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে মধ্যমেয়াদে আমাদের কৌশলগত অগ্রাধিকার এবং সেলক্ষ্য অর্জনের পদক্ষেপসমূহ কি হতে পারে তা ২০২৪-২৫ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছর মেয়াদের এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতিতে তুলে ধরা হয়েছে।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে যারা এ নীতি বিবৃতিটি প্রকাশে নিরলস পরিশ্রম করেছেন, একে সমৃদ্ধ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। আশা করছি, এ প্রকাশনাটি মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দসহ সকল পর্যায়ের পাঠককে সরকারের উন্নয়ন ভাবনা এবং সংশ্লিষ্ট কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি
অর্থমন্ত্রী

সূচিপত্র

নীতি বিবৃতি প্রস্তুতে যারা অবদান রেখেছেন ii

মুখবন্ধ- iii

সারণির তালিকা viii

চিত্রের তালিকা ix

১. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ ১

- বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির দৃশ্যকল্প ২
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দৃশ্যকল্প ৬
- বৈশ্বিক ঋণ পরিস্থিতি ৯
- চলতি হিসাবের ভারসাম্য ১১
- সুদের হার ১২
- মুদ্রা বিনিময় হার ১৩
- আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের অবস্থা ১৫
- বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৭

২. সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প ২১

- প্রকৃত খাত ২২
- রাজস্ব খাত ২৭
- আর্থিক খাত ২৯
- বহিঃখাত ৩১
- বিনিময় হার এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৩
- প্রবাস আয় ৩৪
- চ্যালেঞ্জ ৩৫
- পরবর্তী অর্থবছরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (২০২৪-২৫ অর্থবছর) ৩৬
- বাজেট বিচ্যুতি ৩৬
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২৪-২৫ হতে ২০২৬-২৭) ৩৮
- ম্যাক্রো ফিসকাল মডেল ব্যবহার (MFMoD) ৩৮

৩. রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল ৪১

- সার্বিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি ৪১
- রাজস্ব আহরণের উৎসভিত্তিক চিত্র ৪২

এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ ৪৩
কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহ ৪৪
২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের চিত্র (মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) ৪৫
রাজস্ব সংগ্রহের বর্তমান পর্যায় এবং উত্তরণে করণীয় ৪৬
মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ ৪৯
কর ব্যয় (tax expenditure)- বর্তমান পরিস্থিতি ৫০
রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম ৫১
৪. সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ৫৯
সরকারি ব্যয় নির্বাহের চিত্র ৫৯
মধ্যমেয়াদে সরকারি ব্যয়ের দৃশ্যকল্প ৬০
পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয় ৬১
পরিচালন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প ৬২
বেতন ও ভাতাদি ৬৩
পণ্য ও সেবা খাতে সরকারি ব্যয় ৬৪
উন্নয়ন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প ৬৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ৬৬
উন্নয়ন বাজেট: বরাদ্দ, প্রবৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন ৬৭
সরকারি ব্যয় মাল্টিপ্লায়ার ৬৯
ঘাটতি অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ৭০
ঘাটতি অর্থায়ন ৭১
অর্থায়ন ব্যয় ৭২
অর্থায়ন কৌশল ৭৪
ঋণ প্রোফাইল ৭৪
ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ ৭৬
ঋণ ধারণ সক্ষমতা যাচাই ৭৬
বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি ৭৭
বৈদেশিক ঋণের কারেন্সি মিক্স ৭৯
৫. আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি ৮১
সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি ৮১
বেইসলাইন আর্থিক পূর্বাভাস ৮২
সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ ৮২

জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অভিঘাত... ৮৩
মূল্যস্ফীতির অভিঘাত ৮৪
নীতি সুদ হারের অভিঘাত ৮৪
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের অভিঘাত...৮৪
প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি ৮৬
ব্যয় ঝুঁকি ৮৬
রাজস্ব ঝুঁকি... ৮৭
বাজেট ঘাটতির ঝুঁকি... ৮৭
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের ঝুঁকি ৮৮
এসওই হেলথ চেক.. ৮৮
রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি..৯০
জলবায়ু পরিবর্তনের ম্যাক্রো-ফিসকাল ঝুঁকি ৯০
জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতি..৯১
প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব...৯৪
উপসংহার ও নীতি সংশ্লিষ্টতা ৯৭

সারণির তালিকা

সারণি ১.১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং কতিপয় অর্জন................১৭

সারণি ২.১: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২৪-২৫ হতে ২০২৬-২৭) ৩৯

সারণি ৩.১: রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা) ৪৩

সারণি ৩.২: এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা).. ৪৩

সারণি ৩.৩: কর-বহির্ভুত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা) ৪৫

সারণি ৩.৪: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি ২০২৩-২৪ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৪৬

সারণি ৩.৫: রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা) ৪৯

সারণি ৪.১: সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপির %)... ৬২

সারণি ৪.২: নগদ ঋণ ও ভর্তুকি (বিলিয়ন টাকা)... ৬৪

সারণি ৪.৩: নগদ প্রণোদনা (বিলিয়ন টাকা) ৬৫

সারণি ৪.৪: উন্নয়ন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প (জিডিপির %) ৬৬

সারণি ৪.৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন (বিলিয়ন টাকা)...৬৬

সারণি ৫.১: আর্থিক ঝুঁকির কাঠামো ৮১

সারণি ৫.২ অভিঘাত সমূহের বর্ণনা ৮৩

সারণি ৫.৩: জলবায়ু পরিস্থিতি.. ৯২

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১.১: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%) ৩
চিত্র ১.২: বিভিন্ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)..৪
চিত্র ১.৩: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যস্ফীতি (%) ৫
চিত্র ১.৪: বিভিন্ন দেশের মূল্যস্ফীতি (%).. ৫
চিত্র ১.৫: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত) ৬
চিত্র ১.৬: বিভিন্ন দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)... ৭
চিত্র ১.৭: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের আমদানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)..................................... ৮
চিত্র ১.৮: বিভিন্ন দেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)... ৯
চিত্র ১.৯: বিভিন্ন দেশের জাতীয় ঋণ (% জিডিপি) ১০
চিত্র ১.১০: বৈদেশিক ঋণ পরিষেবা (% জিডিপি)..১১
চিত্র ১.১১ বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি) ১২
চিত্র ১.১২: বিশ্বের কতিপয় প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদের হার ১৩
চিত্র ১.১৩: SOFR (Secured Overnight Financing Rate) হার............................... ১৩
চিত্র ১.১৪: মার্কিন ডলারের বিপরীতে কতিপয় মুদ্রার বিনিময় হার ১৪
চিত্র ১.১৫: কতিপয় মুদ্রার অবচিতি/অবমূল্যায়ন ১৫
চিত্র ১.১৬: ব্রেন্ট ক্রুড ওয়েলের মূল্য (ইউএসডি/ বিলিয়ন ব্যারেল).......................................১৫
চিত্র ১.১৭: ইউরিয়া সারের মূল্য (ইউএসডি/ মেঃ টন)..১৬
চিত্র ১.১৮: গমের মূল্য (ইউএসডি/মেঃ টন) ১৬
চিত্র ১.১৯: এলএনজি গ্যাসের মূল্য (ইউএসডি/ মিলিয়ন ব্রিটিশ থারমাল ইউনিট) ১৬
চিত্র ২.১: চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান (%)............................. ২৩
চিত্র ২.২: সরবরাহের দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান (%) ২৪
চিত্র ২.৩: মধ্যমেয়াদি জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)... ২৫
চিত্র ২.৪: ২০২৪ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপণ (%) ২৫
চিত্র ২.৫: বিনিয়োগ গতিপ্রকৃতি ২৬
চিত্র ২.৬: মূল্যস্ফীতি (১২ মাসের গড়) (%).. ২৭
চিত্র ২.৭: মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) (%) ২৭

চিত্র ২.৮: রাজস্ব সক্ষমতা (জিডিপির %) ২৮
চিত্র ২.৯: সুদের হার (%)........ ৩০
চিত্র ২.১০: আর্থিক খাতের গতি-প্রকৃতি (%) ৩১
চিত্র ২.১১: ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (জিডিপির %)........ ৩১
চিত্র ২.১২: রপ্তানি ও আমদানির ধারা ৩২
চিত্র ২.১৩: চলতি হিসাবের উপাদানসমূহ........৩৩
চিত্র ২.১৪: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ........৩৩
চিত্র ২.১৫: বিনিময় হারের গতিবিধি ৩৪
চিত্র ২.১৬: প্রবাস আয় এবং প্রবাসী কর্মীর সংখ্যা ৩৫
চিত্র ২.১৭: প্রাক্কলিত এবং প্রকৃত ব্যয়........ ৩৭
চিত্র ২.১৮: প্রাক্কলিত এবং প্রকৃত রাজস্ব আদায় ৩৮
চিত্র ৩.১: মোট রাজস্ব (বিলিয়ন টাকা)........৪২
চিত্র ৩.২: রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (% জিডিপি)........৪২
চিত্র ৩.৩: এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধি (%)........৪৪
চিত্র ৩.৪: রাজস্বের বয়েন্সি (Revenue Buoyancy)........৪৭
চিত্র ৩.৫: মোট মূসক সংগ্রহের পরিমাণ (জাতীয় ভোগব্যয়ের %) ৪৭
চিত্র ৩.৬: মোট রাজস্ব (General Government Revenue) (জিডিপির %) ৪৮
চিত্র ৪.১: সরকারি ব্যয় (জিডিপির %)........ ৬০
চিত্র ৪.২: সরকারি ব্যয় (জিডিপির %)........ ৬০
চিত্র ৪.৩: সরকারি ব্যয়ের বিভাজন (বাজেটের %)........৬১
চিত্র ৪.৪: পরিচলন ব্যয়ের গতিধারা (জিডিপির %) ৬৩
চিত্র ৪.৫: বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের ধরন (মোট ব্যয়ের %) ৬৩
চিত্র ৪.৬: উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকা) ৬৭
চিত্র ৪.৭: বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে বাস্তবায়ন বিচ্যুতি (%)........ ৬৮
চিত্র ৪.৮: খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি (%)........ ৬৯
চিত্র ৪.৯: বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ের মাল্টিপ্লায়ার........৭০
চিত্র ৪.১০: সুদ ব্যয় (মোট ব্যয়ের %)........ ৭৩
চিত্র ৪.১১: অন্তর্নিহিত সুদের হার ৭৪
চিত্র ৪.১২: ঋণ জিডিপির অনুপাত ৭৫

চিত্র ৪.১৩: বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ৭৭
চিত্র ৪.১৪: ক) মুদ্রার মিশ্রণ (এসডিআর সহ); খ) এসডিআর ব্যতিরেকে ৭৮
চিত্র ৫.১ ক) জিডিপিতে অভিঘাত (উপরে) খ) মূল্যস্ফীতিতে অভিঘাত (নিচে) ৮৩
চিত্র ৫.২ ক) নীতি সুদের হারের অভিঘাত (উপরে) খ) বিনিময় হারের অভিঘাত (নিচে) ৮৫
চিত্র ৫.৩ ক) সরকারি ব্যয় পূর্বাভাস (বামে) খ) ব্যায় পুর্বাভাসের বিচ্যুতি (ডানে)..................... ৮৬
চিত্র ৫.৪ ক) রাজস্ব আদায় পূর্বাভাস (বামে) খ) রাজস্ব আদায় পুর্বাভাসের বিচ্যুতি (ডানে) ৮৭
চিত্র ৫.৫ ক) বাজেট ঘাটতি পূর্বাভাস (বামে) খ) বাজেট ঘাটতি পুর্বাভাসের বিচ্যুতি (ডানে) ৮৭
চিত্র ৫.৬ ক) এসওইর (১০টি) মোট দায় (বামে) খ) এসওইর (১০টি) তারল্য (ডানে) ৮৯
চিত্র ৫.৭ এসওইর (১০টি) সম্পদ ও রিটার্ণ অন এসেট.. ৮৯
চিত্র ৫.৮: ক) জিডিপি ক্ষতি % (বাম); খ) ঋণ থেকে জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি,% (ডান) ৯৩
চিত্র ৫.৯: মোট ব্যয় জিডিপির % ৯৪
চিত্র ৫.১০: প্রাথমিক ব্যয়ের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব ৯৫
চিত্র ৫.১১: প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ঋণ থেকে জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি, %পয়েন্ট ৯৫

১. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশ

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিশ্বজুড়ে চলমান বিভিন্ন সংকট বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বিগত কয়েক বছরের একাধিক সংকট সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার কিছুটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইউরো অঞ্চল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিগত বছরের তুলনায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ও মূল্যস্ফীতি হ্রাসের প্রবণতা দৃশ্যমান হওয়ায় মধ্যমেয়াদে রপ্তানি ও আমদানির প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা জোড়ালো হয়েছে। এই পুনরুদ্ধারের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়। তবে বড় অর্থনীতির দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির নীতিসুদের উচ্চহার, মুদ্রা বিনিময় হারের অবচিতি এবং ব্যালান্স অব পেমেন্ট বা বিনিময় ভারসাম্যের উপর চাপ পৃথিবীর অনেক দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে—বাংলাদেশও সামগ্রিক এ অবস্থার বাইরে নয়। অধিকন্তু ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত, পণ্যমূল্যের অস্থিতিশীলতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব বিশ্বের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকে আরোও বৃদ্ধি করতে পারে।

১.১ উচ্চ মাত্রার বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখাসহ উল্লেখযোগ্য স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করে আসছে। এই প্রশংসনীয় অর্জনের অন্যতম কারণগুলো হলো বিগত পনেরো বছরে বর্তমান সরকারের চলমান ধারাবাহিকতা, দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা, পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প খাতের রফতানি, অবকাঠামো প্রকল্পে সরকারি বিনিয়োগ, প্রবাস আয়ের স্থিতিশীল প্রবাহ এবং সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থাপনা।

১.২ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই বিশ্বব্যাপি একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর ফলে তেল, গ্যাস, সার এবং গমের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যহত হয় এবং বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে যায়। উচ্চ মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় পৃথিবীর অনেক দেশ সঙ্কোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বব্যাপি সুদের হার বৃদ্ধি পায়। এই কঠোর মুদ্রা সংকোচনমূলক নীতি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি রোধে সুদের হার বৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশসমূহে পুঁজি প্রবাহকে দারুনভাবে বাধাপ্রাপ্ত করছে। তাছাড়া, উন্নত দেশসমূহের আর্থিক বাজারে তুলনামূলক উচ্চ মুনাফা বিনিয়োগকারিদের পুঁজি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ থেকে ফিরিয়ে নিতে উৎসাহিত করছে- যার ফলে একদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাচ্ছে এবং নিজস্ব মুদ্রার অবচিতি বা অবমূল্যায়ন ঘটছে অন্যদিকে বৈদেশিক ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.৩ বাংলাদেশ যখন কোভিডের মতো বড় ধাক্কা সফলভাবে কাটিয়ে উঠছিল ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী প্রভাব বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। উদ্ভুত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ অধ্যায়ে সাম্প্রতিক সময়ের বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কিছু চিত্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন চলকের প্রক্ষেপণ উপস্থাপনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের কিছু লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ার যৌক্তিক কারণ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির দৃশ্যকল্প

১.৪ বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার প্রক্ষেপণে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম (ডব্লিউইএফ) কর্তৃক প্রকাশিত Chief Economist's Outlook এর জানুয়ারি ২০২৪ এর প্রতিবেদন অনুসারে ৫৬ শতাংশ প্রধান অর্থনীতিবিদ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে আগামী বছরে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কমে যেতে পারে। আবার অন্যদিকে ৪৩ শতাংশ প্রধান অর্থনীতিবিদ বিশ্ব অর্থনীতির অপরিবর্তিত অবস্থা বা আরও শক্তিশালী হওয়ার আশা প্রকাশ করেন। বিশ্বব্যাংকের Global Economic Prospects এর জানুয়ারি ২০২৪ এর প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ২.৬ শতাংশ এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালে যথাক্রমে ২.৪ শতাংশ ও ২.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের World Economic Outlook (WEO) এর এপ্রিল ২০২৪ মাসের প্রতিবেদন অনুসারে যে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে তা বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম এবং বিশ্বব্যাংকের Global Economic Prospects এর প্রক্ষেপণের তুলনায় কিছুটা আশাবাদি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) WEO এর এপ্রিল ২০২৪ এর প্রতিবেদনে ২০২৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৩.২ শতাংশ এবং ২০২৫ সালেও প্রায় একই পরিমাণ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে বিগত দুই দশকের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ২০০০ সালের প্রথম দশকে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৯২% এবং ২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিশ্ব গড়ে ৩.৫১% প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে। সে হিসেবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধির হার বিগত দুই দশকের মধ্যে কম। আর এই কম প্রবৃদ্ধির হার কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট উচ্চ মূল্যস্ফীতি, কঠোর সংকোচনশীল মুদ্রানীতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের খারাপ অবস্থারই প্রতিফলন।

চিত্র ১.১: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)[১]

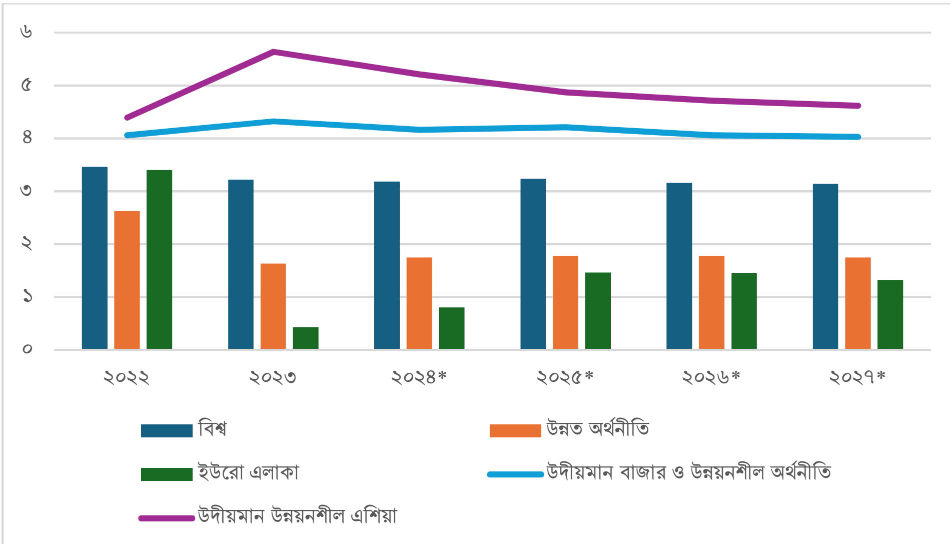

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

১.৫ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর World Economic Outlook এর এপ্রিল ২০২৪ এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে বিশ্বের উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ১.৭% এর কাছাকাছি থাকবে। এ প্রতিবেদনে উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহ কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হলেও এ দেশগুলি গড়ে ৪.২% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, উদীয়মান উন্নয়নশীল এশিয়া'র দেশসমূহ মধ্যমেয়াদে গড়ে প্রায় ৫% এর চেয়েও বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

১.৬ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক প্রকাশিত দেশভিত্তিক প্রবৃদ্ধির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ, ভারত এবং চীন ২০২২ ও ২০২৩ সালে এ তালিকার অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিকহারে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ যখন ২০২২ সালে ৭.১% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে তখন ভারত এবং চীনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.৯৮% এবং ২.৯৯%। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুসারে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার মধ্যমেয়াদে ২০২৪ সালে ৫.৭% থেকে বেড়ে ২০২৭ সালে ৭.২% পর্যন্ত হতে পারে। একই সময়ে ভারতের ক্ষেত্রে ৬.৪৬% থেকে ৬.৪৮% এর কাছাকাছি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। অন্যদিকে, চীনের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ২০২৪ সালে ৪.৬৪% হতে পারে এবং ২০২৭ সালে প্রবৃদ্ধির হার আরোও হ্রাস পেয়ে ৩.৫৮% হতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

[১] এ অধ্যায়ে * চিহ্নযুক্ত বছরসমূহকে প্রক্ষেপিত/প্রাক্কলিত বছর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে

চিত্র ১.২: বিভিন্ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)

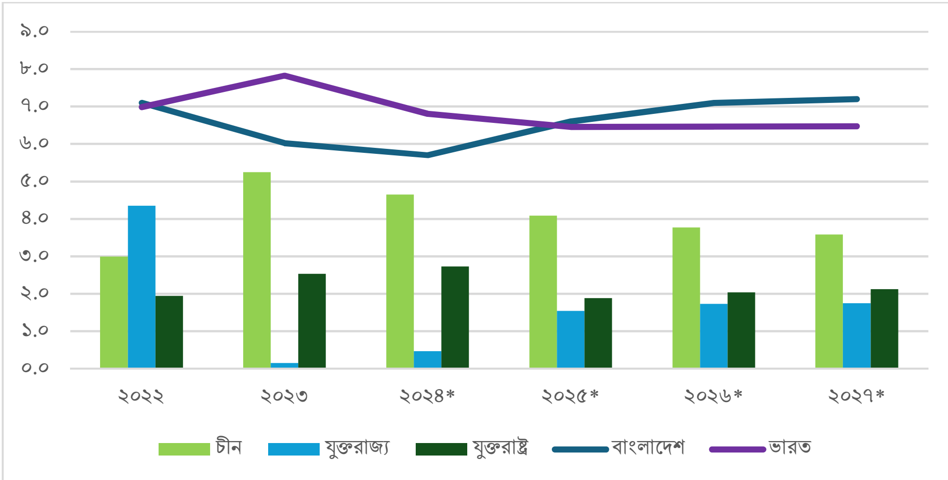

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

১.৭ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর বিশ্বের অনেক দেশই বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির মুখোমুখি হয়েছে। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি হ্রাসের একটি প্রবণতা দেখা গেলেও বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির দৃশ্যপট এখনও সারা বিশ্বের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ আগ্রাসী ও সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে উচ্চ মূল্যস্ফীতির রাশ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য এটি এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আইএমএফের প্রাক্কলন অনুসারে দেখা যায় বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি ২০২৪ সালে ৫.৯% এবং ২০২৫ সালে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ৪.৫% হতে পারে। OECD এর সাম্প্রতিক এক প্রকাশনায় দেখা যায় এ সংস্থার আওতাভূক্ত দেশসমূহ ইতোমধ্যে তাদের মূল্যস্ফীতির হার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পূর্বের অবস্থায় কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তবে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য উচ্চ মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ এখনোও বিদ্যমান।

১.৮ ২০২২ সালে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.২% যা ২০২৩ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৯.০% এ পৌঁছেছে এবং আইএমএফের প্রাক্কলন অনুসারে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ৯.৩% হতে পারে। তবে ২০২৫ সালে মূল্যস্ফীতির হার কমে ৬.১% এবং ২০২৭ সালের মধ্যে ৫.৫% এ নেমে আসতে পারে। চীনের মতো বড় অর্থনীতির দেশের সাথে তুলনা করলে মূলস্ফীতির একটি বিপরীত ধারা দেখতে পাওয়া যায়। আইএমএফ-এর প্রাক্কলন অনুসারে চীনের মূল্যস্ফীতি ২০২৪ সাল থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রায় ২% এর কাছাকাছি থাকতে পারে। আর ভারতের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি ২০২২ সালে ৬.৭% থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালে ৪.৬% এ নেমে আসবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত অর্থনীতির ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির পরিমাণ মধ্যমেয়াদে প্রায় ২% এ স্থিতিশীল থাকার আশা করা হচ্ছে।

চিত্র ১.৩: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মূল্যস্ফীতি (%)

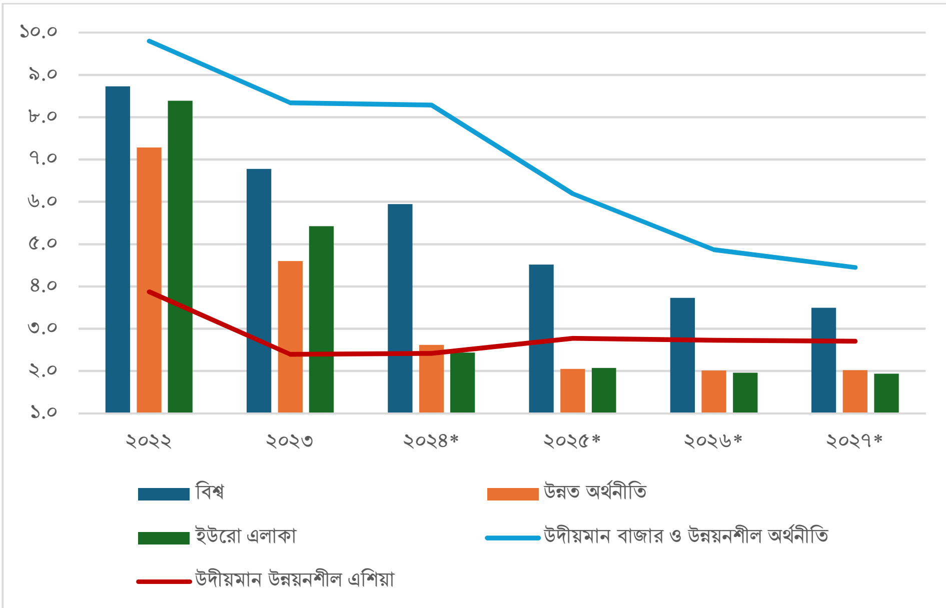

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

চিত্র ১.৪: বিভিন্ন দেশের মূল্যস্ফীতি (%)

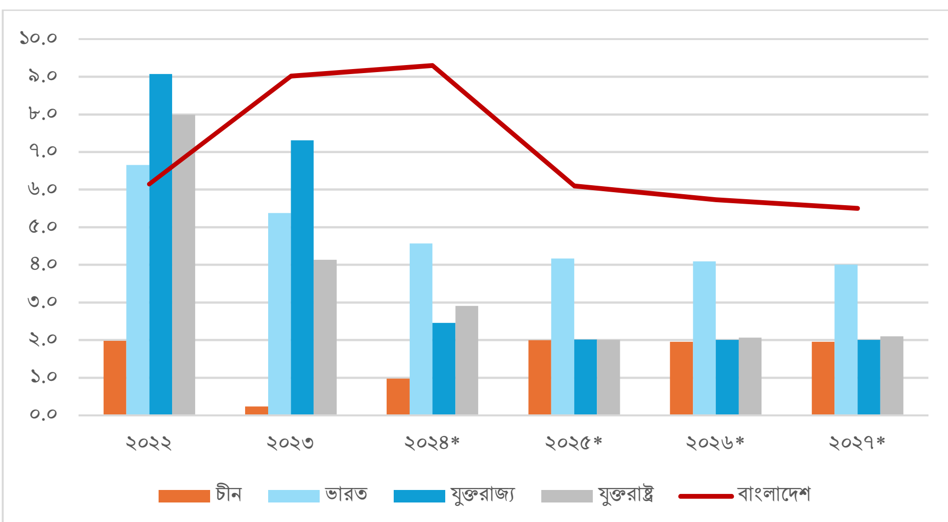

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দৃশ্যকল্প

১.৯ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিবিধিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংকোচন হলেও ২০২৪ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়বে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর প্রাক্কলন অনুসারে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণগত প্রবৃদ্ধি ২০২৪ সালে ২.৬% এবং ২০২৫ সালে ৩.৩% হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে অনুমিত হয় যে সার্বিকভাবে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি কমে যাওয়ার প্রত্যাশার সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী পণ্যের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে যা বৈশ্বিক বাণিজ্য বাড়াতে সহায়ক হবে। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কমে যেত পারে। ইউরো অঞ্চলের অর্থনীতি যেখানে ২০২৩ সালে উল্লেখযোগ্য সংকোচনের মুখোমুখি হয়েছিল, ২০২৫ সাল থেকে এ অঞ্চলের দেশসমূহের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গড়ে প্রায় ৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে তা আরোও ভালো অবস্থানে যেতে পারে। অন্যদিকে, উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মধ্যমেয়াদে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি প্রায় ৪% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার আশা করা হচ্ছে।

চিত্র ১.৫: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (% পরিমাণগত)

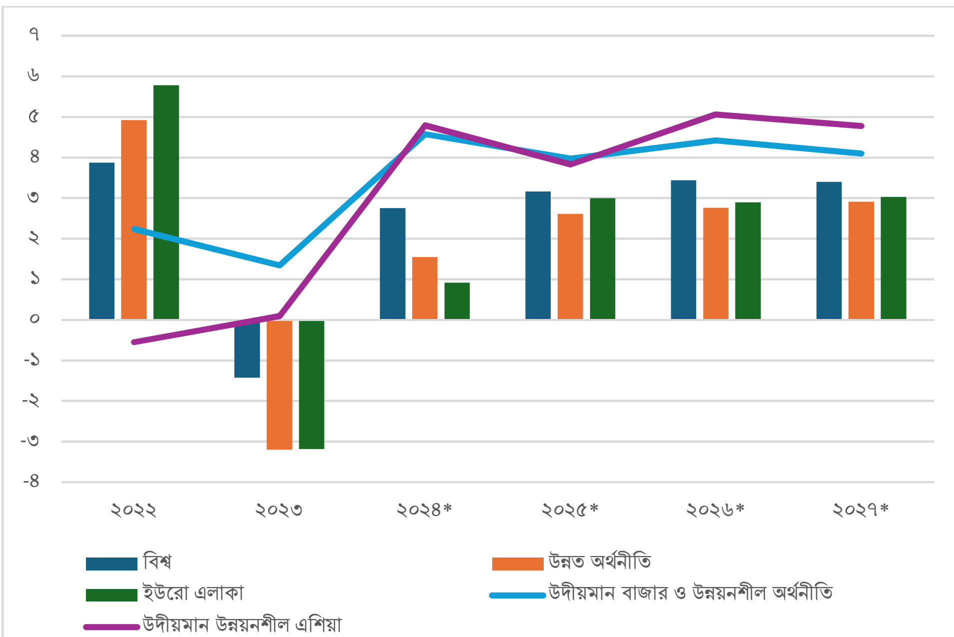

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

১.১০ দেশভিত্তিক প্রক্ষেপণে দেখা যায় ২০২৩ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার (পরিমাণগত) ছিল ৮.৭৯%, যা ২০২৪ সালে হ্রাস পেয়ে ৩.৯৩% এ নেমে আসতে পারে। তবে এই প্রবৃদ্ধির হার ২০২৭ সালের মধ্যে ৮.৮৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। চীনের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হারের

গতি মন্থর থাকার সম্ভাবনা প্রবল এবং ২০২৫ সালে ১.৮% থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬ সালে ২.৮৫% পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে, ২০২৩ সালে ভারতের রপ্তানি সংকুচিত হয়েছিল এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক (-২.৭৬%)। তবে ২০২৪ সাল থেকে ভারতের রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সাল নাগাদ ৪% পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে রফতানি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ খুব আশাব্যঞ্জক নয়। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের সংকোচনমূলক অবস্থানের পর যুক্তরাজ্য ২০২৭ সাল পর্যন্ত ২% এর নিচে মাঝারিমানের প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ২০২৪ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৩% এর পূর্বাভাস রয়েছে, যা অপেক্ষাকৃত একটি স্থিতিশীল বৈদেশিক বাণিজ্যের ইঙ্গিত দেয়।

চিত্র ১.৬: বিভিন্ন দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)

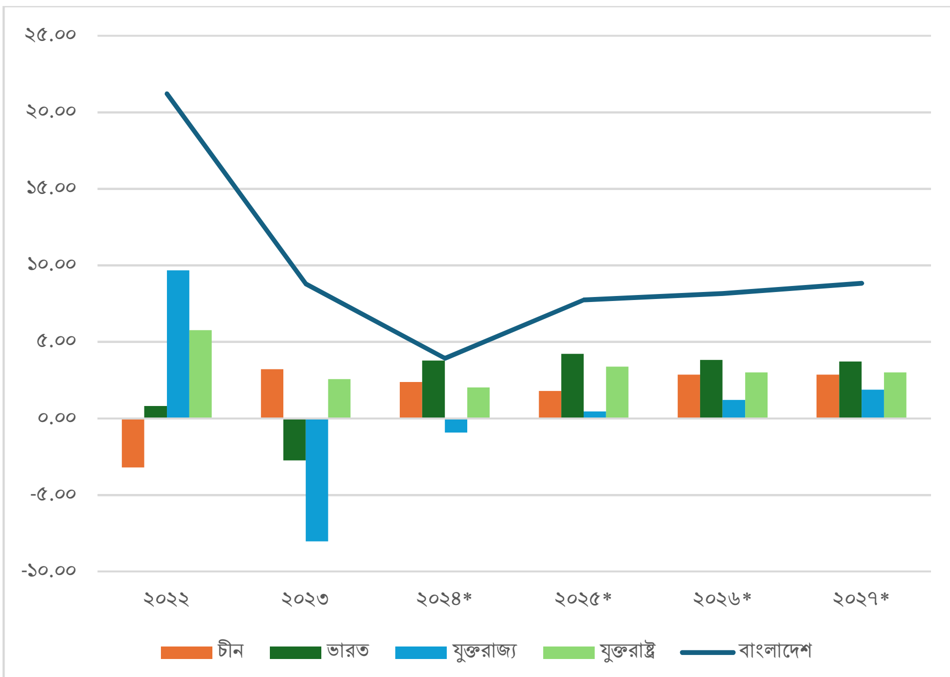

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

১.১১ রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি আমদানির ক্ষেত্রেও মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধির আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে আমদানি বাণিজ্যে ইউরো অঞ্চল ২০২৩ সালে উল্লেখযোগ্য সংকোচনের মুখোমুখি হয়েছিল। তবে ২০২৭ সালের মধ্যে এ দেশসমূহে আমদানি খাতে প্রায় ৩% প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের আশা করা হচ্ছে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলির তুলনায় উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ এবং উদীয়মান উন্নয়নশীল এশিয়ার দেশসমূহ রপ্তানির ন্যায় অধিক হারে

আমদানির প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এর কারন হিসেবে এ সকল দেশসমূহের অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ এবং বিশাল ভোক্তা বাজারের মতো বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে।

চিত্র ১.৭: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের আমদানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)

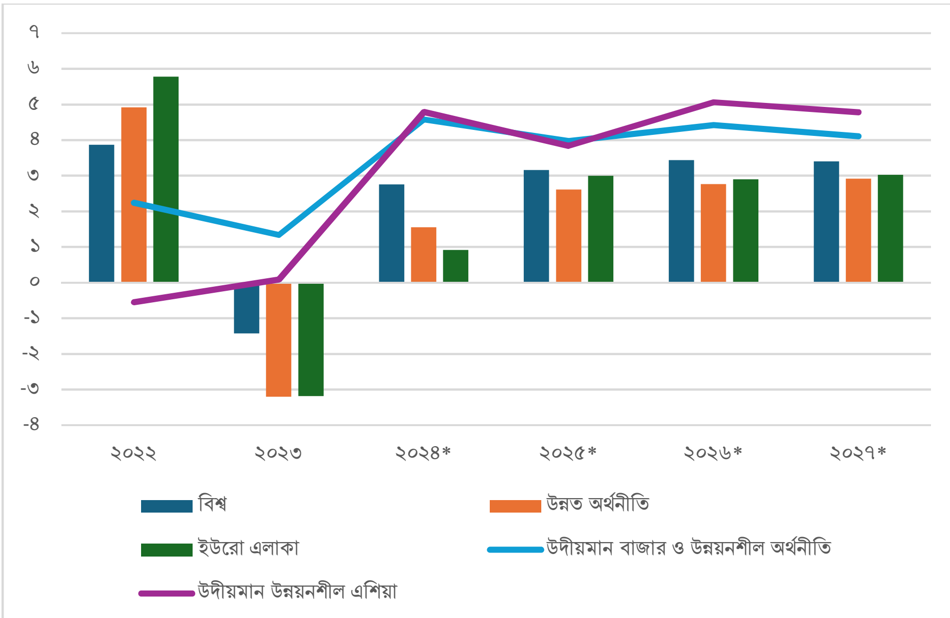

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

১.১২ সারা বিশ্বে আমদানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধারের প্রক্ষেপণ করা হলেও বিভিন্ন দেশভিত্তিক আমদানি প্রবৃদ্ধির গতিবিধি ভিন্ন রকম দেখা যাচ্ছে। আইএমএফ-এর প্রাক্কলন অনুসারে বাংলাদেশের আমদানি (পরিমাণগত) প্রবৃদ্ধির হার ২০২৩ সালের সংকোচনমূলক অবস্থান থেকে উন্নীত হয়ে স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসতে পারে। উক্ত প্রাক্কলনে বাংলাদেশ ২০২৪ সালে ৪.১% আমদানি প্রবৃদ্ধি (পরিমাণগত) অর্জন করতে পারে এবং ২০২৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৮.০% এ উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চীনের ক্ষেত্রে আমদানি প্রবৃদ্ধির হার হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায় এবং এটি ২০২৪ সালে ৩.৪% এবং ২০২৫ সালে ০.৯% হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের আমদানি প্রবৃদ্ধির হার ২০২৪ সালে ৪.৮% থেকে ২০২৫ সাল ও তৎপরবর্তী সময়ে ৬.৬% এ উন্নীত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে আমদানি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে, এমনকি যুক্তরাজ্যে ২০২৫ সালে আমদানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মকও হতে পারে।

চিত্র ১.৮: বিভিন্ন দেশের আমদানি প্রবৃদ্ধি (%-পরিমাণগত)

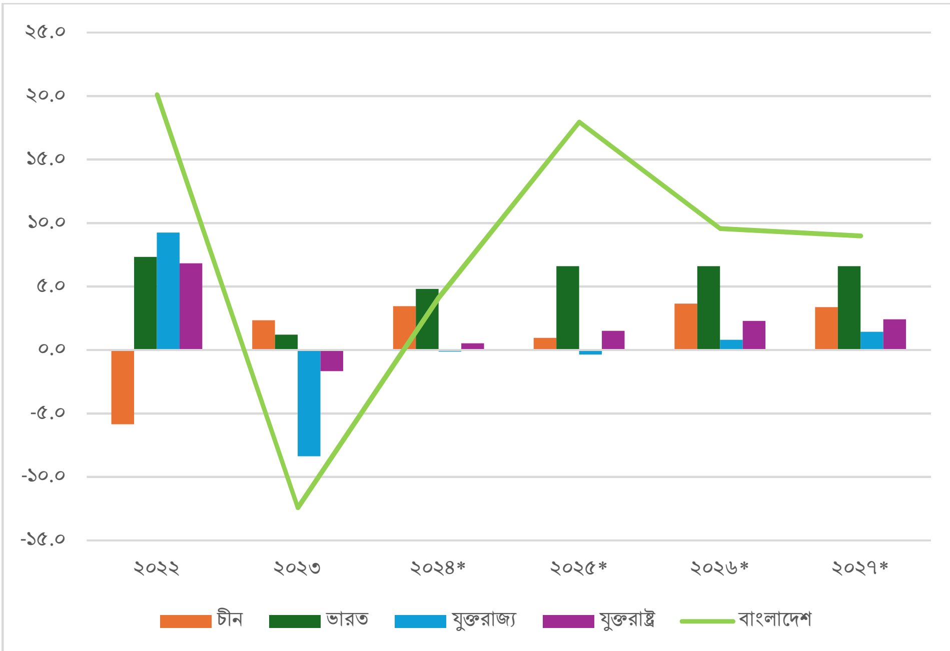

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

বৈশ্বিক ঋণ পরিস্থিতি

১.১৩ সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক ঋণ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং উন্নত ও উদীয়মান উভয় অর্থনীতির দেশসমূহের ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সরকারি ঋণের পরিমাণ ২০২৭ সালের মধ্যে জিডিপি'র ১৩০% এর বেশি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতে বাংলাদেশের সরকারি ঋণের পরিমাণ ২০২২ সালে জিডিপি'র ৩৭.৯% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৭ সালের মধ্যে ৪২.৬% পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে ২০২৩ সালে চীনের সরকারি ঋণের পরিমাণ হচ্ছে জিডিপি’র ৮৩.৬% যা প্রক্ষেপণ অনুসারে ২০২৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ১০১.৮% পর্যন্ত হতে পারে। আবার ২০২৩ সালে ভারতের ঋণের পরিমাণ হচ্ছে জিডিপি’র ৮২.৭% যা ২০২৭ সাল নাগাদ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৭৯.৯% এ নেমে আসতে পারে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

চিত্র ১.৯: বিভিন্ন দেশের জাতীয় ঋণ (% জিডিপি)

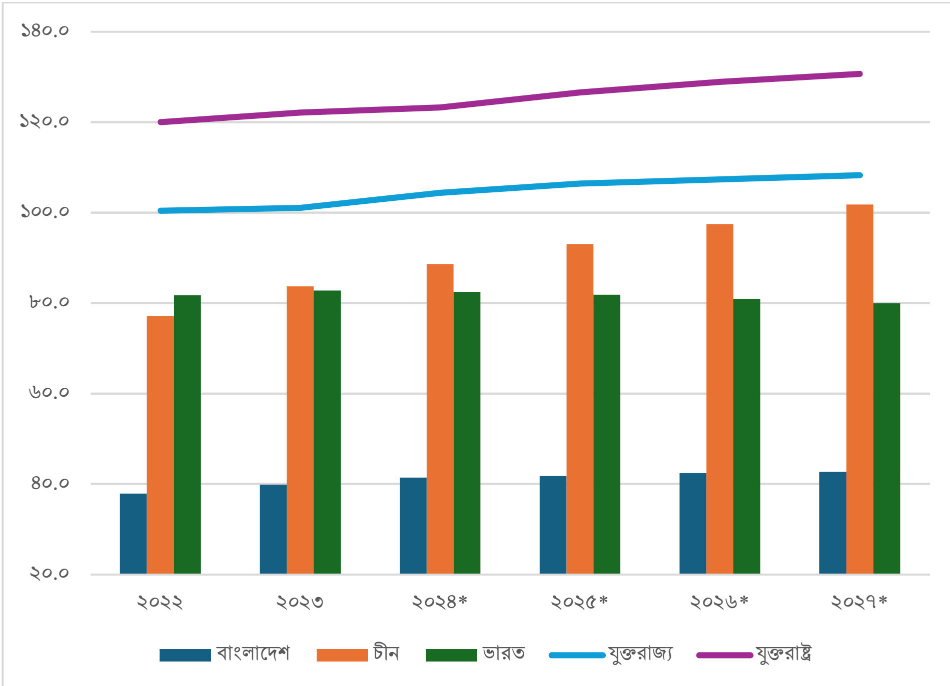

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

১.১৪ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের মোট ঋণের পরিস্থিতির অবনতির সাথে সাথে জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে বৈদেশিক ঋণ পরিষেবা বা ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের পরিমাণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলির জন্য একটি ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাড়িয়েছে। যদিও মহামারি উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকোচনের কারণে ২০২১ সালে উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশ এবং উদীয়মান উন্নয়নশীল এশিয়ার দেশগুলির বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার পরিমাণ সাময়িকভাবে কমে আসলেও বর্তমানে এর উর্ধ্বগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উদীয়মান উন্নয়নশীল এশিয়ার দেশসমূহের বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার বোঝা উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত কম, তবে এই ঋণ পরিশোধের দায় ২০২১ সালে ছিল সামগ্রিক জিডিপি'র ০.৮%, যা ২০২৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৯৫% পর্যন্ত হতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের এই দায় বৃদ্ধি প্রকৃত পক্ষে উন্নয়নশীল এশীয় দেশসমূহের আর্থিক ঝুকির মাত্রাকেই প্রতিফলিত করে।

চিত্র ১.১০: বৈদেশিক ঋণ পরিষেবা (% জিডিপি)

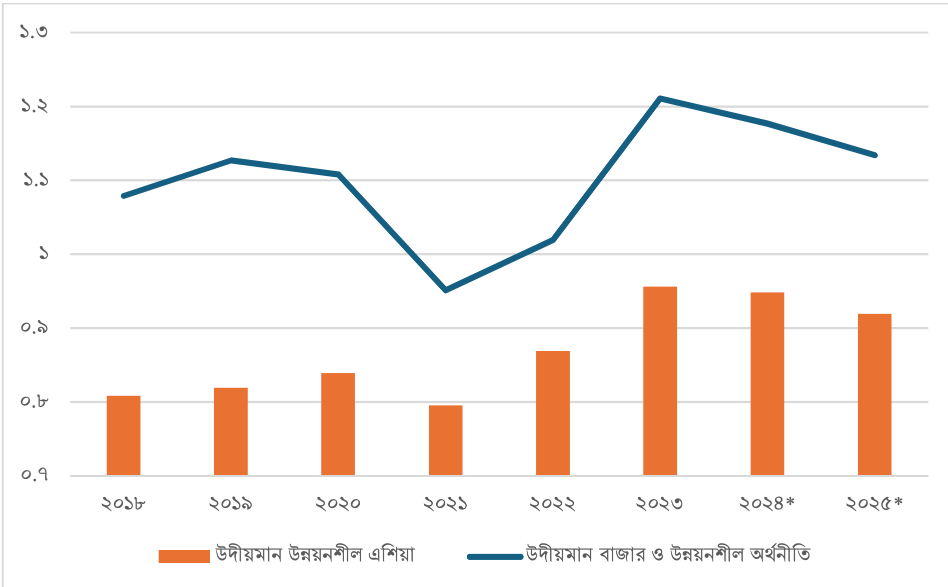

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

১.১৫ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল জুড়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যের গতিবিধিতে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ২০২২ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের সামগ্রিকভাবে চলতি হিসাবের ঘাটতি ছিল তাদের জিডিপি'র ০.৩% প্রায়। কিন্তু, আইএমএফ-এর প্রক্ষেপণ অনুসারে ২০২৪ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত উক্ত দেশসমূহের সম্মিলিত চলতি হিসাব গড়ে জিডিপি'র ০.৭% এর কাছাকাছি হতে পারে অর্থাৎ এ সকল দেশ চলতি হিসাবের ঘাটতি থেকে একটি উদ্বৃত্ত অবস্থানে পৌছানোর আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলিতে চলতি হিসাবের ভারসাম্য ধীরে ধীরে আরোও খারাপ বা ঋণাত্নকমুখী হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০২২ সালে যেখানে সম্মিলিতভাবে এ দেশসমূহের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ব ছিল জিডিপি'র ১.৫%, ২০২৭ সালের মধ্যে তা কমে প্রায় শুন্যের কোটায় অর্থাৎ চলতি হিসাবে কোন উদ্বৃত্ব না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী উদীয়মান উন্নয়নশীল এশিয়ার দেশসমূহের চলতি হিসাব জিডিপি'র ১.২% হতে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সালে জিডিপি'র ০.৭ শতাংশে নেমে যেতে পারে। চীন বরাবরের মতোই উদ্বৃত্ব অবস্থান রক্ষা করলেও ভারতের চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতির সম্মুখীন হতে পারে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতে বাংলাদেশ মধ্যমেয়াদে চলতি হিসাবের ঘাটতি ২০২৭ সাল নাগাদ জিডিপি'র ৩% পর্যন্ত হতে পারে।

চিত্র ১.১১ বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের চলতি হিসাবে ভারসাম্য (% জিডিপি)

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৪

সুদের হার

১.১৬ ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় পৃথিবীর প্রায় সব দেশে সুদের হার বাড়ানো হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ফেড ফান্ড রেট ৫.৩৭% পর্যন্ত বৃদ্ধি করে এবং এই ধারা ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বজায় রাখে। ফেডারেল রিজার্ভের পাশাপাশি ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকও এই কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণ করে এবং ২০২৩ সালের শেষ দিকে তাদের পলিসি রেট ৪.৫% এ উন্নীত করে। অনুরূপভাবে এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের রেপো রেট ৬.৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করে, যদিও চীনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল কিছুটা ভিন্ন। চীনে তুলনামূলকভাবে নিম্ন মূল্যস্ফীতি থাকায় তাদের সুদের হার ৩.৪৫% এ রাখতে পেরেছিল। উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে বর্তমানে Secured Overnight Financing Rate বা SOFR-কে প্রধান রেফারেন্স রেট হিসেবে ধরা হয়। উন্নত দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির নীতি সুদের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে SOFR রেটও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত এই হার ছিল ৫.৩৩%।

চিত্র ১.১২: বিশ্বের কতিপয় প্রধান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদের হার

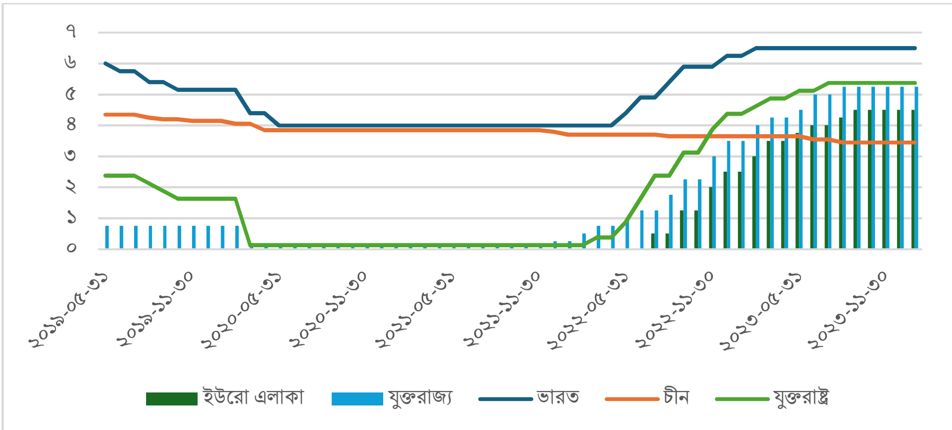

সূত্র: ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস)

চিত্র ১.১৩: SOFR (Secured Overnight Financing Rate) হার

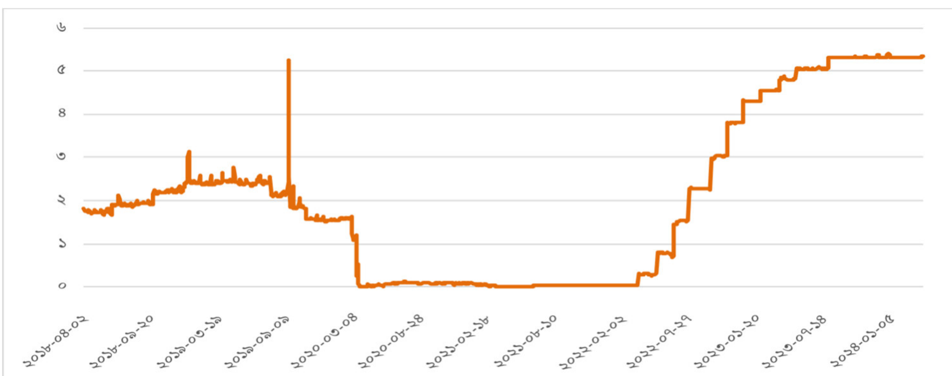

সূত্র: ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস)

মুদ্রা বিনিময় হার

১.১৭ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকেই বর্ধিত সুদের হার এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার বেশ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে মুদ্রার অবচিতি বিভিন্ন দেশের আমদানি ও ঋণ পরিষেবা বাবদ খরচ অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। দেশীয় মুদ্রার অস্থিতিশীলতা এবং বহিঃবিশ্বের প্রধান অর্থনীতির দেশসমূহের উচ্চ সুদের হার বাংলাদেশের মতো দেশগুলি থেকে বিনিয়োগ/মূলধন স্থানান্তর বা ক্ষেত্র বিশেষে অর্থ পাচারের অন্যতম একটি কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বৈশ্বিক মুদ্রা অবচিতির ক্ষেত্রে দেখা যায় জাপানীজ ইয়েন অন্যান্য দেশের তুলনায়

বেশি অবচিতির মুখোমুখি হয়েছে এবং বাংলাদেশি টাকারও উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন বা অবচিতি ঘটেছে। ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকা ২০২২ সালের গড় মানের তুলনায় ২০২৩ সালে ১৩.৭% হ্রাস পেয়েছে। জাপানের ক্ষেত্রে ইয়েনের গড় মান ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে ১৬.৪৮% হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩ সালে ভারতীয় রুপি এবং চাইনিজ মুদ্রা রেনমিনবি'র অবমূল্যায়ন হয়েছে ৪.৮% ও ৪.৯% করে।

চিত্র ১.১৪: মার্কিন ডলারের বিপরীতে কতিপয় মুদ্রার বিনিময় হার

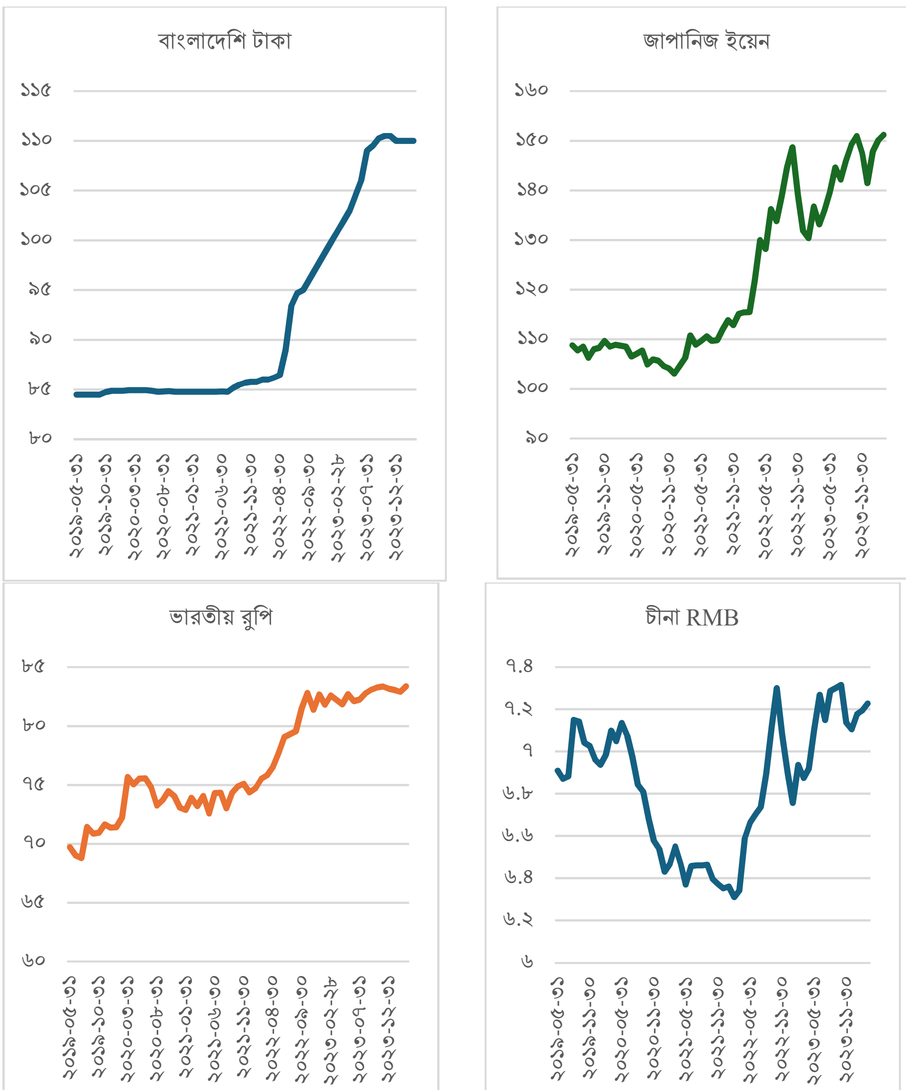

সূত্র: ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস)

চিত্র ১.১৫: কতিপয় মুদ্রার অবচিতি/অবমূল্যায়ন

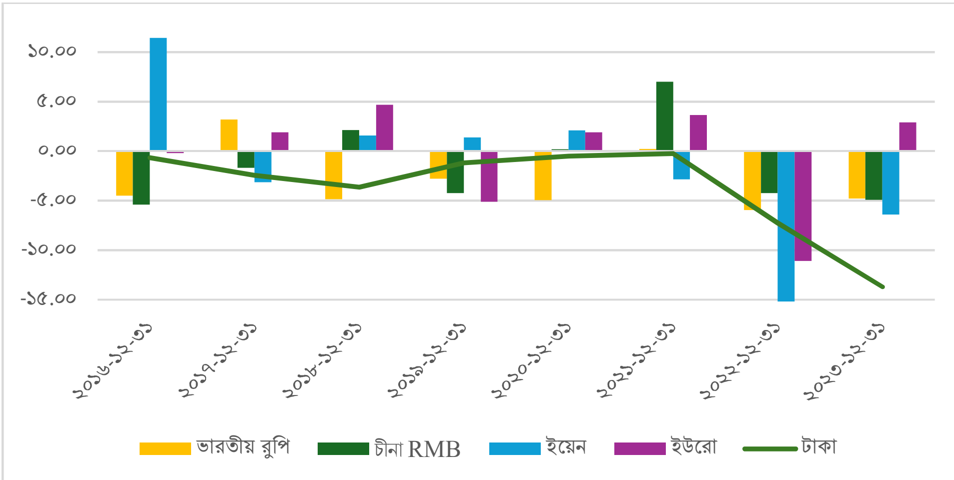

সূত্র: ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস) এর ডাটাবেজ

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের অবস্থা

১.১৮ ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম একটা সহনীয় পর্যায়ে ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আন্তর্জাতিক পণ্যের বাজারে প্রায় সকল পণ্যের মূল্য তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমনঃ ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ছিল মাত্র ৭৪ মার্কিন ডলার আর ২০২২ সালের জুন মাসে এই তেলের মূল্য দাঁড়ায় ১২০ মার্কিন ডলারেরও বেশি। সার, গম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দামের ক্ষেত্রেও একই ধরণের প্রবণতা দেখা গেছে। তবে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা কিছু কমে যাওয়ায় দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাচ্ছে।

চিত্র ১.১৬: ব্রেন্ট ক্রুড ওয়েলের মূল্য (ইউএসডি/ বিলিয়ন ব্যারেল)

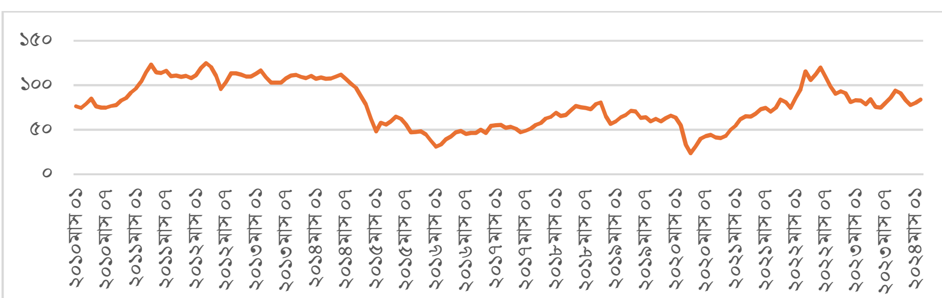

সূত্র: বিশ্ব ব্যাংকের Commodity Price Database

চিত্র ১.১৭: ইউরিয়া সারের মূল্য (ইউএসডি/ মেঃ টন)

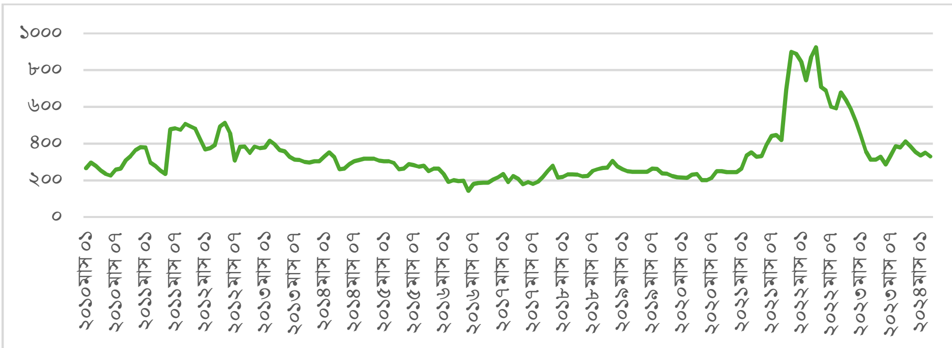

সূত্র: বিশ্ব ব্যাংকের Commodity Price Database

চিত্র ১.১৮: গমের মূল্য (ইউএসডি/মেঃ টন)

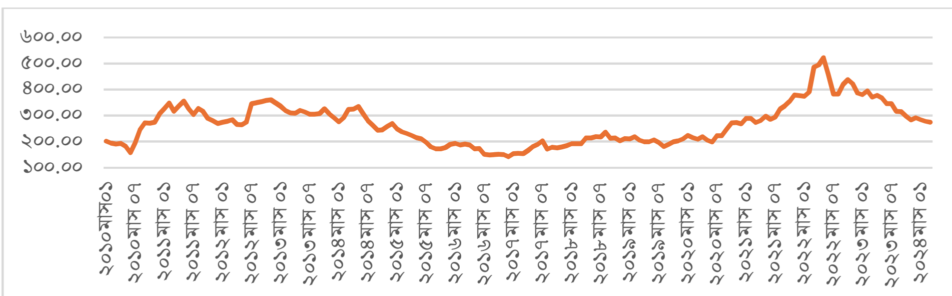

সূত্র: বিশ্ব ব্যাংকের Commodity Price Database

চিত্র ১.১৯: এলএনজি গ্যাসের মূল্য (ইউএসডি/ মিলিয়ন ব্রিটিশ থারমাল ইউনিট)

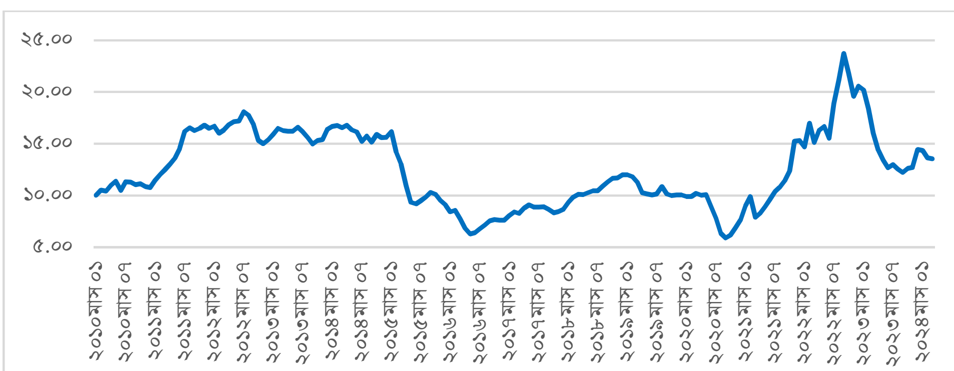

সূত্র: বিশ্ব ব্যাংকের Commodity Price Database

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.১৯ 'অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫)' সরকারের একটি মধ্যমমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং 'দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)' তে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এ উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রফতানির প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ বহুমুখীকরণ, দৃশ্যমান ও মানসম্মত অবকাঠামো উন্নয়ন, মানব উন্নয়ন সূচকের উন্নয়ন, টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ নানাবিধ লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকারের এ সকল পরিকল্পনায় Sustainable Development Goals (SDG) এর লক্ষ্যসমূহেরও প্রতিফলন রয়েছে। তবে বাংলাদেশের মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আলোকে বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতায় দেখা যায় বিশ্ব অর্থনীতি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০৪১) অনুসারে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ এর আবির্ভাব ও এর অব্যবহিত পরেই চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিক সময়ে যে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজমান তা আমাদের সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে হয়তো কিছুটা বিলম্ব ঘটাতে পারে।

সারণি ১.১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং কতিপয় অর্জন

সূচক	২০২০-২১			২০২১-২২			২০২২-২৩		
	৮ম পঞ্চ বার্ষিক	২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা	প্রকৃত অর্জন	৮ম পঞ্চ বার্ষিক	২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা	প্রকৃত অর্জন	৮ম পঞ্চ বার্ষিক	২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা	প্রকৃত অর্জন
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৪০	৮.২৩	৬.৯৪	৭.৭০	৮.২৯	৭.১০	৮.০০	৮.৩২	৫.৭৮
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (%)	৫.১০	৫.৪০	৫.৫৬	৪.৯০	৫.৩০	৬.১৫	৪.৮০	৫.১২	৯.০২
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)	৩২.৫৬	৩৩.৫৮	৩১.০	৩২.৭৩	৩৪.৪৯	৩২.০	৩৪.০০	৩৫.২৮	৩০.৯৫
কর রাজস্ব (জিডিপি'র শতাংশে)	৯.০	১০.০৪	৭.৬	৯.৮	১০.৩০	৭.৫	১০.৬	১০.৬০	৭.৩
বৈদেশিক ঋণ (জিডিপি'র শতাংশে)	১৩.৮	১১.৬১	১১.৯	১৪.২	১১.৪৭	১২.৫	১৪.৪	১১.৩৮	১৫.০
মোট ঋণ (জিডিপি'র শতাংশে)	৩৭.১	৩৫.০৬	৩২.৪	৩৮.৬	৩৫.৭৫	৩৩.৮	৩৯.৬	৩৬.৩৯	৩৭.০
মাথাপিছু জিএনআই (মা. ডলার)	২১৭০	২২৫০	২৫৯১	২৩৪৫	২৪৬৮	২৭৯৩	২৫৫৫	২৭০৮	২৭৪৯

সূত্র: জিইডি, বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশন এবং অর্থ বিভাগ

১.২০ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলির সাথে দেশের কিছু সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের অর্জন তুলনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশ বিশেষতঃ দেশের মূল্যস্ফীতি এবং কর-

আয়সহ কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে পিছিয়ে রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বিশেষ করে ২০২২-২৩ অর্থবছরের পূর্বে একটি স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতির হার বজায় রাখতে পেরেছিল- যা উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে ২০২২ এর ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী প্রভাব সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দারুনভাবে বিঘ্নিত করে। এর ফলে দেশের মূল্যস্ফীতি অনেক বেড়ে যায়- যা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাক্কলনের চেয়ে বেশি। দেশের কর আয়ের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বলা যায় বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবেই নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাতের সাথে লড়াই করে আসছে। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অনেক বড় একটি বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে এবং প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনকে বিঘ্নিত করছে। বৈশ্বিক এসকল চ্যালেঞ্জ সারা বিশ্বের সরবরাহ ব্যবস্থার শৃঙ্খলা, বাণিজ্য প্রবাহ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত করেছে- যা দেশের কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির চলমান প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

১.২১ এ সকল প্রতিকুলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে স্থিতিশীল অবস্থা প্রদর্শন করে আসছে। কোভিডকালীন অর্থবছর ব্যতিত বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে মোটামুটি একটি উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখতে পেরেছে যা দেশের মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যের কাছাকাছি। যদিও সাম্প্রতিকতম অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলিত লক্ষ্যের চেয়ে কম তবে এটি বৈশ্বিক গড় প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি। এছাড়া, বাংলাদেশ বরাবরের মতোই একটি সহনীয় মাত্রায় সরকারি খাতে ঋণ গ্রহণ করে একটি সুপরিচালিত আর্থিক শৃঙ্খলা অনুসরন করে আসছে। এজন্য দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে যে ঋণ-জিডিপি অনুপাতের প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল বাংলাদেশ সেই নির্ধারিত সীমার মধ্যেই রয়েছে অথবা এই সীমার খুব কাছাকাছি রয়েছে। এর পাশাপাশি বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে আসছে এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসারে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার নীচে এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য সীমার মধ্যে রয়েছে। আর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো, বাংলাদেশ মাথাপিছু জাতীয় আয়ের (GNI) ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে - যা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম একটি পরিমাপক। একই সাথে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর প্রাক্কলন অনুসারে দেখা যায় দেশের দারিদ্র্য এবং অতিদারিদ্রের হার ধারাবাহিকভাবে কমে আসছে। ২০১০ সালে দেশে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৫%, ২০২২ সালে সেই হার নেমে এসেছে ১৮.৭% এ। অধিকন্তু, দেশের অতি দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ১৭.৬% থেকে কমে ২০২২ সালে ৫.৬% এ দাড়িয়েছে। ২০২০ সাল থেকে বৈশ্বিক এই চলমান অনিশ্চয়তা বিবেচনায় এ অর্জনসমূহ নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক।

১.২২ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা, প্রাক্কলন বা পূর্বাভাস থেকে বিচ্যুতির ঘটনা পৃথিবীতে নজিরবিহীন নয়- বিশেষ করে বিশ্ব যখন কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার সম্মুখীন হয়। কোভিড-১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি থাকবে মর্মে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আশা করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর ওয়ার্ল্ড

ইকোনমিক আউটলুকের এপ্রিল ২০১৯ মাসের প্রতিবেদন অনুসারে ২০২০ সালের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ৩.৬১% হওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ঋণাত্মক অর্থাৎ -২.৬৯%। একইভাবে, ২০২২ সালের জন্য প্রাক্কলিত গড় মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৩.৪৫% কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ছিল ৮.৭৩%। প্রাথমিক প্রাক্কলন বা প্রক্ষেপণ থেকে এই উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতির জন্য কোভিড-১৯ মহামারি এবং ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী অভূতপূর্ব অনিশ্চয়তাকে দায়ী করা হয়। আর এ সকল অনিশ্চয়তা সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেছে যে এর পূর্বাভাস দেওয়া সত্যিকার অর্থেই কঠিন।

১.২৩ সকল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও এক অবিচল দৃঢ় সংকল্প এবং সুস্পষ্ট রূপকল্পকে সামনে রেখে বাংলাদেশ এখনও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অবিচল রয়েছে - যদি বিশ্বব্যাপী চলমান অনিশ্চয়তা একটি সহনীয় সীমার মধ্যে থাকে। বিগত দেড় দশকে দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং এর দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া থেকে বাংলাদেশ নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারবে না। তারপরেও দ্রুত শিল্পায়ন, রফতানি বহুমুখীকরণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশনের মতো উদ্ভাবনী প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ দ্রুত এবং প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে। স্মার্ট জাতি হিসবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার যে প্রত্যয় সে লক্ষ্যে "স্মার্ট নাগরিক", "স্মার্ট সরকার", "স্মার্ট অর্থনীতি" এবং "স্মার্ট সমাজ" বিনির্মানের পথ-নকশা ইতোমধ্যে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে একটি সমৃদ্ধ, দারিদ্র্যমুক্ত এবং উচ্চ-আয়ের "সোনার বাংলা" গড়ার যে লক্ষ্য, তা অর্জনে বাংলাদেশের সকল নীতি-কৌশলকেও সাজানো হয়েছে।

২. সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

রাশিয়া-ইউক্রেন পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫.৭৮ এবং ৫.৮২ শতাংশ (বিবিএস এর সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী) প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আগামী বছরগুলিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এই মুহূর্তে দেশের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার যা গত কয়েক মাস ধরে প্রায় ৯ শতাংশের উপরে রয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতোমধ্যে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং একই সাথে সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী পণ্যের মূল্য হ্রাস এবং বাংলাদেশ যে সকল দেশ থেকে প্রধানত আমদানি করে সে সকল দেশে নিম্ন মূল্যস্ফীতির কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চলমান মূল্যস্ফীতির চাপ কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি হ্রাসের সাথে অচিরেই নীতি সুদের হার কমতে শুরু করায় অর্থনীতি আরও স্থিতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২.১ বিগত এক দশক ধরে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৩.৪৫ শতাংশে নেমে এসেছিলো। তবে সরকারের টেকসই এবং পরিকল্পিত প্রচেষ্টার কারণে উল্লিখিত সময়ে চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপর নেতিবাচক প্রভাব কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে দ্রুত কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। যার ফলশ্রুতিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশ আবার প্রবৃদ্ধির পূর্বের ধারায় ফিরে আসে এবং ৭.১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তবে সে সময়ে সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক পণ্যমূল্য হতে উদ্ভূত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক বৈশ্বিক আর্থিক কঠোরতা, সরবরাহ পর্যায়ে বিঘ্ন এবং মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে দেশীয় সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়েছে। উন্নত দেশগুলোতে নীতি সুদের হার বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং এটি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে আরও চাপ বাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

২.২ বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উত্তরণের সকল শর্ত ইতোমধ্যে পূরণ করেছে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তবে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। যদিও স্বাধীনতার পর থেকে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লুপহোল বন্ধ করা এবং

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা এখন উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্যের অসামঞ্জস্যতা দূর করে ব্যবসায়ের পরিবেশের উন্নতি এবং শিল্পের প্রবৃদ্ধির জন্য নীতি সহায়তা প্রদানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃত খাত

২.৩ গত দেড় দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মূল চালিকাশক্তি ছিল সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, মজবুত জনমিতিক লভ্যাংশ, তৈরি পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীল প্রবাস আয়ের গতি- যার কারণে এই সময়ে দেশের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৬.৭ শতাংশ । এমনকি কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্যাকেজ এবং যথাযথ আর্থিক নীতির কারণে দেশের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ছিল। কোভিড-১৯-পরবর্তী মাসগুলিতে চাহিদা বৃদ্ধি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হলে মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে কঠোর আর্থিক নীতি অবলম্বন করতে হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকেও কঠোর মুদ্রা ও ব্যয় সংকোচন নীতিব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা কমে আসে। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিলো যথাক্রমে ৫.৭৮ এবং ৫.৮২ শতাংশ (সাময়িক)।

২.৪ উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং সংকোচনমূলক নীতি ব্যবস্থার কারণে ব্যক্তিগত খাতে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগে প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে। প্রকৃত বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২.৯ শতাংশে নেমে আসে, যা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ছিল ১১.৮ শতাংশ। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকৃত সরকারি বিনিয়োগের গতি পূর্বের অর্থ বছরের স্তরে ছিলো। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) বাস্তবায়ন ২০২১-২২ অর্থবছরের ৯২.৭৪ শতাংশ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৪.২৬ শতাংশে নেমে আসায় সরকারি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি হয়নি। এছাড়া উচ্চ উৎপাদন খরচের কারণে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি আশানুরুপ হয়নি। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির সাথে ভোক্তা ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস ব্যক্তিগত ভোগব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। তবে এই সময়ে সরকারি আবর্তক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত বেসরকারি ভোগব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ শতাংশে নেমে এসেছে, যেখানে প্রকৃত সরকারি ব্যয় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬.২ শতাংশ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমদানির প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হওয়ার কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিট রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে যোগ হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাময়িক প্রাক্কলনে দেখা যায়, প্রকৃত বেসরকারি বিনিয়োগে ৫.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও সরকারি বিনিয়োগ আগের অর্থবছরের একই পর্যায়ে রয়ে গেছে। প্রকৃত বেসরকারি এবং সরকারি ভোগব্যয়ের প্রবৃদ্ধির হার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জন্য যথাক্রমে ৩.৩ এবং ৫.৭ শতাংশ ছিলো।

চিত্র ২.১: চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান (%)

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৫ সরবরাহের দিক থেকে, সীমিত শিল্প উৎপাদনের কারণে সেবা খাত ব্যাহত হওয়ায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি কম হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিল্প খাতের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ২.১৭ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ২.৬২ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা খাতের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ২.৯৫ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩.৬৫ শতাংশ ছিল। কৃষি খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাত্র ০.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সাময়িক প্রাক্কলনে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ০.৬৪ শতাংশ, ২.২১ শতাংশ এবং ২.৯৭ শতাংশ হয়েছে।

চিত্র ২.২: সরবরাহের দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান (%)

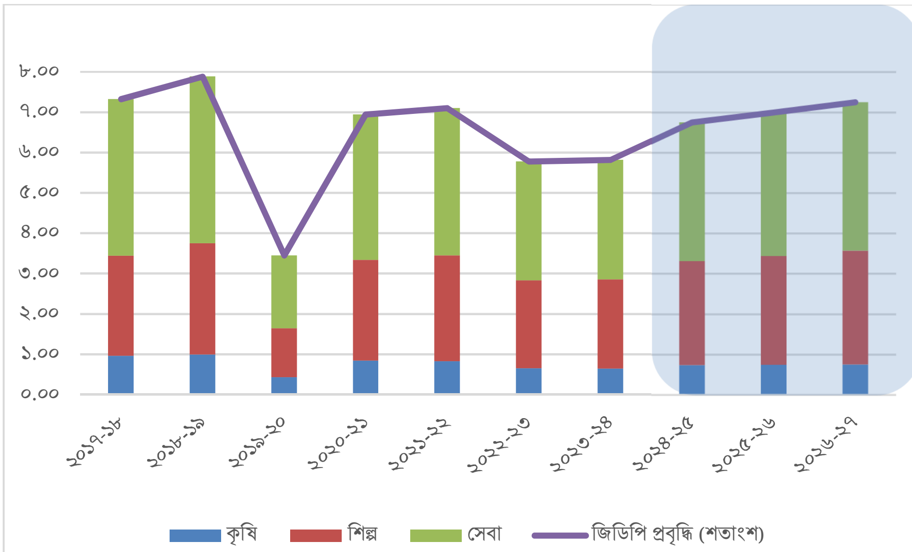

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৬ মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং যথাযথ মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসলে মধ্যমেয়াদে বহিঃখাতের চলকসমূহেরও উন্নতি হবে ধীরে ধীরে। প্রবাস আয়ের ধারাবাহিক প্রবাহ ব্যক্তিগত ভোগব্যয় পুনরুজ্জীবিত করতে অবদান রাখবে এবং একই সাথে সরকারি বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তবে, অভ্যন্তরীণ বাজারে বর্তমানে উচ্চ সুদের হারের কারণে স্বল্পমেয়াদে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পেতে পারে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিলো ৭.৫ শতাংশ। পরবর্তীতে তা সংশোধন করে ৬.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছিলো। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সাময়িক প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, এই সময়ের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.৮২ শতাংশ হয়েছে।। মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প অনুযায়ী ২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে-এ প্রবৃদ্ধির হার অনুমান করা হয়েছে যথাক্রমে ৬.৭৫ শতাংশ, ৭.০ শতাংশ এবং ৭.২৫ শতাংশ।

২.৭ ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক (WEO)–অনুসারে, আগামী বছরগুলিতে বিশ্ব জিডিপি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে সমর্থন করে।

চিত্র ২.৩: মধ্যমেয়াদি জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)

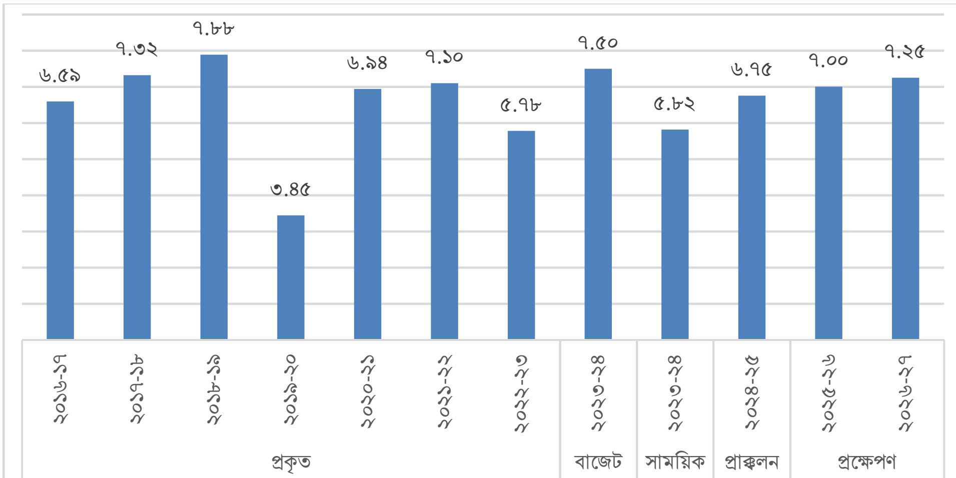

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অর্থ বিভাগ

বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এবং জাতিসংঘ (UN) - সকলেই ২০২৪ সালে বাংলাদেশের জন্য মাঝারি প্রবৃদ্ধি এবং তুলনামূলকভাবে উচ্চ মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস দিয়েছে। প্রবৃদ্ধির এই অনুমানের সাথে বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক জিডিপি হিসাব সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চিত্র ২.৪: ২০২৪ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির প্রক্ষেপণ (%)

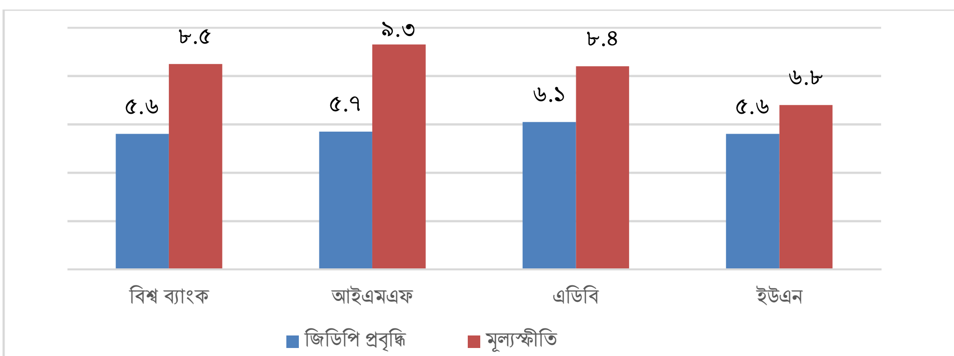

সূত্র: সংশ্লিষ্ট অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইট

২.৮ সরকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৩০.৯৫ শতাংশ যেখানে বেসরকারি এবং সরকারি খাতের অবদান যথাক্রমে

২৪.১৮ এবং ৬.৭৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িক হিসাব অনুযায়ী প্রকৃত বিনিয়োগ জিডিপির ৩০.৯৮ শতাংশ। তবে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিনিয়োগের মাত্রা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার উন্নয়ন প্রকল্পের নকশা এবং বাস্তবায়ন উভয় স্তরেই কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন করা শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কৌশল প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। সরকার ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নে যে বিশেষ জোর দিয়েছে তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য একটি প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৬ (মেট্রো রেল), চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল সংযোগ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল এবং পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দরসহ বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বা শেষ পর্যায়ে রয়েছে যা জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চিত্র ২.৫: বিনিয়োগ গতিপ্রকৃতি

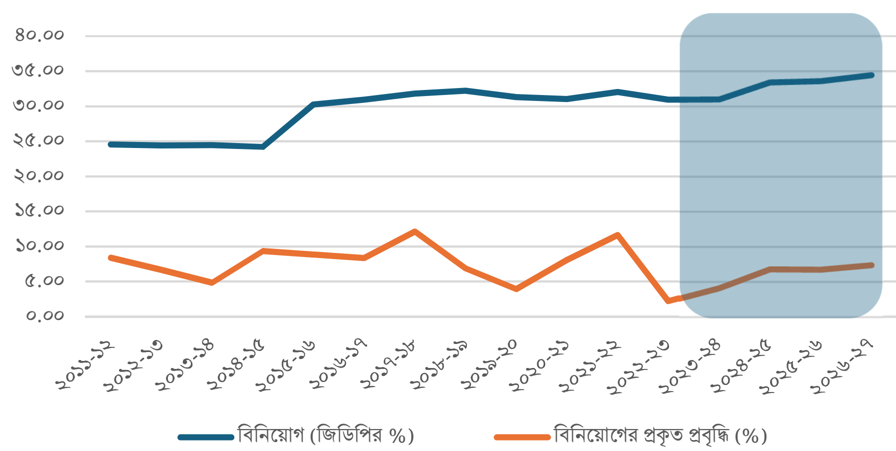

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৯ উন্নত দেশগুলো যথাযথ নীতি পদক্ষেপের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে সফল হলেও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো এখনো জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুমান করা হয়েছিল যে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে। তবে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন মূল্যস্ফীতিকে প্রভাবিত করেছে। এপ্রিল ২০২৪ মাসে আগের মাসগুলোর মত পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯.৭ শতাংশে পৌঁছেছে এবং এই প্রবণতা আরো কয়েক মাস অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র ২.৬: মূল্যস্ফীতি (১২ মাসের গড়) (%)

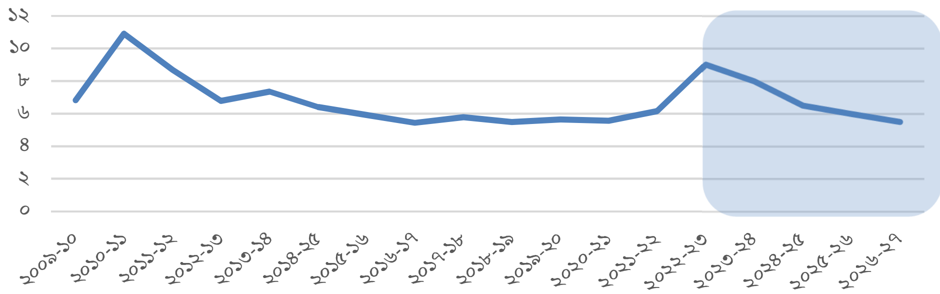

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অর্থ বিভাগ

বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম ইতোমধ্যেই ২০২২ সালের তুলনায় অনেক কমে গেছে এবং ভারত ও চীনসহ অন্যান্য অনেক দেশের মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে সরকার একইসাথে সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি এবং কঠোর সরকারি ব্যয়ের নীতি অবলম্বন করেছে এবং সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার জন্য দেশীয় কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। এর ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বর্তমান মূল্যস্ফীতির চাপ কমে আসবে এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চিত্র ২.৭: মূল্যস্ফীতি (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) (%)

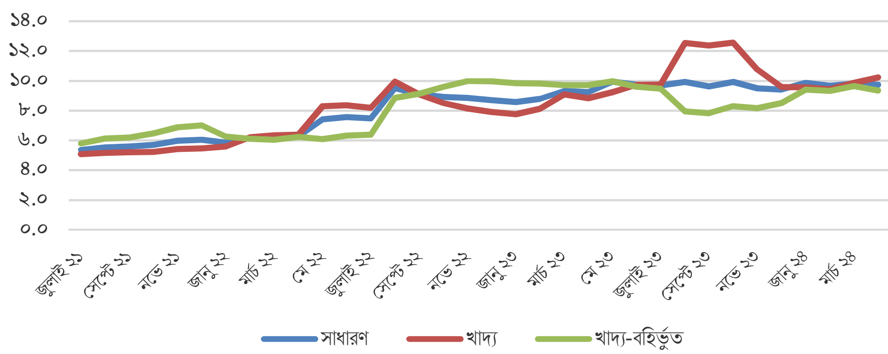

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

রাজস্ব খাত

২.১০ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে বাজেট ঘাটতি জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশের মধ্যে সহনীয় পর্যায়ে রেখে রাজস্বনীতির অবস্থান বজায় রেখেছে। তবে নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত বাংলাদেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে কর রাজস্ব

এবং করদাতার সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়ে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থ বিভাগের প্রক্ষেপণ অনুসারে ২০২৬-২৭ অর্থবছর শেষে রাজস্ব জিডিপির ১০.০ শতাংশ হবে। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২.১১ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অবকাঠামো তৈরি ও ব্যবসায়ের পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা প্রদান ও সম্পদের যথাযথ পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। এই অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় বিনিয়োগ এবং আর্থিক ঝুঁকি প্রশমিত করা দিকে মনোযোগ দিতে হবে। মধ্যমেয়াদি ব্যয়ের অগ্রাধিকারগুলি মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যকে সামনে রেখেই করা হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত হবে।

চিত্র ২.৮: রাজস্ব সক্ষমতা (জিডিপির %)

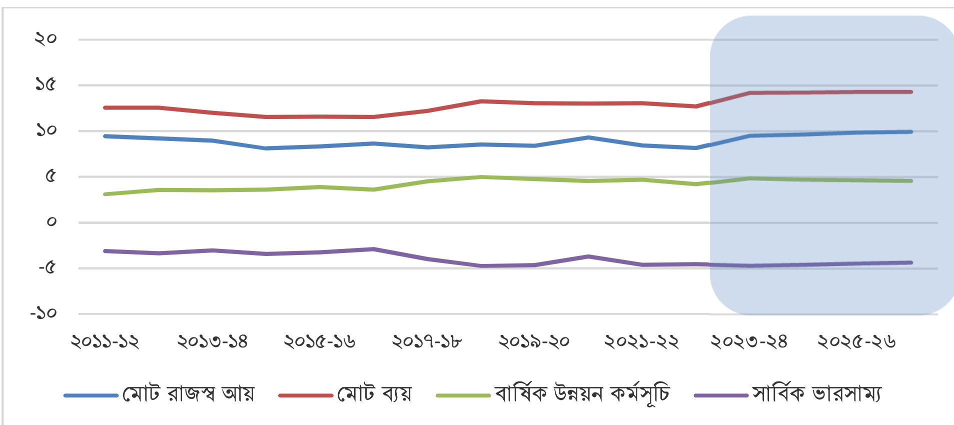

সূত্র: অর্থ বিভাগ

২.১২ সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা বাড়াতে সরকার বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করছে। সামগ্রিকভাবে সেবার মানোন্নয়ন, যথাযথ বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ, বাজেট বাস্তবায়ন তদারকি এবং ব্যয় সুসংহতকরণের জন্য পাবলিক ফাইন্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (PFM) কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২৩) বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং সম্প্রতি নতুন পিএফএম সংস্কার কর্মপরিকল্পনা (২০২৪-২০২৮) প্রণয়ন করা হয়েছে। পিএফএম সংস্কারের আওতায় iBAS++ পদ্ধতির সাহায্যে পেনশন অটোমেশন এবং এ-চালান অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাজেট ব্যবস্থাপনার সহজীকরণে এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। একই সঙ্গে iBAS++ পদ্ধতির সাহায্যে সরকারের সকল ভাতা প্রদান কার্যক্রমকে ‘গভর্নমেন্ট টু পারসন (জিটুপি)’ পেমেন্ট সিস্টেমের আওতায় আনা হচ্ছে, যা সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায়

অধিকতর স্বচ্ছতা আনবে। এছাড়াও মধ্যমেয়াদে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল সরকারি বরাদ্দ iBAS++ পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টের (TSA) আওতায় আনা হচ্ছে।

আর্থিক খাত

২.১৩ দেশে বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছে। ২০২৪ সালের মে মাসে নীতি সুদহার (রেপো রেট) বিগত জানুয়ারি মাসে নির্ধারিত হার থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৮.৫ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া যথাযথ তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) রেট এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) রেট বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১০ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ট্রেজারি বিলের ছয় মাসের মুভিং এভারেজ রেট (স্মার্ট) ব্যবস্থা থেকে সরে এসে সুদের হার সম্পূর্ণভাবে বাজারভিত্তিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর আগে সুদের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে গত বছরের জুলাই মাস থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৯ শতাংশ হারে নির্ধারিত ঋণের ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করে এবং স্মার্ট প্রবর্তন করে। এছাড়া, আমানতের সুদহারের ঊর্ধ্বসীমাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই)-এ আমানত এবং ঋণ উভয় সুদের হার (ভারিত গড়) ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীতি সুদহার বৃদ্ধির প্রভাবে, ২০২৪ সালের মার্চ মাসে কল মানি রেট ৮.৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা জুন ২০২৩ এ ৬.০৬ শতাংশ ছিল।

২.১৪ পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রানীতিতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন করা হতো। তবে, জুলাই ২০২৩ থেকে সুদের হার লক্ষ্যকেন্দ্রিক কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রানীতি কাঠামোতে একটি গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই নতুন মুদ্রনীতিতে চারটি সংস্কার অন্তর্ভুক্ত ছিল: (i) নীতি সুদ হারের করিডোর বাস্তবায়ন, (ii) ঋণের জন্য একটি রেফারেন্স সুদের হার প্রতিষ্ঠা, (iii) বিনিময় হার একত্রীকরণ, এবং (iv) মোট আন্তর্জাতিক রিজার্ভ হিসাবায়নের পদ্ধতি সংশোধন, যা আইএমএফ-এর ব্যালেন্স অব পেমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারন্যশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম৬)-এর ষষ্ঠ সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চিত্র ২.৯: সুদের হার (%)

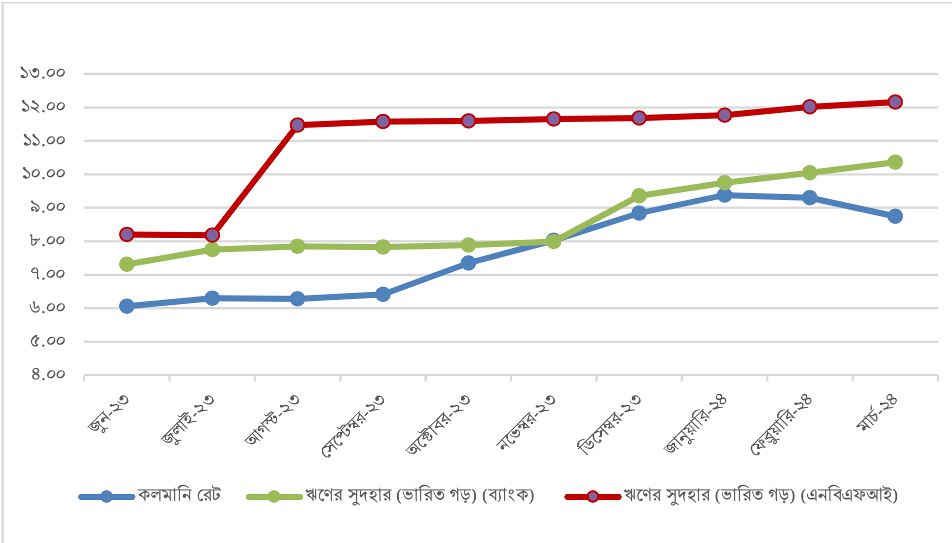

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

২.১৫ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় সরকারের সংকোচনমূলক পদক্ষেপসমূহের প্রতিফলন হিসাবে জিডিপির শতাংশ হিসাবে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (M2) এর নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৯.৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নিচে ছিল। তবে আশা করা হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে মূল্যস্ফীতির চাপ কমতে শুরু করলে জিডিপির শতাংশ হিসাবে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ছিল। সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ২৭.৮ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতির অংশ এবং অগ্রাধিকার প্রকল্পভিত্তিক ব্যয় ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধিতে ধীরগতি ছিল এবং এটি ১০.০ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির এই হার বিবেচনা করে চলতি অর্থবছরের জুন মাস নাগাদ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৩.৯ শতাংশে পৌঁছাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র ২.১০: আর্থিক খাতের গতি-প্রকৃতি (%)

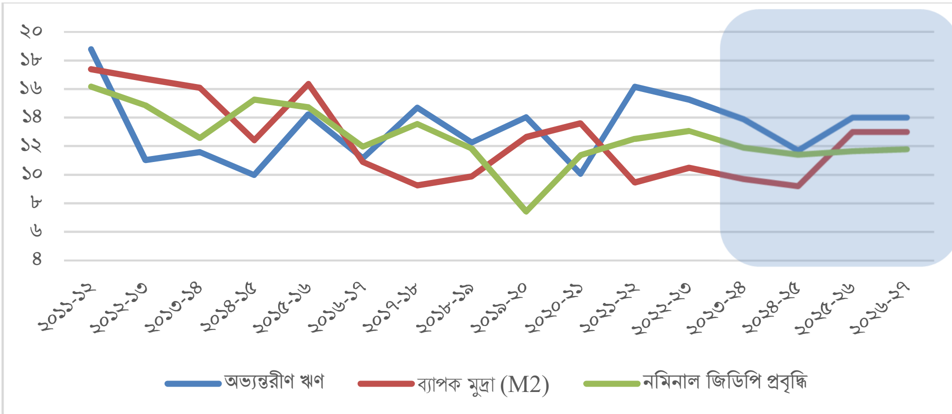

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

চিত্র ২.১১: ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (জিডিপির %)

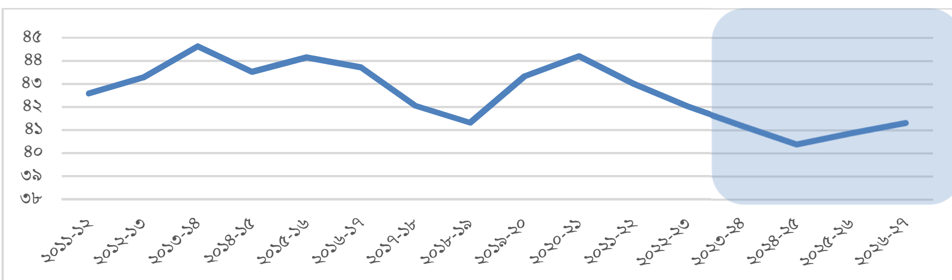

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বহিঃখাত

২.১৬ কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েন বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের শেষ দিক থেকে দেশের বাহ্যিক খাত যথেষ্ট চাপের সম্মুখীন হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাসের সাথে সাথে আমদানি ব্যয় মেটানোর ক্ষমতা হ্রাস, ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের উল্লেখজনক অবচিতি, আমদানিজনিত উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং প্রবাস আয়ে ধীরগতি এ সবই এর ফলে পরিলক্ষিত হয়েছে।

চিত্র ২.১২: রপ্তানি ও আমদানির ধারা

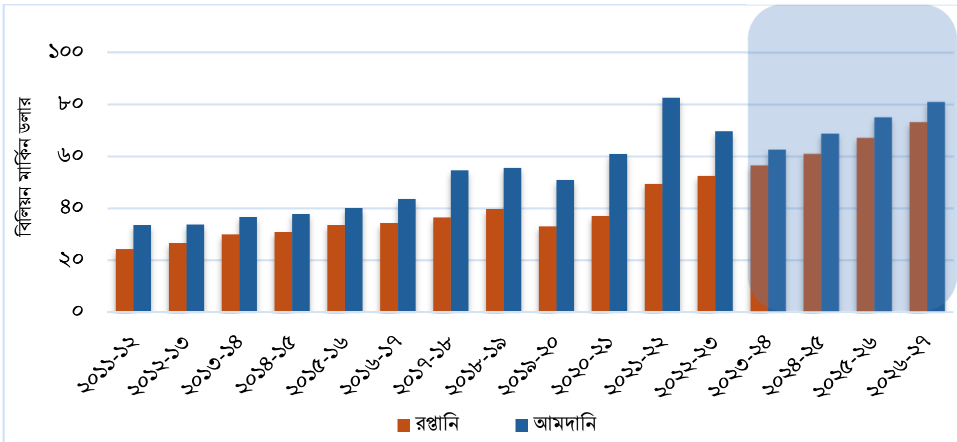

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ

২.১৭ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং লজিস্টিক সুবিধার উন্নতিসহ সরবরাহ খাতের সমস্যাগুলো মোকাবিলায় সরকারের ক্রমাগত প্রচেষ্টা রপ্তানিকারকদের জন্য লিড টাইম কমাতে এবং উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণে অবদান রাখছে। রপ্তানি বাড়াতে সরকার ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিসহ শ্রমিক অধিকার সমুন্নত রাখতে এবং তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও কাজ করছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে পণ্য খাতে ৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা খাতে ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.১৮ আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে চলতি হিসাব ঋণাত্মক ছিল। তবে, ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল পণ্যের আমদানি সীমিতকরণ এবং অন্যান্য সংকোচনমূলক পদক্ষেপের ফলস্বরূপ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ভারসাম্য ইতিবাচক অবস্থানে পৌঁছায়। রপ্তানির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্সের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ এই ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে চলতি হিসাবে ৫.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত রয়েছে, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে এতে ৩.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে সামগ্রিক ভারসাম্যে ৪.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে এই ঘাটতি ছিল ৮.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকলেও আর্থিক হিসাবে ৯.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতির কারণে উল্লিখিত সময়ে সামগ্রিক ভারসাম্যে এই ঘাটতি দেখা গেছে। আর্থিক হিসাবের ঘাটতি প্রধানত ট্রেড ক্রেডিটের অবনতি এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণের ঘাটতির কারণে হয়েছে।

চিত্র ২.১৩: চলতি হিসাবের উপাদানসমূহ

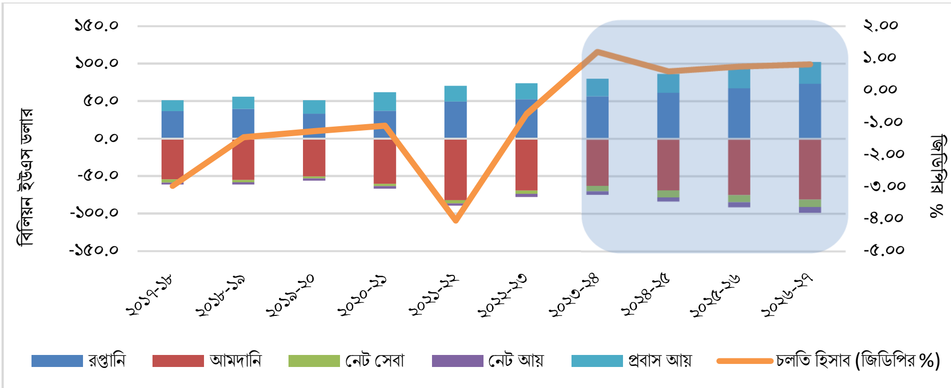

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ

বিনিময় হার এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

২.১৯ আর্থিক হিসাবে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির কারণে ৩০ জুন ২০২৩ এর তুলনায় এ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে। ০৯ মে ২০২৪ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৫.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার দ্বারা প্রায় ৫ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

চিত্র ২.১৪: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

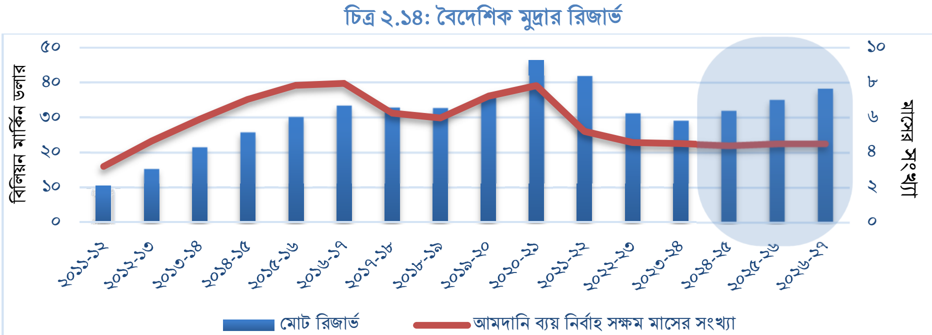

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ

২.২০ বিগত দুই বছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার অবচিতি হয়েছে, যা মূলত দেশে বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হ্রাসের কারণে হয়েছে। এই অবচিতি আমদানি খরচ বৃদ্ধি করে দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতি আরও ঘনীভূত করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার ৭ শতাংশ অবচিতি হয়েছে, এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে এই হার ১৪.৪ শতাংশ ছিল। বিনিময় হারের উপর ধারাবাহিক চাপ মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকার বিভিন্ন নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে প্রবাস

আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি মার্কিন ডলারের স্পট ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য "ক্রলিং পেগ এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম" প্রবর্তন করেছে। এই পদ্ধতিতে ক্রলিং পেগ মিড রেট (CPMR) প্রতি মার্কিন ডলারে ১১৭.০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় বিনিময় হারকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এর সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৯.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আশা করা যায় ক্রলিং পেগ এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেমের প্রবর্তন অদূর ভবিষ্যতে বিনিময় হার স্থিতিশীল করতে সহায়তা করবে এবং সামনের বছরগুলোতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র ২.১৫: বিনিময় হারের গতিবিধি

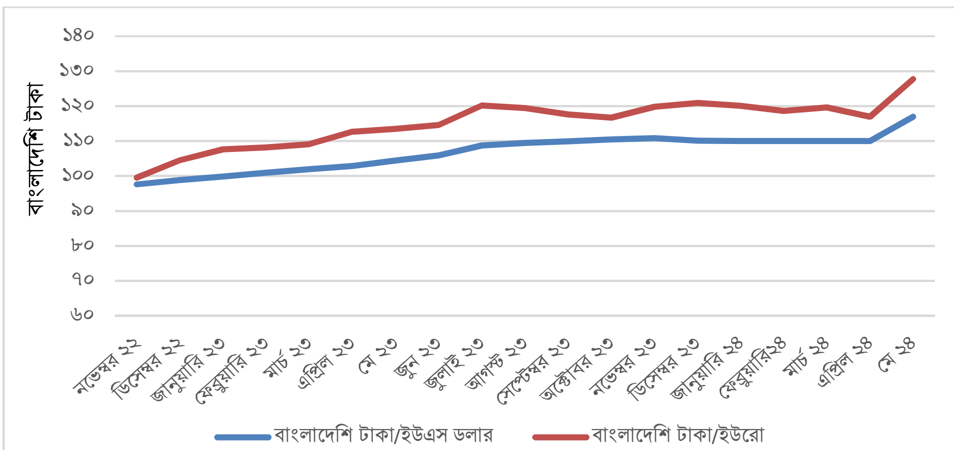

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রবাস আয়

২.২১ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে প্রবাস আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে প্রবাস আয় ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। প্রবাস আয়ে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সরকার পূর্ববর্তী অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ২.৫ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া সহজতর করা, হুন্ডির মতো অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলো নিরুৎসাহিত করা এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠানোর সুবিধা প্রদানসহ বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) প্রতিষ্ঠাসহ স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি) এবং স্কিলস্ ফর ইন্ডাস্ট্রি কম্পেটিটিভনেস অ্যান্ড ইনোভেশন প্রোগ্রাম (এসআইসিআইপি)

গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল উদ্যোগ দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। অধিকন্তু বর্তমানে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

চিত্র ২.১৬: প্রবাস আয় এবং প্রবাসী কর্মীর সংখ্যা

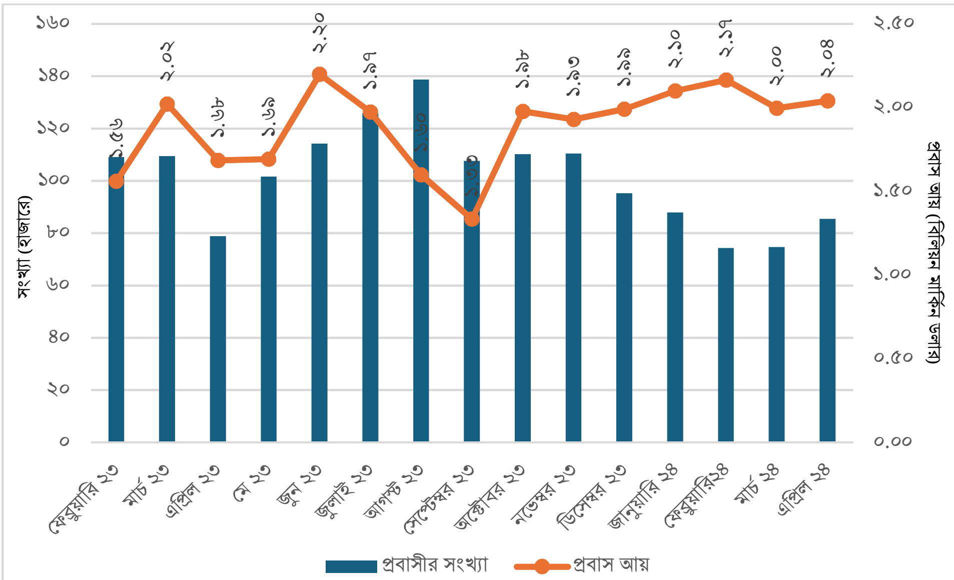

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএমইটি

চ্যালেঞ্জ

২.২২ বর্তমানে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার মুদ্রা ও রাজস্বনীতিতে বেশ কিছু সমন্বয়সাধন করে নীতিকৌশল প্রণয়ন করছে।

২.২৩ কঠোর মুদ্রা এবং ব্যয় সংকোচন নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে বলে আশা করা যায়। তবে বাজারে বিরাজমান উচ্চ সুদের হার বিনিয়োগের গতি শ্লথ করে জিডিপিতে প্রভাব ফেলতে পারে।

২.২৪ বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত সন্তোষজনক নয়। দেশের কর আদায় বাড়াতে সংস্কার এবং নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

২.২৫ উন্নত বিশ্বে বিদ্যমান উচ্চ সুদের হার বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাসে প্রভাব ফেলছে। উন্নত দেশগুলোতে এই উচ্চ সুদহার সামনেও অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানো কঠিন হতে পারে।

২.২৬ নন-পারফর্মিং ঋণ এবং আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য কিছু ব্যাংক একত্রীকরণের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়াটির সুফল পেতে কিছুটা সময় লাগবে।

২.২৭ ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কিছু সুবিধা হ্রাস পাবে। তাই রপ্তানি বহুমুখীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়িক পরিবেশের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

২.২৮ গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১ অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধন করতে পারে। তাই সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার উপায় খুঁজে বের করার জন্য সঠিক বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

পরবর্তী অর্থবছরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (২০২৪-২৫ অর্থবছর)

২.২৯ কৃষি ও শিল্প উৎপাদন শক্তিশালী থাকবে এবং অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

২.৩০ উন্নত দেশগুলির প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদে স্থিতিশীল থাকবে যা বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

২.৩১ সম্প্রতি গৃহীত উদ্যোগের ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকবে।

২.৩২ বিশ্বব্যাপী পণ্য মূল্যহ্রাস এবং দেশীয় বাজারে বিনিময় হারের স্থিতিশীলতার কারণে মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে।

২.৩৩ মূল্যস্ফীতি কমার সাথে সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে ভোগব্যয় বাড়বে এবং ফলশ্রুতিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে ।

২.৩৪ মূল্যস্ফীতি এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল হওয়ার কারণে আমদানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসবে।

২.৩৫ বিশ্বজুড়ে নীতিসুদের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে এবং মধ্যমেয়াদে তা কমে আসবে। এটি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে সহায়তা করবে।

২.৩৬ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগের কারণে কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার হবে।

২.৩৭ বিভিন্ন বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও রপ্তানি ও প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে যা মধ্যমেয়াদে চলমান থাকবে।

বাজেট বিচ্যুতি

২.৩৮ পরিকল্পিত আয়-ব্যয় থেকে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যয়ের অগ্রাধিকার এবং খাতভিত্তিক ব্যয়ের একটি ধারণা পাওয়া যায় যা ভবিষ্যতে সঠিকভাবে বাজেট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বাজেট বরাদ্দের খাতভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং পিএফএম সংস্কার উদ্যোগের উদ্দেশ্যগুলোকে বাস্তবায়নে সহায়তা করে। চিত্র ২.১৭-এ ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য পরিকল্পিত ব্যয় থেকে প্রকৃত ব্যয়ের বিচ্যুতি দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে প্রকৃত এবং পরিকল্পিত ব্যয়ের মধ্যে বিচ্যুতি কমে আসছে। পিএফএম এর বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

২.৩৯ এনবিআরের কর রাজস্ব আয়, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ কম ছিল বলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫.৩৩ শতাংশ কম ছিল। পূর্ববর্তী বছর অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরে এনবিআর কর রাজস্ব আদায় ১১ শতাংশ বেড়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৮ শতাংশ ।

২.৪০ একই বছর অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট প্রকৃত ব্যয় বাজেটে পরিকল্পনার চেয়ে ১৫.৪ শতাংশ কম ছিল। চলতি ব্যয়ের পাশাপাশি উন্নয়ন ব্যয় কম হওয়ায় উক্ত অর্থবছরে এমনটি হয়েছে। প্রাক্কলিত বাজেটের তুলনায় চলতি ব্যয় ৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ এবং উন্নয়ন ব্যয় ২২ শতাংশ কম অর্জিত হয়েছিল ।

চিত্র ২.১৭: প্রাক্কলিত এবং প্রকৃত ব্যয়

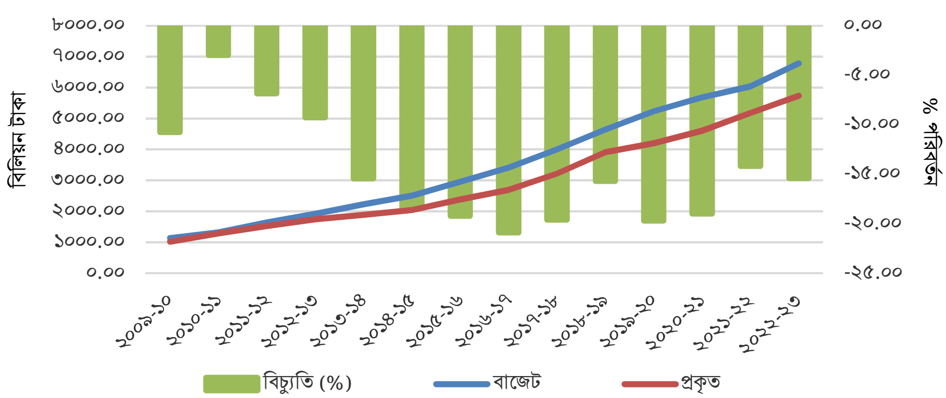

সূত্র: অর্থ বিভাগ

চিত্র ২.১৮: প্রাক্কলিত এবং প্রকৃত রাজস্ব আদায়

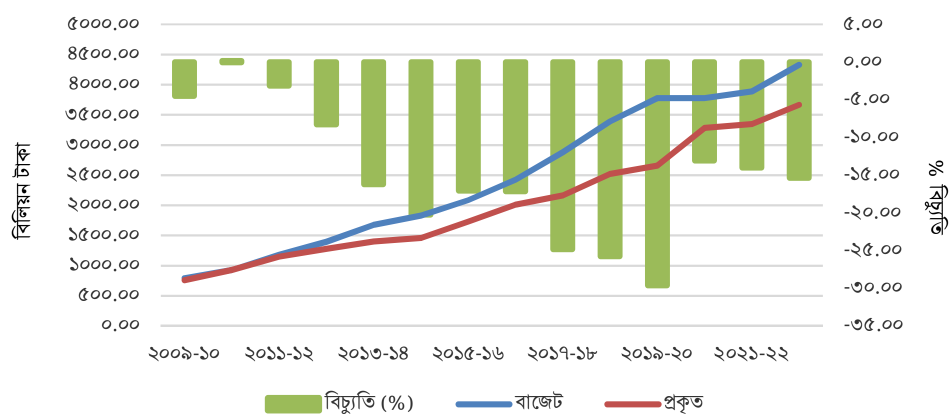

সূত্র: অর্থ বিভাগ

২.৪১ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ কমে আসায় নিট বাহ্যিক অর্থায়নে বড় বিচ্যুতি দেখা যায়। এই সময় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে নিট বাহ্যিক অর্থায়ন ছিল ১৭.০৪ শতাংশ কম। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি হয় এই সময়ে। উল্লেখ্য, সরকার জাতীয় সঞ্চয়পত্র(এনএসসি) ক্রয়ের জন্য বাধ্যতামূলক জাতীয় পরিচয়পত্র ও টিআইএন সার্টিফিকেট জমা দেওয়াসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে এবং একই সঙ্গে সঞ্চয়পত্রে সুদের হার কমিয়ে দেয়ার কারণে এনএসসির প্রকৃত বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০৯ শতাংশ কম ছিল।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২৪-২৫ হতে ২০২৬-২৭)

২.৪২ মধ্যমেয়াদি অনুমান এবং সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে, অর্থ বিভাগ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় আগামী তিন অর্থবছরের জন্য পূর্বাভাস প্রস্তুত করা হয়েছে (সারণি-২.১)। এই প্রক্ষেপণ ৪ এপ্রিল ২০২৪-এ কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

ম্যাক্রো ফিসকাল মডেল ব্যবহার (MFMoD)

২.৪৩ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় প্রস্তুতকৃত প্রক্ষেপণকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য করার জন্য অর্থ বিভাগ নিজেদের মডেলের সাথে বিশ্বব্যাংকের ম্যাক্রো ফিসকাল ফ্রেমওয়ার্ক মডেল (MFMoD) ব্যবহার করে পূর্বাভাস দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে অর্থ বিভাগের ব্যবহৃত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো IMF-এর মডেল অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে MFMoD পূর্বাভাস তৈরি করতে বেশ কিছু আচরণগত সমীকরণ (Behavioral equation) ব্যবহার করে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিসিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেওয়ার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ MFMoD ব্যবহার শুরু করেছে।

সারণি ২.১: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২৪-২৫ হতে ২০২৬-২৭)

সূচকসমূহ	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৩-২৪**	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৫.৭৮	৭.৫০	৫.৮২*	৬.৭৫	৭.০০	৭.২৫
১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি (%)	৯.০২	৬.০০	৮.০০	৬.৫০	৬.০০	৫.৫০
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	৩০.৯৫	৩৩.৭৫	৩০.৯৮*	৩৩.৪১	৩৩.৬০	৩৪.৪৪
বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	২৪.১৮	২৭.৪০	২৩.৫১*	২৭.৩৪	২৭.৬৫	২৮.৫৮
সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	৬.৭৭	৬.৩৫	৭.৪৭*	৬.০৮	৫.৯৫	৫.৮৬
রাজস্ব (জিডিপি'র %)	৮.২	৯.৯	৯.৫	৯.৭	৯.৮	১০.০
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (জিডিপি'র %)	৭.১	৮.৫	৮.১	৮.৬	৮.৮	৯.০
রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত (জিডিপি'র %)	০.২	০.৪	০.৪	০.৩	০.২	০.২
কর ব্যতীত প্রাপ্তি (জিডিপি'র %)	০.৯	১.০	১.০	০.৮	০.৮	০.৭
সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র %)	১২.৮	১৫.১	১৪.২	১৪.২	১৪.৩	১৪.৩
তন্মধ্যে, এডিপি (জিডিপি'র %)	৪.৩	৫.২	৪.৯	৪.৭	৪.৬	৪.৬
প্রাইমারি ভারসাম্য	-২.৬	-৩.৩	-২.৬	-২.৬	-২.৪	-২.৩
বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতাংশে)	-৪.৬	-৫.২	-৪.৭	-৪.৬	-৪.৫	-৪.৪
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (জিডিপি'র %)	২.৮	৩.১	৩.১	২.৯	৩.০	৩.২
তন্মধ্যে, ব্যাংক (জিডিপি'র %)	২.৬	২.৬	৩.১	২.৫	২.৭	২.৬
বৈদেশিক অর্থায়ন	১.৮	২.১	১.৬	১.৭	১.৫	১.১
বেসরকারি খাতে ঋণ (প্রবৃদ্ধি %)	১০.৬	১৫.০	১০.০	৯.০	১৩.০	১৪.০
রপ্তানি (প্রবৃদ্ধি %)	৬.৩	১২.০	৮.০	৮.০	১০.০	১০.০
আমদানি (প্রবৃদ্ধি %)	-১৫.৮	৮.০	-১০.০	১০.০	৯.০	৮.০
প্রবাস আয় (প্রবৃদ্ধি %)	২.৭	১০.০	১০.০	৭.০	৭.০	৭.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (জিডিপি'র %)	-০.৭৪	-০.৯৩	১.২	০.৫৯	০.৭৫	০.৮২
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বি. মা. ড.)	৩১.২	৪২.০	২৯.১	৩২.০	৩৫.১	৩৮.৪
জিডিপি (চলতি মূল্যে) (বি. টাকা)	৪৪,৯০৮	৫০,৩৯৩	৫০,৪৮০*	৫৫,৯৭৪	৬২,৪৯২	৬৯,৮৫৮
জিডিপি (চলতি মূল্যে) (বি. মা. ড.)	৪৫১.৫	৪৮৪.৫	৪৫৯.০*	৪৯১.০	৫৩৪.১	৫৮২.২

সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক মে ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত সাময়িক হিসাব
** এপ্রিল ২০২৩ তারিখে কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল (সিসি) কর্তৃক অনুমোদিত প্রক্ষেপণ

৩. রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল

রাজস্ব আদায়ের নিম্নহার থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিগত দেড় দশকে নানা সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে এ সময়ে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ প্রতিবছর গড়ে ১২.৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং মধ্যমেয়াদে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১০.০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩.১ সরকার বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাজেট ঘাটতি ও ঋণের পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে রাখার নীতি অনুসরণ করে আসছে। ফলে সরকারি ব্যয়ের আকার নির্ধারণসহ সার্বিক রাজস্ব নীতি (fiscal policy) প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ের সক্ষমতা একটি মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া আন্তঃপ্রজন্ম এবং সামাজিক ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও রাজস্ব আহরণ কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রেও রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত নীতি-কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচ্য। তাই রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধান করে মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাচ্ছে। একইসাথে, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণ-পরবর্তী সময়ের বাস্তবতা মাথায় রেখে জাতীয় শুল্ক নীতি সংস্কার করা হচ্ছে। আমাদানি শুল্কের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা হচ্ছে যাতে তা রপ্তানি বিমুখতা (anti-export bias) কমাতে সাহায্য করে।

৩.২ এই অধ্যায়ের শুরুতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি এবং উৎস অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। কতিপয় সমপর্যায়ের দেশের রাজস্ব আহরণের সাথে বাংলাদেশের তুলনা প্রদানসহ সার্বিক রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা হয়েছে। এরপর মধ্যমেয়াদে রাজস্ব প্রক্ষেপন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দৃশ্যতঃ রাজস্ব আহরণের গতি বৃদ্ধি না হলে সামনের দিনগুলোতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সম্পদ এবং সামাজিক নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তাই, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যার উপর এ অধ্যায়ের শেষভাগে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

সার্বিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

৩.৩ বিগত ১৬ বছরে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ প্রতিবছর গড়ে ১৩.৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। প্রকৃত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৪৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে সাড়ে সাত গুণ বেড়ে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এমনকি কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে অর্থনীতিতে নানা উত্থান-পতন এবং মন্দা অনুভূত হলেও বিগত পাঁচ বছরে রাজস্ব আহরণের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১১.১ শতাংশ।

চিত্র ৩.১: মোট রাজস্ব (বিলিয়ন টাকা)

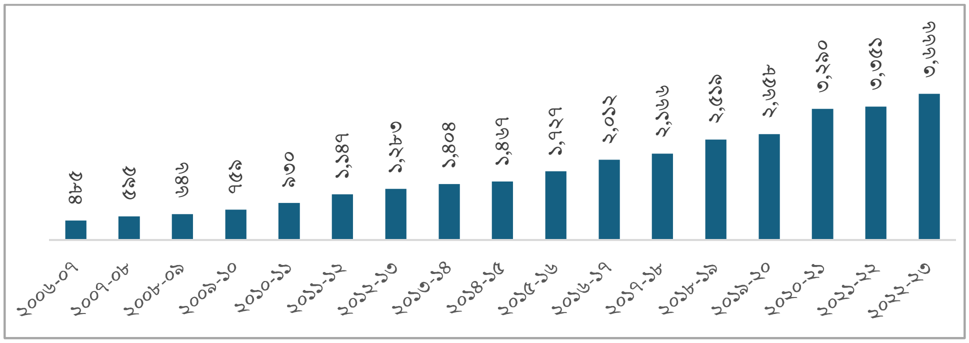

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৩.৪ ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপি’র শতাংশে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮.৪ এবং ৮.২ ভাগ। এসময় প্রকৃত রাজস্ব-জিডিপি’র অনুপাত বার্ষিক সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম ছিল। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত রাজস্ব আহরণের এই ধারাবাহিক ব্যবধান হতে প্রতীয়মান হয় যে, রাজস্ব আদায় বাড়াতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

চিত্র ৩.২: রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন (% জিডিপি)

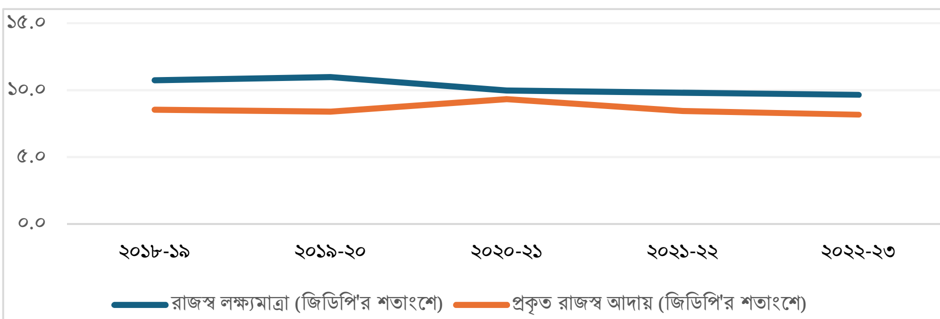

সূত্র: অর্থ বিভাগ

রাজস্ব আহরণের উৎসভিত্তিক চিত্র

৩.৫ রাজস্ব আহরণের প্রধান উৎস দু’টি: কর রাজস্ব এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)। বিগত পাঁচ বছরে মোট রাজস্বের গড়ে ৮৬.৮ শতাংশ এসেছে কর রাজস্ব হতে এবং বাকী ১৩.২ শতাংশের যোগান দিয়েছে এনটিআর। এসময় কর-জিডিপি অনুপাত ৭.০ হতে ৭.৬ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে। কর রাজস্বের সিংহভাগই (৯৭.৫ শতাংশ) সংগৃহীত হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর মাধ্যমে; বাকী ২.৫ শতাংশ সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন এনবিআর-বহির্ভূত কর যেমন- ভূমি রাজস্ব, নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, নারকটিক্স অ্যান্ড লিকার কর, যানবাহন কর ইত্যাদি হতে। বিগত পাঁচ বছরে কর রাজস্বের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.০ শতাংশ; এর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০২০-২১ অর্থবছরে

(২১.৬ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি ছিল ২০১৯-২০ অর্থবছরে (-১.৮ শতাংশ)। বিগত পাঁচ বছরে কর-বহির্ভূত রাজস্বের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১১.৯ শতাংশ। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের অব্যয়িত অর্থ সরকারের ট্রেজারী সিঙ্গেল একাউন্টে হস্তান্তর করার ফলে কর বহির্ভূত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশি হয়েছে।

সারণি ৩.১: রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

রাজস্বের উৎস	অর্থবছর				
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
(ক) কর রাজস্ব (ক১ + ক২)	২২৬০ (৮৯.৭)	২২১৯ (৮৩.৫)	২৬৯৮ (৮২.০)	২৯৯৬ (৮৯.৪)	৩২৭৭ (৮৯.৪)
(ক১) এনবিআর কর	২১৮৬ (৮৬.৮)	২১৫৯ (৮১.২)	২৬৩৭ (৮০.২)	২৯২৯ (৮৭.৪)	৩১৯৭ (৮৭.২)
(ক২) এনবিআর বর্হিভূত কর	৭৩ (২.৯)	৫৯ (২.২)	৬১ (১.৮)	৬৭ (২.০)	৮০ (২.২)
(খ) কর বর্হিভূত রাজস্ব (এনটিআর)	২৫৯ (১০.৩)	৪৩৯ (১৬.৫)	৫৯২ (১৮.০)	৩৫৫ (১০.৬)	৩৮৯ (১০.৬)
মোট রাজস্ব (ক + খ)	২৫১৯	২৬৫৮	৩২৯০	৩৩৫১	৩৬৬৬

সূত্র: অর্থ বিভাগ; ( ) বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা মোট রাজস্বের %

এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ

৩.৬ আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এবং শুল্ক - এ তিনটি বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর আহরণ করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট এনবিআর রাজস্বের ৩৯.৫ শতাংশ এসেছে মূসক হতে এবং ৩৩.৫ শতাংশ এসেছে আয়কর হতে। অপরদিকে, আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক হতে এসেছে যথাক্রমে ১১.৩ এবং ১৩.৯ শতাংশ।

সারণি ৩.২: এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

উৎস	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
আয় ও মুনাফার উপর কর	৬৭৩ (৩০.৮)	৭৬৪ (৩৫.৪)	৮৭২ (৩৩.১)	৯৬২ (৩২.৮)	১০৭১ (৩৩.৫)
আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক	২৪৪ (১১.২)	২৩৭ (১১.০)	৩১৬ (১২.০)	৩৪৪ (১১.৭)	৩৬২ (১১.৩)
মূসক	৮৫০ (৩৮.৯)	৮১০ (৩৭.৫)	১০৩৪ (৩৯.২)	১১৭০ (৩৯.৯)	১২৬২ (৩৯.৫)
সম্পূরক শুল্ক	৩৮৪ (১৭.৬)	৩২৫ (১৫.১)	৩৮৬ (১৪.৬)	৪১২ (১৪.১)	৪৪৫ (১৩.৯)
অন্যান্য কর	৩৫	২২	৩০	৪২	৫৬

সূত্র: অর্থ বিভাগ; ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা এনবিআর কর রাজস্বের % নির্দেশ করে

৩.৭ বিগত পাঁচ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়ে গড়ে ১১.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে এসময় কোভিড-১৯ অতিমারিসহ বিভিন্ন কারণে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হার বেশ উঠানামা করেছে (প্রবৃদ্ধির স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ৭.৯ শতাংশ)। কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় ১.২% হ্রাস পেলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ২২.১% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। পরবর্তীতে ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির ধারা যথাক্রমে ১১.১ এবং ৯.১ শতাংশে সমুন্নত থেকেছে। বিগত পাঁচ বছরে এনবিআর রাজস্বের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে মূসকের প্রবৃদ্ধির গড় হার তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল (১৩.১ শতাংশ)। এসময় আয় ও মুনাফার উপর করের গড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৭ শতাংশ এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৬ শতাংশ।

চিত্র ৩.৩: এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধি (%)

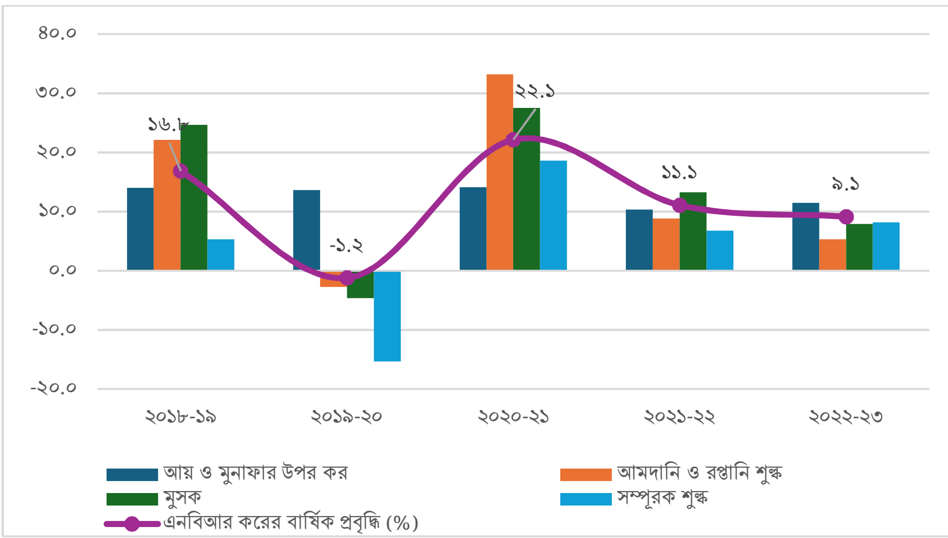

সূত্র: অর্থ বিভাগ

কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহ

৩.৮ ২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) সংগ্রহের পরিমাণ গড়ে প্রতি বছর ১১.৯ শতাংশ করে বেড়েছে। তবে এসময় প্রবৃদ্ধির হার বেশ উঠানামা করেছে (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ২০.৭ শতাংশ)। সর্বোচ্চ ৬৯.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ছিল ২০১৯-২০ অর্থবছরে। পরবর্তী অর্থবছরেও উচ্চ প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল (৩৪.৭ শতাংশ)। রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্বশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অলস অর্থ ট্রেজারি সিঙ্গেল একাউন্টে হস্তান্তর করায় এ দু'বছরে মূলতঃ এরূপ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২১-২২ অর্থবছরে এনটিআর সংগ্রহের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৮.৯ শতাংশ কমে যায়। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এনটিআর সংগ্রহে পুনরায় গতি এসেছে এবং ৭.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের এনটিআর সংগ্রহের চিত্র সারণি ৩.৩ দ্রষ্টব্য।

সারণি ৩.৩: কর-বহির্ভুত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
মুনাফা ও লভ্যাংশ	২৬.৫	৩৪.৭	১৯.০৯	৫০.১৯	১৭.৪৬
	(৩৬.৪)	(৩০.৮)	(-৪৫.০)	(১৬৩)	(-৬৫.২১)
প্রশাসনিক ফি	২৮	২৩.৮	২০.৪	২৬	২৬.৮২
	(৮.৮)	(-১৫.০)	(-১৪.৩)	(২৭.৫)	(৩.১৫)
সুদ	১৫.১	১৯.১	৮০.৭	১৯.৫	৫৩.১৪
জরিমানা	৬.৯	৬	৮.৯	১২.৩	১২.৪৮
পরিসেবা ফি	৩৯.৬	২৯.৭	৩২.৭	৪৬.৩	৫৯.৯৭
	(১১.৮)	(-২৫.০)	(১০.০)	(৪১.৬)	(২৯.৫২)
টোল/ লেভি	৬.৮	৬.৮	৭.৯	১২.৬	২০.০৯
অবাণিজ্যিক বিক্রি	৯	১৭.৪	১৮.৭	৩২.৩	২২.৪০
মূলধন প্রাপ্তি	২.৬	১.৮	২.৫	৩	২.৪৬
অন্যান্য আয় (কর রাজস্ব ব্যতিত)	৭৯.৪	২৯৪.৩	৩৯০.২	১৫১.৬	১৭৪.৫২
মোট কর ব্যতিত রাজস্ব	২৫৯.২	৪৩৯.৩	৫৯১.৯	৩৬১.৭৬	৩৮৯.৩৪
	(১৬.৬)	(৬৯.৫)	(৩৪.৭)	(-৩৮.৯)	(৭.৬২)

সূত্র: অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের চিত্র (মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত)

৩.৯ চলমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.২ শতাংশ বেড়েছে। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার কোটি টাকা যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৯.৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আয়করের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৪ শতাংশ, মূল্য সংযোজন করের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.৫ শতাংশ, সম্পূরক শুল্কের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.০ শতাংশ, এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.২ শতাংশ। এ সময় এনবিআর-বহির্ভূত কর আদায়ের পরিমাণ ৩.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৮ শতাংশ বেড়েছে।

সারণি ৩.৪: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি ২০২৩-২৪ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

	২০২৩-২৪		২০২৩-২৪ (জুলাই-মার্চ)		২০২২-২৩ (জুলাই-মার্চ)	২০২৩-২৪ (জুলাই-মার্চ) %	২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা %
	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার %			
মোট রাজস্ব	৫০০০	৪৭৮০	২৮৬১	৫৯.৮	২৫৭৪	১১.২	৩০.৪
কর রাজস্ব	৪৫০০	৪২৯০	২৫৫২	৫৯.৫	২২৮৯	১১.৫	৩০.৯
ক) এনবিআর কর	৪৩০০	৪১০০	২৪৯৪	৬০.৮	২২২৯	১১.৯	২৮.২
আয় ও মুনাফার উপর কর	১৫৩৩	১৪৫৯	৮১৪	৫৫.৮	৭১২	১৪.৪	৩৬.১
মূসক	১৬৩৮	১৫৮১	৯৭৪	৬১.৬	৮৮১	১০.৫	২৫.২
সম্পূরক শুল্ক	৬০৭	৫৫৪	৩৬৩	৬৫.৫	৩২৭	১১.০	২৪.৫
আমদানি ও রপ্তানির উপর কর	৪৬১	৪৩৯	২৮৬	৬৫.২	২৬২	৯.২	২১.৩
অন্যান্য কর	৬১	৬৭	৫৭	৮৪.৮	৪৭	২১.৫	১৮.৬
খ) এনবিআর বহির্ভূত কর	২০০	১৯০	৫৮	৩০.৫	৬০	-৩.৫	১৩৮.১
কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)	৫০০	৪৯০	৩০৯	৬৩.০	২৮৫	৮	৩০.৯

সূত্র: অর্থ বিভাগ

রাজস্ব সংগ্রহের বর্তমান পর্যায় এবং উত্তরণে করণীয়

৩.১০ রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে একটি বহুল ব্যবহৃত সূচক হলো রাজস্ব বয়েন্সি (revenue buoyancy)। এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের সাথে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির হারের তুলনা করা হয়ে থাকে। বয়েন্সির মান ০১ (এক) এর চেয়ে বেশি হলে বোঝা যায় যে রাজস্বের প্রবৃদ্ধি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হচ্ছে, এবং এক এর চেয়ে কম হলে তার বিপরীত। ২০১১-১২ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের জন্য বাংলাদেশের রাজস্ব বয়েন্সি হিসেব করলে দেখা যায় যে, এ সময়ে গড় বয়েন্সির পরিমাণ ছিল ০.৯০। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখনো রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র ৩.৪: রাজস্বের বয়েন্সি (Revenue Buoyancy)

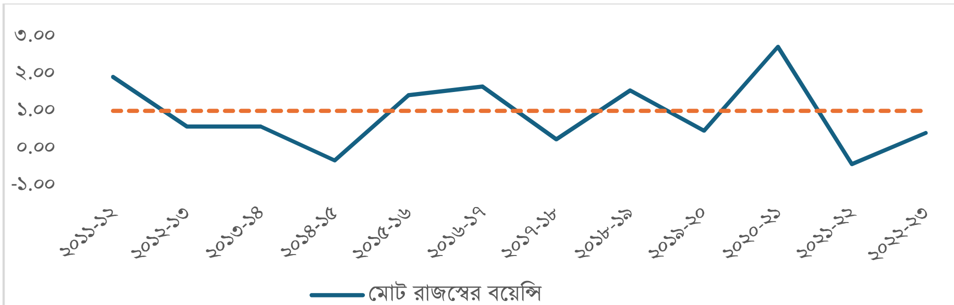

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৩.১১ রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির মূল্যায়নে আরেকটি নির্দেশক হতে পারে রাজস্বের কার্যকর হার (effective rate of taxes)। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের রাজস্বকে যথাযথ ভিত্তির সাথে তুলনা করে কার্যকর হার নির্ণয় করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এর কার্যকর হার নির্ণয়ের জন্য প্রকৃত খাত হতে ভোগব্যয় (consumption) এর তথ্যকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এভাবে ২০১১-১২ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত সময়ের জন্য মূসকের কার্যকর হার হিসেব করলে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ হার ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে এবং সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ৭.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে মূসকের এই কার্যকর হার বেশীরভাগ পণ্যের উপর প্রযোজ্য মূসক হার অর্থাৎ ১৫ শতাংশ হতে এখনো অনেক কম।

চিত্র ৩.৫: মোট মূসক সংগ্রহের পরিমাণ (জাতীয় ভোগব্যয়ের %)

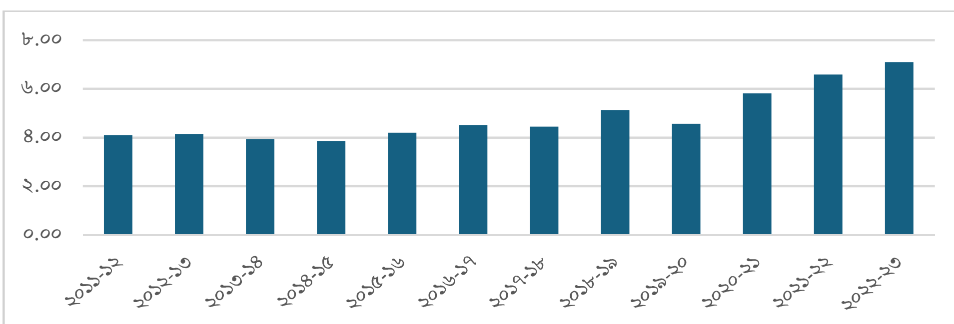

সূত্র: অর্থ বিভাগ ও বিবিএস

৩.১২ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে সমপর্যায়ের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে রাজস্ব আহরণের হার বেশ কম। এ জাতীয় কতিপয় অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণের হারের (জিডিপি'র শতাংশে) তুলনামূলক চিত্র লেখচিত্র ৩.৬ -এ তুলে ধরা হয়েছে। ২০০০ সাল হতে ২০২২

সাল পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের প্রকৃত হার বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত ভারত, লাওস কিংবা নেপালের তুলনায় বেশ কম। ২০২২ সালে নেপাল, ভারত ও লাওসে রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত ছিল যথাক্রমে ২৩.১ শতাংশ, ১৯.৮ শতাংশ ও ১৪.৮ শতাংশ। এসময় বাংলাদেশে রাজস্ব-জিডিপি'র হার ছিল মাত্র ৮.৯ শতাংশ (সূত্র: আইএমএফ)।

চিত্র ৩.৬: মোট রাজস্ব (General Government Revenue) (জিডিপির %)

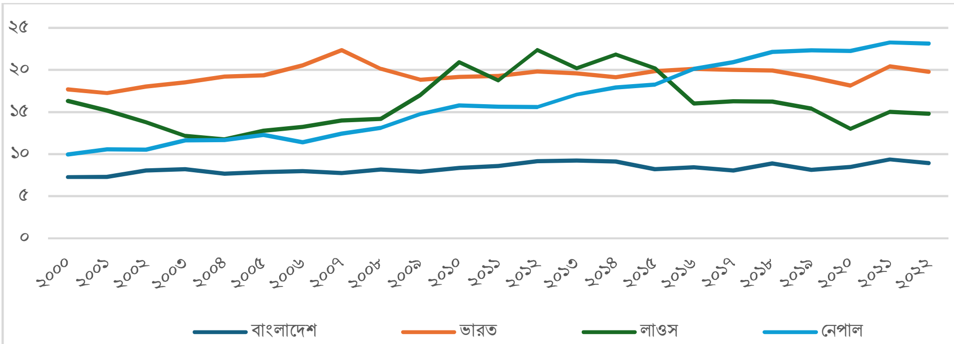

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, আইএমএফ এপ্রিল ২০২৪

৩.১৩ এ কথা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, একটা দেশের উন্নয়নের সাথে পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণের একটি নিবিড় যোগসূত্র সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় উচ্চ মধ্যম আয় এবং উচ্চ আয়ের দেশের সাথে মিল রেখে ২০৩১ এবং ২০৪১ সালে বাংলাদেশের কর-জিডিপি'র অনুপাত যথাক্রমে ১৭ শতাংশ এবং ২২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হলে রাজস্ব প্রশাসনের কার্যকারিতা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। পাশাপাশি, কর ব্যয় (tax expenditure) সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে যাতে প্রদত্ত কর অব্যাহতি সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির কাজে আসে, অপেক্ষাকৃত নিম্নআয়ের মানুষের উপকার হয় এবং এর মাধ্যমে রাজস্ব নীতির আয় পুনর্বন্টন সম্পর্কিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি রিটার্ন দাখিলের হার বাড়াতে হবে; ২০২১-২২ অর্থবছরে TIN-ধারীদের মধ্যে মাত্র ৩৩.৩ শতাংশ রিটার্ন দাখিল করেছে। এ হার সমপর্যায়ের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ কম। অধিকন্তু রাজস্ব আহরণ বেগবান করার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মতো দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় উন্নয়ন দলিলে বর্ণিত বিবিধ সংস্কার উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে-আধুনিক সম্পদ কর ব্যবস্থা প্রবর্তন, কর-ভিত্তি সম্প্রসারণ, গ্রিন/কার্বন কর প্রচলন, কর সংগ্রহ পদ্ধতি সহজীকরণ, রিটার্ন ও কর প্রদান ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় (automation) পদ্ধতির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ যাতে করদাতা এবং করগ্রহীতার মধ্যে যোগাযোগ যথাসম্ভব পরিহার করা যায়, নিরীক্ষার আওতা গঠনমূলক ও সুনির্দিষ্ট করা, এবং কর নীতি প্রণয়নের বিষয়টি কর নীতি বাস্তবায়ন হতে আলাদা করা, ইত্যাদি।

৩.১৪ ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় আমদানি শুল্কের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে প্রত্যক্ষ কর ও মূল্য সংযোজন কর বাড়ানো এবং কর-ভিত্তি সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; মোট রাজস্বে আয়কর এবং মূসকের অবদান বিগত বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। তবে পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ানোর যে নীতি তার বাস্তবায়ন এখনো বেশিদূর এগোয়নি। ১ম প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ ২০২১ সাল নাগাদ মোট কর রাজস্বের ৪০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হলেও তা প্রকৃতপক্ষে ৩২.৩ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে, ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় এ হার ২০৪১ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট কর রাজস্বের ৩২.৭ শতাংশ। স্পষ্টতঃ, প্রত্যক্ষ করের প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে সামনের দিনগুলোতে কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ

৩.১৫ রাজস্ব আদায় বেগবান করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা হলো ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকৃত রাজস্ব সংগ্রহের চেয়ে ৩০.৪ শতাংশ বেশি। মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট রাজস্বের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি হবে প্রায় ১৩ শতাংশ। এভাবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। এনবিআর কর রাজস্বের ক্ষেত্রে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮.২ শতাংশ। ২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬, এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৭.১ শতাংশ, ১৫.২ শতাংশ, এবং ১৪.১ শতাংশে দাঁড়াবে।

সারণি ৩.৫: রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
মোট রাজস্ব	৩,৬৬৬	৫,০০০	৪,৭৮০	৫,৪১০	৬,১৫৫	৬,৯৫১
	(৯.৪)	(৩৬.৪)	(৩০.৪)	(১৩.২)	(১৩.৮)	(১২.৯)
কর রাজস্ব	৩,২৭৭	৪,৫০০	৪,২৯০	৪,৯৫০	৫,৬৮৫	৬,৪৭১
	(৯.৪)	(৩৭.৩)	(৩০.৯)	(১৫.৪)	(১৪.৮)	(১৩.৮)
এনবিআর কর	৩,১৯৭	৪,৩০০	৪,১০০	৪,৮০০	৫,৫৩০	৬,৩১১
	(৯.২)	(৩৪.৫)	(২৮.২)	(১৭.১)	(১৫.২)	(১৪.১)
এনবিআর বহির্ভূত কর	৮০	২০০	১৯০	১৫০	১৫৫	১৬০
	(১৯.০)	(১৫০.৭)	(১৩৮.১)	(-২১.১)	(৩.৩)	(৩.২)
এনটিআর	৩৮৯	৫০০	৪৯০	৪৬০	৪৭০	৪৮০
	(৯.৮)	(২৮.৪)	(২৫.৯)	(-৬.১)	(২.২)	(২.১)

সূত্র: অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা বার্ষিক শতকরা প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে

৩.১৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি তথা কর-জিডিপির অনুপাত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেয়ার কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে কর নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় মধ্যমেয়াদে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনকে আরো দক্ষ ও কার্যকর করতে বাংলাদেশ সরকার সচেষ্ট রয়েছে। কর নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদান ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, সহজ ও কর-বান্ধব করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তা আরো বিশ্লেষণ করে এর যৌক্তিকতা যাচাই এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে আয়কর আইন ও শুল্ক আইন যুগোপযোগী করা হয়েছে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান কর ব্যবস্থার আধুনিকায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Medium and Long-Term Revenue Strategy (MLTRS) প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৩.১৭ কর-ব্যবস্থার সংস্কারের পাশাপাশি কর বহির্ভূত রাজস্ব খাত থেকে আয় বৃদ্ধি করার বিষয়েও সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব খাতে ফি/হার হালনাগাদকরণ, সম্ভাব্য উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এ উৎসসমূহ হতে রাজস্ব আহরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারি সেবাসমূহের ফি/হার সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন পরিষেবার ফি/চার্জ হালনাগাদ করার পাশাপাশি একে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে কর বহির্ভূত রাজস্ব খাত থেকে আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

কর ব্যয় (tax expenditure)- বর্তমান পরিস্থিতি

৩.১৮ বর্তমানে রাজস্ব আদায়ের হার দেশের জিডিপি'র আকৃতি ও প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশ কম। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করে। এছাড়া, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও দেশীয় শিল্পের বিকাশেও কর সুবিধা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি সুবিধা দেওয়ার ফলে কত কম রাজস্ব আদায় হলো তা বের করার জন্য কর ব্যয় (tax expenditure) নিরুপণ একটি উত্তম পদ্ধতি। কর ব্যয় হচ্ছে নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও সমতার ভিত্তিতে প্রণীত প্রমিত কর হারের তুলনায় বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক কর সুবিধা দেওয়ার ফলে কত কম রাজস্ব আদায় হলো তার একটি আনুমানিক হিসাব। কর ব্যয়ের মধ্যে কর অব্যাহতিসহ হ্রাসকৃত কর হার, ট্যাক্স হলিডে, ট্যাক্স ক্রেডিট, দেরিতে কর পরিশোধের সুবিধাসহ সকল প্রকার কর সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হয়। বিভিন্ন কর সুবিধার ফলে কত কম রাজস্ব আদায় করা হলো তার বিশ্লেষণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে ও কর আদায়ে স্বচ্ছতা আনতে ভূমিকা রাখে। তাই কর সুবিধার সুফল ও এর ফলে তৈরি পরোক্ষ অসুবিধাগুলো যাচাই করা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশে কর ব্যয় নিরুপণ বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ক) আয়কর: আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগ গতবছর প্রথমবারের মত মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ২০২০-২১ অর্থবছরের ‘প্রত্যক্ষ করব্যয়’ প্রাক্কলন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য 'প্রত্যক্ষ কর ব্যয়'-এর পরিমাণ হলো ১,২৫,৮১৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে কর্পোরেট পর্যায়ে ৮৫,৩১৪ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ৪০,৪৯৯ কোটি

টাকা। সামগ্রিকভাবে, ২০২০-২১ অর্থবছরের 'প্রত্যক্ষ কর ব্যয়' মোট জিডিপির ৩.৫৬% এর সমপরিমাণ। সরকার কাঙ্ক্ষিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, যেমন- নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা প্রদান, বৈষম্য হ্রাসে বিভিন্ন খাতে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করে। কর অব্যাহতি সুবিধা বিশ্লেষণ করা হলে এর থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ও কত রাজস্ব কম আদায় হলো তার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যায়।

খ) মূল্য সংযোজন কর: জিডিপি'র বিভিন্ন খাত, যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা সেবা, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ মূল্য সংযোজন কর এর আওতা বহির্ভূত। উৎপাদন খাতে অনেক শিল্প, যেমন – গৃহস্থালি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভোগ্য পণ্য, ঔষধ, কম্পিউটার সামগ্রী, রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে মূল্য সংযোজন কর থেকে অব্যাহতি দেয়া আছে। রপ্তানি বৃদ্ধি, স্থানীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এই অব্যাহতি দেওয়া হয়। পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের একটি বড় অংশও মূসক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। এসব খাতের সক্ষমতা কতটুকু বৃদ্ধি পেল তা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অব্যাহতি পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগ মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি বিষয়ক করব্যয় প্রাক্কলন (VAT Expenditure Analysis Report) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গ) শুল্ক: ভবিষ্যতে আমদানি পর্যায় থেকে শুল্ক কর থেকে তুলনামূলকভাবে কম আদায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বর্তমানে সরকারের মোট রাজস্ব আহরণে এ খাতের অবদান কম নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগের তথ্য অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট আমদানির খাতওয়ারি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০.০৯ শতাংশ আমদানি হয়েছে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা, ৮.২৪ শতাংশ আমদানি করেছে EPZ এর প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং ২১.৯৪ শতাংশ আমদানি হয়েছে বিভিন্ন এসআরও/আদেশের বিশেষ ছাড়ের সুবিধা নিয়ে। অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট আমদানির প্রায় অর্ধেক আমদানিতে কোন শুল্ক কর আদায় হয়নি বা হ্রাসকৃত হারে শুল্ক কর আদায় করা হয়েছে।

৩.১৯ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও খাতকে দেয়া কর অব্যাহতি সুবিধার অধিকতর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বর্তমানে কর অব্যাহতির যে ধারা চলমান আছে তার যৌক্তিকীকরণ করা হলে একদিকে যেমন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে অন্য দিকে প্রদত্ত কর অব্যাহতি সুবিধার (যা পরোক্ষভাবে সরকারের ব্যয়) সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম

৩.২০ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে সরকার রাজস্ব প্রশাসনের কাঠামোগত ও আইনি সংস্কারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির জন্য তিন ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে: কর ব্যবস্থার ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, কর-জাল সম্প্রসারণ এবং রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। সরকারের এসব উদ্যোগের পিছনে মূল ভাবনা হলো কর প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজতর ও

স্বচ্ছ করার মাধ্যমে করদাতাকে উন্নত মানের সেবা প্রদান এবং অধিকতর রাজস্ব আহরণ। রাজস্ব খাতে সরকারের উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্যক্রমসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক. নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন

- ***নতুন আয়কর আইন:*** আয়কর আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যকর করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত 'Income-tax Ordinance, 1984' এর পরিবর্তে আরো যুগোপযোগী, আধুনিক ও সহজবোধ্য করে বাংলা ভাষায় আয়কর আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। শক্তিশালী কর সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন আইনে হিসাবরক্ষণের পদ্ধতি, অবচয় ও অ্যামরটাইজেশনের নিয়মাবলি, মূলধনি লাভ সংক্রান্ত বিধানাবলি, স্পর্শাতীত পরিসম্পদ হতে আয় (Income from Intangible Assets), ট্রান্সফার প্রাইসিং, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধানাবলি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন আইনটি করদাতাকে উন্নত মানের সেবা প্রদানের পাশাপাশি কর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে।
- ***নতুন কাস্টমস আইন:*** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার ইংরেজি ভাষায় প্রণীত Customs ACT, 1969 রহিতক্রমে যুগোপযোগী এবং করদাতাবান্ধব বাংলায় কাস্টমস আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করেছে। আইনটি মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ৬ জুন ২০২৪ হতে কার্যকর হবে। আইনটি ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, সংশোধিত কিয়োটো কনভেনশন এবং ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিম্যান্ট এ উল্লিখিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনটি কার্যকর হলে শুল্ক কর আদায়ের পদ্ধতি আরো সুসংহত ও সহজ হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।
- ***মূল্য সংযোজন কর আইনের বাস্তবায়ন:*** আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক বিধিমালা ২০১৬ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণ ও পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৬ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। আইনটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পর মধ্যমেয়াদে মূল্য সংযোজন কর এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- ***আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা প্রণয়ন:*** আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজীকরণ, আয়কর রিটার্ন দাখিল উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কর জাল সম্প্রসারণের জন্য 'আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩' Tax Return Preparer (TRP) Rules প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে ই-রিটার্ন প্ল্যাটফর্মে আয়কর রিটার্ন দাখিল বৃদ্ধি পাবে, TIN আছে এমন করদাতার সংখ্যা এবং নতুন রিটার্ন দাখিলের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাঠামোগত সংস্কার ও আধুনিকায়ন:

- ***ভ্যাট ব্যবস্থার অটোমেশন:*** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতায় বাস্তবায়িত ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট (VoP) এর মাধ্যমে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অটোমেশনের কাজ করা হয়েছে: প্রথমত, মার্চ ২০১৭ থেকে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন শুরু হয়েছে, দ্বিতীয়ত, জুলাই ২০১৯ থেকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হয়েছে, এবং তৃতীয়ত, জুলাই ২০১৯ থেকে অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন জমা দেওয়া যাচ্ছে। এর ফলে মূসক প্রশাসনে ডিজিটাল ফাইলিং সিস্টেম চালু হয়েছে। এতে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপরদিকে করদাতার পরিপালন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। কর কর্মকর্তাদের মধ্যে পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনলাইন ভ্যাট ব্যবস্থায় রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, অডিট, কেস ম্যানেজমেন্ট, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টসহ ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে ১৪ টি মডিউল চালু রয়েছে।

- ***ই-পেমেন্ট:*** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর প্রদান সহজ করতে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম (ই-পেমেন্ট) পদ্ধতি চালু করেছে, যার আওতায় ২০১২ সাল থেকে আয়কর, ২০১৭ সাল থেকে শুল্ককর, এবং ২০১৯ সাল থেকে মূসক প্রদান করা যাচ্ছে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে আয়করও পরিশোধ করা যাচ্ছে। করদাতাগণ এখন ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসে নিজ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সুবিধাজনক সময়ে সরাসরি কর পরিশোধ করতে পারছেন। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়ে RTGS (Real Time Gross Settlement) এর মাধ্যমে মূসক পরিশোধ করা হয় এবং এর তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের IVAS (Integrated Vat Administration System) এ প্রেরণ করা হয়। করদাতা IVAS থেকে কর পরিশোধের মেসেজ পান। ফলে কর প্রদানে ঝুঁকি, পরিপালন ব্যয় ও সময় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, সামগ্রিক ভ্যাট ব্যবস্থাপনাকে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সাথে (যেমন: ই-টিআইএন, এনটিএমসি, বিডা, বেজা, অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড) ইতোমধ্যে IVAS এর integration সম্পন্ন হয়েছে।

- ***এ-চালান পদ্ধতি চালুকরণ:*** সরকারি রাজস্ব/ফি ইত্যাদি সরকারি কোষাগারে সরাসরি জমাকরণের মাধ্যম হিসেবে অটোমেটেড চালান (এ-চালান) পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককে এ-চালান পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে, এ পদ্ধতিতে ৬১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সকল শাখায় এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে যে কোন স্থান হতে অনলাইনে রাজস্ব/ফি জমা করা যাচ্ছে। এ-চালান এর মাধ্যমে জমাকৃত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি ট্রেজারি সিঙ্গেল একাউন্ট (TSA)-এ জমা হয়। এ-চালান সিস্টেমে রিফান্ড সিস্টেম উন্নয়নসহ বর্তমানে BRTA, RJSC, DAMS, ASYCUDA World ইত্যাদি সিস্টেমের সাথে এ-চালান সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশনের কাজ চলমান রয়েছে। রাজস্ব/ফি আদায়ের শতভাগ এ-চালানের মাধ্যমে নিশ্চিত করা গেলে সরকারের আয়ের পরিমাণ

তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে, সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা সুসংহত হবে এবং অপরিকল্পিত ঋণ বাবদ ব্যয় হ্রাস পাবে। এনবিআর ও আইবাস++ এর মধ্যে হিসাবের পার্থক্যও এতে দূর হবে।

- **ইলেক্ট্রনিক ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স (ই-টিডিএস):** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর কর্তন সহজ করার পাশাপাশি কর ব্যবস্থাপনায় আর্থিক শৃঙ্খলা জোরদার ও কর সংক্রান্ত মামলা জট কমাতে ই-টিডিএস (ইলেক্ট্রনিক ট্যাক্স ডিডাকশন অ্যাট সোর্স))https:// etds.gov.bd/login(চালু করেছে। অটোমেটেড চালান বা এ-চালান ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎসে কর কর্তন, সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া ও রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে ই-টিডিএস সিস্টেম কাজ করবে। এ প্ল্যাটফর্ম চালু হওয়ার ফলে করদাতাগণের সময় বেঁচেছে এবং কর দেওয়ার জন্য কোনো অফিসে যেতে হচ্ছে না। এছাড়া, এ সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে উৎসে কর কর্তন সনদ প্রদান, মাসিক রিপোর্ট, স্বয়ংক্রিয় চালানসহ উইথহোল্ডিং ট্যাক্স রিটার্ন জমা প্রদান করতে পারছেন, যা ম্যানুয়ালি করতে অনেক সময় প্রয়োজন হতো।

- **ইলেকট্রনিক ফিসকাল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (EFDMS):** খুচরা পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর আদায় এবং মূসক আদায়ে ফাঁকি রোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (EFD) ও সেলস ডাটা কন্ট্রোলার (SDC) মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে Electronic Fiscal Device Management System (EFDMS) উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ক্রমান্বয়ে ০৩ (তিন) লক্ষ EFD/SDC মেশিন স্থাপনের জন্য একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ২৫,৭৪১টি EFD/SDC স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও যেসব মূসক নিবন্ধিত ফ্যাক্টরিতে বার্ষিক টার্নওভার পাঁচ কোটি টাকা বা তার থেকে বেশি তাদের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুমোদিত মূসক সফটওয়্যার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। EFDMS ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীগণ যাতে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারেন তার জন্য একটি VAT Return জমা দেয়ার মডিউল তৈরি করা হয়েছে। বাজেটের মাধ্যমে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক হারে যে পরিবর্তন আনা হবে তা যাতে মাঠ পর্যায়ের সকল EFD ও SDC ডিভাইসে পরিবর্তিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভ্যাট আদায় কার্যক্রম সহজে মনিটরিং করার জন্য একটি মোবাইল অ্যাপস্ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

- **অনিবাসী কোম্পানির মূসক অনুমোদিত ভ্যাট এজেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ:** গুগল, ফেসবুক, আমাজন, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স এর ন্যায় ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনলাইনে প্রদত্ত সেবার উপর প্রদেয় মূসক তাদের নিজ নিজ ভ্যাট এজেন্টের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে অফিস না খুলেও এ ধরণের প্রতিষ্ঠান প্রদেয় মূসক অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারছে।

- **অটোমেটেড বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:** বন্ড ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধ এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'বন্ড ম্যানেজমেন্ট অটোমেশন প্রজেক্ট' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে

অনলাইনভিত্তিক লাইসেন্সিং মডিউল কার্যকর করা হয়েছে। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অবশিষ্ট মডিউলগুলো চালু করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কার্যপদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি রাজস্ব সুরক্ষার পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

- ***টাইম রিলিজ স্টাডি (টিআরএস):*** বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বন্দরগুলোতে আমদানিকৃত পণ্য চালানের খালাস দ্রুত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কী কারণে খালাস প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে তা জানার জন্য World Customs Organization (WCO) এর তত্ত্বাবধানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক টাইম রিলিজ স্টাডি-২০২২ পারিচালনা করা হয়েছে। উক্ত স্টাডিতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে পণ্যচালান খালাসে ব্যয়িত সময় আরো হ্রাসের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয়পূর্ববক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

- **Authorized Economic Operator (AEO):** Authorized Economic Operator (AEO) ব্যবস্থার আওতায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহাকারী, উন্নত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (Internal Control System) এবং অতীত রেকর্ড অনুসারে আইন পরিপালনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে দ্রুততর কাস্টমস সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে ১৫টি প্রতিষ্ঠান AEO সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

- ***ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম (ডিভিএস):*** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেমে অনলাইনে জমা দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। এর ফলে বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে ভুল তথ্য দেওয়ার প্রবণতা কমবে, স্বচ্ছতা বাড়বে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে।

- **অন্যান্য সংস্কার:** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যান্য চলমান সংস্কারের মধ্যে রয়েছে: (১) ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো, পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট, এডভান্সড রুলিং ইত্যাদির বাস্তবায়ন এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন; (২) এসজিএমপি প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আয়কর জমাদান ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন; (৩) আয়কর কর্তনে মনিটরিং জোরদার করতে ‘Individual Source Tax Deduction Monitoring Zone’ এর বাস্তবায়ন; (৪) আয়করে ই-পেমেন্টে এর ব্যপ্তি সম্প্রসারণ, (৫) ট্রান্সফার প্রাইসিং ও মানি লন্ডারিং বিরোধী কার্যক্রম সম্প্রসারণ; (৬) আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রম জোরদার করা; (৭) আয়কর বিভাগের প্রশাসনিক সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

গ. স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি

- ***স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ:*** ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়ে যাতে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে এবং দেশীয় শিল্পের

স্বার্থ যাতে অক্ষুন্ন থাকে, আবার রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা যেন বাড়ে এ বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক বা ট্যারিফ ক্রমান্বয়ে হ্রাসের বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - কাস্টমস ট্যারিফ এর মধ্যে যেসকল পণ্য bound rate এর বাইরে আছে, সেগুলোকে bound rate এর মধ্যে আনার জন্য WTO-তে বাংলাদেশের শিডিউল পর্যালোচনা এবং ট্যারিফ হার যৌক্তিকীকরণ বিষয়ে কর্মকৌশল প্রণয়ন, আমদানির ক্ষেত্রে নূন্যতম মূল্য (minimum value) পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের পরিকল্পনা, সম্পূরক শুল্ক (Supplementary Duties) ও রেগুলেটরি ডিউটি (Regulatory Duties) যোক্তিকীকরণ করার পরিকল্পনা ইত্যাদি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশ কর্তৃক আরোপিত কাস্টমস ডিউটি (CD) যে ৬ টি পণ্যের ক্ষেত্রে WTO তে বাংলাদেশ কর্তৃক দাখিলকৃত বাউন্ড ডিউটি (Bound Duty) সীমা অতিক্রম করেছিল তা হ্রাস করে বাউন্ড ডিউটির সীমার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। এ পর্যায়ে ৬০টি পণ্যের ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কাস্টমস ডিউটি-কে Bound Duty সীমার মধ্যে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমদানি পর্যায়ে কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য আরোপ পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ১৯১ টি পণ্যের উপর আরোপিত রেগুলেটরি ডিউটি (RD) এবং ২৩৪ টি পণ্যের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক (SD) প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং আগামী তিন অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে intermediate goods এর উপরে SD ও RD প্রত্যাহার করা হবে।

- **ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩:** বাণিজ্য উদারীকরণ ও ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণসহ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ট্যারিফ পলিসির প্রধান প্রতিপাদ্য। দেশের প্রথম ট্যারিফ পলিসি হিসেবে এটি ১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। এই পলিসি মূলত ট্যারিফ-সংক্রান্ত পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। রাজস্ব নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে, এ পলিসি বাণিজ্য করের উপর অত্যধিক নির্ভরতা থেকে সরে এসে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রত্যক্ষ কর এবং মূসকের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধির প্রতি আলোকপাত করে। রপ্তানি বিমুখতা (Anti-export bias) হ্রাসের মাধ্যমে রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ, ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীরণ, Predictable Tariff Regime নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় বাজারে পণ্যমূল্যের অসামঞ্জস্য হ্রাস এবং মাত্রাতিরিক্ত প্রতিরক্ষণ বোঝা কমিয়ে ট্যারিফ পলিসি ভোক্তার কল্যাণ সাধন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঘ. কর বহির্ভূত রাজস্বের সম্ভাবনা অন্বেষণ

- ***কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত সকল সেবা ও তার জন্য নির্ধারিত চার্জ/ফির তালিকা তৈরি:*** সরকার থেকে অনেক ধরণের সেবা প্রদান করা হয়। এ সব সেবার কোন তালিকা বা কোন সেবার জন্য কত টাকা চার্জ/ফি প্রদান করতে হয় এবং কোন সালে এই চার্জ/ হার নির্ধারণ করা হয়েছে তার কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা নাই। সরকার সকল কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) আইটেমের ফি, চার্জ বা মূল্য এবং তা নির্ধারণের তারিখসহ একটি অনলাইন ডাটাবেস তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এই ডাটাবেসটি ইতোমধ্যে ৬টি মন্ত্রণালয়ে পাইলটিং শুরু করার জন্য একটি লাইভ সার্ভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। পাইলটিং এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ডাটাবেসটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এটিকে iBAS++ এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম ডেটার সাথে লিংক করা হবে। এর ফলে কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্তর্ভূক্ত সকল সেবা ও তার জন্য চার্জ/ফি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করার পাশাপাশি কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

- ***সরকারি সেবার ডিজিটালাইজেশন:*** সরকার বিভিন্ন সেবার ফি/চার্জ হালনাগাদকরণের পাশাপাশি গুণগতমান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছে। সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা অনলাইনে কোনো কাগজ জমা ছাড়াই প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকারি দপ্তরে নিজে উপস্থিত হওয়া ছাড়াও যাতে এই সেবা নেয়া যায় তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ২০৪১ এর মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে গঠনে এ ধরণের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

- ***সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও আয়ের তালিকা প্রস্তুতকরণ:*** সরকার বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করেছে ও ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগ করছে। সরকার যে টাকা ঋণ দিয়েছে তা সরকারি হিসাবে Subsidiary Loan Agreements (SLAs) হিসোবে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং সেখানে সুদ আরোপ করা হয়। তবে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগের কোন পরিপূর্ণ তালিকা নাই। এর ফলে কোন খাত থেকে কত টাকা মুনাফা/ লভ্যাংশ আয় হতে পারে তা অনুমান করা সম্ভব হয়না। এ বিষয়ে সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইক্যুইটি বিনিয়োগের একটি সম্পূর্ণ ডাটাবেস তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রমিত (Standard) আর্থিক বিবরণী নির্ধারণের জন্য সরকার ইতোমধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (FRC) প্রতিষ্ঠা করেছে।

- ***কর বহির্ভূত রাজস্বের জন্য নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান:*** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সরকার থেকে প্রদত্ত সেবার পরিধি ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন নতুন সেবা যুক্ত করার পাশাপাশি নতুন নতুন আঙ্গিকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার বিপরীতে যৌক্তিকভাবে সার্ভিস চার্জ/ফি ধার্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের

সাথে পরামর্শ, কর্মশালা, সেমিনার, সম্মেলন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আয়োজন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কর বহির্ভূত রাজস্বের ব্যপ্তি বৃদ্ধির জন্য পরিষেবা ফি হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি আরও পরিষেবা অনলাইনে চালু করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিষেবা ফি হালনাগাদ করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পাঠিয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯১টি নতুন পরিষেবা কর বহির্ভূত রাজস্ব (NTR)-হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২১ রাজস্ব আদায়কে সহজ, স্বচ্ছ, নির্ঝঞ্ঝাট করার মাধ্যমে দক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সরকারের বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ভবিষ্যতে রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। কর-বান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়তে রাজস্ব সংক্রান্ত বিধি-বিধান সহজবোধ্য করার পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, যাতে করদাতা স্বেচ্ছায় কর প্রদানে উৎসাহিত বোধ করেন। বিভিন্ন কর আদায়কারী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা ও কাজের সমন্বয়, কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হওয়া এবং তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার রাজস্ব আদায় বাড়াতে সাহায্য করবে। সরকারের সংস্কারমূলক উদ্যোগের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি করদাতা এবং অন্যান্য অংশীজনদের সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

৪. সরকারি ব্যয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

গত দেড় দশকে বাংলাদেশ দ্রুত হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তবে বর্তমানে বিরাজমান বৈশ্বিক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে সরকার মধ্যমেয়াদে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর যৌক্তিকতা নির্ধারণপূর্বক কিছুটা সংকোচনমূলক নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেটে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় মাত্র ৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদে ব্যয়ের আকার জিডিপি'র ১৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতি সহনীয় মাত্রায় রাখতে সামগ্রিক ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ৫ শতাংশের নীচে প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.১ এই অধ্যায়ে সরকারি অগ্রাধিকার খাত যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি, ভর্তুকিসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয় প্রবণতার সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি এবং খাতভিত্তিক বরাদ্দকৃত বাজেটের উপর বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারি ব্যয়ের যৌক্তিকীকরণ, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ, ঋণের খরচ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ঘাটতি অর্থায়নে বিভিন্ন উৎস ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টিতে ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ব্যয়ের সম্ভাব্য ধরন এবং পূর্বাভাসের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয় নির্বাহের চিত্র

৪.২ বর্তমানে সরকারের অঙ্গীকার হলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। মধ্যমেয়াদে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০২৪, রূপকল্প-২০৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্য সমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে খাতভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ এবং সরকারে ব্যয় পরিকল্পনা করা হয়েছে। বাজেট প্রণয়নে সরকার অগ্রাধিকার খাতে ব্যয়ের উপর জোর দিয়েছে; বিশেষ করে, ভৌত অবকাঠামো প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ প্রদান করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এটি লক্ষণীয় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হতে সমপর্যায়ের অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশে জিডিপি'র শতাংশে সরকারি ব্যয়ের আকার এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত কম থাকা অন্যতম একটি প্রধান কারণ যা সরকারের ব্যয় সক্ষমতাকে সীমিত করে রেখেছে।

চিত্র ৪.১: সরকারি ব্যয় (জিডিপির %)

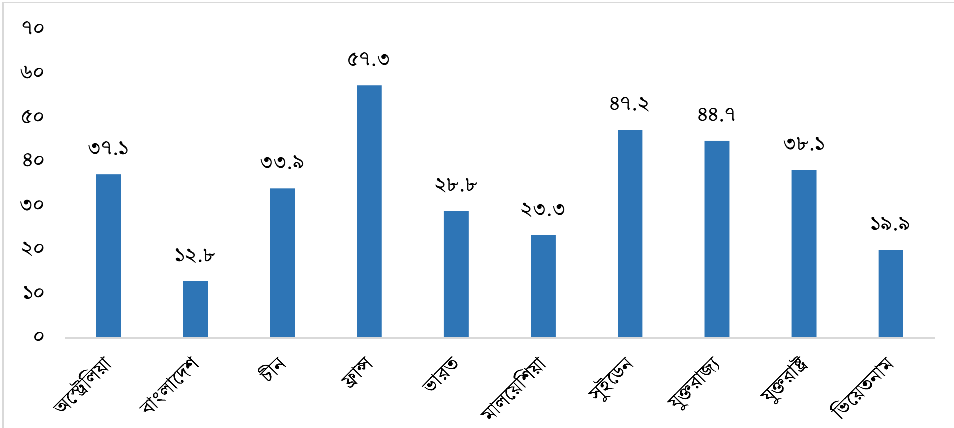

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, আইএমএফ (এপ্রিল, ২০২৪), অর্থ বিভাগ

মধ্যমেয়াদে সরকারি ব্যয়ের দৃশ্যকল্প

৪.৩ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় ছিল জিডিপির ১৩.৩ শতাংশ । রাজস্ব আহরণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এই ব্যয় দীর্ঘসময় ধরে ১৩ শতাংশের মধ্যেই রয়েছে। সরকারের বিচক্ষণ নীতির কারণে বাজেট ঘাটতিও সহনীয় মাত্রায় রয়েছে। তবে বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মধ্যমেয়াদে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র অনুপাতে ১৪ শতাংশে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চিত্র ৪.২: সরকারি ব্যয় (জিডিপির %)

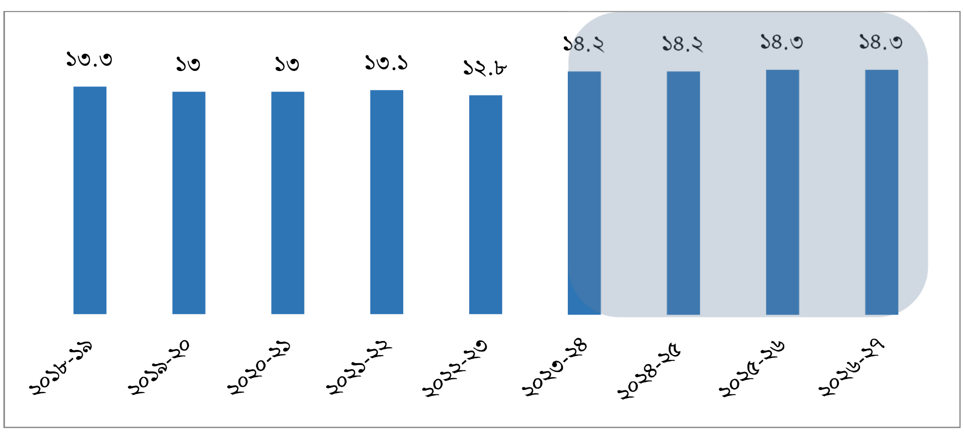

সূত্র: অর্থ বিভাগ

পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়

৪.৪ সরকারি ব্যয়ের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী বাজেটের বরাদ্দ মূলত: দু'টি ভাগে বিভক্ত- পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়। পরিচালন ব্যয়ের প্রধান অংশগুলো হলো সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, পণ্য ও সেবা ক্রয়, ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ এবং 'খাদ্য হিসাব' ব্যয়। অন্যদিকে, উন্নয়ন ব্যয়ের অন্যতম প্রধান দুটি ধারা হচ্ছে - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং এডিপি বহির্ভূত মূলধন ব্যয়। এছাড়া, ঋণ ও অগ্রিম, রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প এবং এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও হস্তান্তর ব্যয়ও উন্নয়ন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪.৫ ২০১৮-১৯ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে বাজেটের অংশ হিসেবে পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত: কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ হতে উদ্ভূত সংকটের সময় অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের কারণে পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, কোভিড-১৯ অতিমারি শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবও স্তিমিত হয়ে আসায় ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে পরিচালন ব্যয় ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। ফলশ্রুতিতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন ব্যয় মোট ব্যয়ের ৬০.৮ শতাংশে এবং মধ্যমেয়াদে আরও হ্রাস পেয়ে ৫৮.৩ শতাংশে নেমে আসবে। চিত্র ৪.৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিচালন ব্যয় খাতে বাজেটের পরিমাণ ছিল ৫৫.৬ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ ৬২.৬ শতাংশে পৌঁছেছে। বাজেটে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বিভিন্ন বছরে হ্রাস/বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিকভাবে চলমান অর্থবছরের তুলনায় মধ্যমেয়াদে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন ব্যয় মোট বাজেটের ৩৯.২ শতাংশ, যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে ৪১.৬ শতাংশে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চিত্র ৪.৩: সরকারি ব্যয়ের বিভাজন (বাজেটের %)

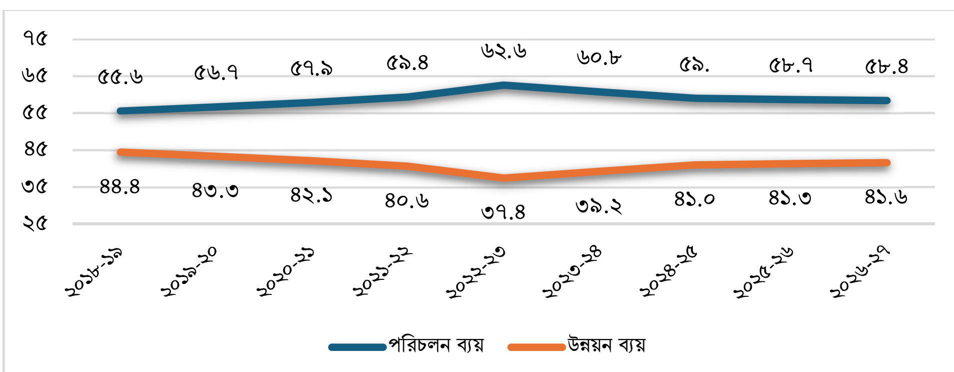

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.৬ সারণি ৪.১ এ সরকারি মোট ব্যয়ের বিভাজন জিডিপি'র শতাংশে দেখানো হয়েছে। এটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিচালন ব্যয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণের সুদ পরিশোধ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের ঋণের খরচও আগের তুলনায় বেড়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয় বাবদ জিডিপি'র ৪ শতাংশ নির্ধারণের

মাধ্যমে সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মত খাতকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কৌশল গ্রহণ করেছে। সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের মূল অংশ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, যা বিবেচনাধীন সময়ে জিডিপি'র ৫ শতাংশের কাছাকাছি স্থিতিশীল ছিল কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতির কারণে তা জিডিপি'র ৪.৩ শতাংশে হ্রাস পায়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ জিডিপি'র ৪.৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.১: সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপির %)

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
	প্রকৃত					সংশোধিত
পরিচালন ব্যয়	৭.৪	৭.৪	৭.৫	৭.৭	৮.০	৮.৬
বেতন ও ভাতাদি	১.৮	১.৭	১.৭	১.৬	১.৪	১.৫
পণ্য ও সেবা	১.০	০.৯	০.৯	০.৮	০.৭	০.৯
সুদ পরিশোধ	১.৭	১.৮	২.০	২.০	২.১	২.১
অভ্যন্তরীণ	১.৬	১.৭	১.৯	১.৮	১.৮	১.৮
বৈদেশিক	০.১	০.১	০.১	০.১	০.৩	০.৩
ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়	২.৯	২.৯	২.৯	৩.৪	৩.৬	৪.০
থোক বরাদ্দ	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.১
খাদ্য হিসাবের স্থিতি	০.১	০.১	০.১	০.১	০.০	০.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৫.০	৪.৮	৪.৫	৪.৭	৪.৩	৪.৯
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ও নিট ঋণ	০.৮	০.৭	০.৮	০.৬	০.৬	০.৭

সূত্র: অর্থ বিভাগ

পরিচালন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৪.৭ বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গড়ে পরিচালন ব্যয় ছিল জিডিপি'র প্রায় ৭.৬ শতাংশ। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে তা বেড়ে ৮.৬ শতাংশ হয়েছে। ঋণের সুদ পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি, টাকার অবমূল্যায়ন, আমদানি ব্যয় এবং খাদ্যে ভর্তুকি বৃদ্ধির ফলে এই উল্লম্ফন লক্ষ্য করা যায়। মধ্যমেয়াদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পরিচালন ব্যয় জিডিপি'র ৮.৩ শতাংশে হ্রাস পাবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র ৪.৪: পরিচালন ব্যয়ের গতিধারা (জিডিপির %)

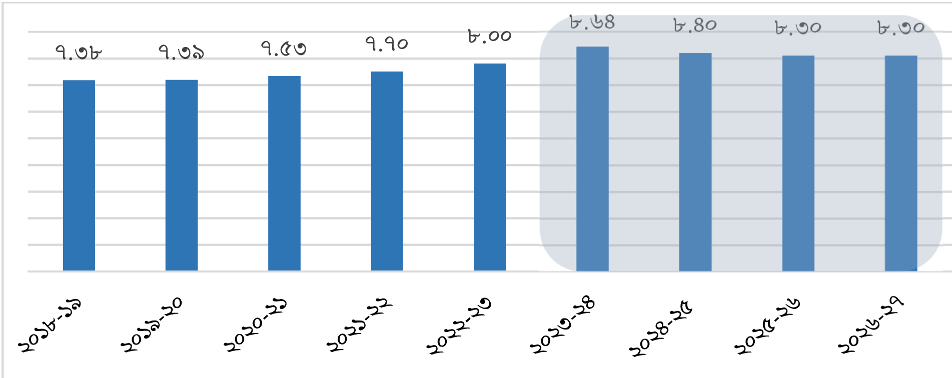

সূত্র: অর্থ বিভাগ

বেতন ও ভাতাদি

৪.৮ সরকার কার্যকর ও দক্ষ জনসেবা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বেতন-ভাতাদি খাতের ব্যয় যৌক্তিকীকরণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জিডিপির তুলনায় বেতন-ভাতাদির অনুপাত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১.৮ শতাংশ থেকে কমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১.৪ শতাংশ হয়েছে। বেতন-ভাতার পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে নয় বরং জিডিপির আকার আনুপাতিক হারে বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এটা ঘটেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই ব্যয় জিডিপির ১.৫ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চিত্র ৪.৫: বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের ধরন (মোট ব্যয়ের %)

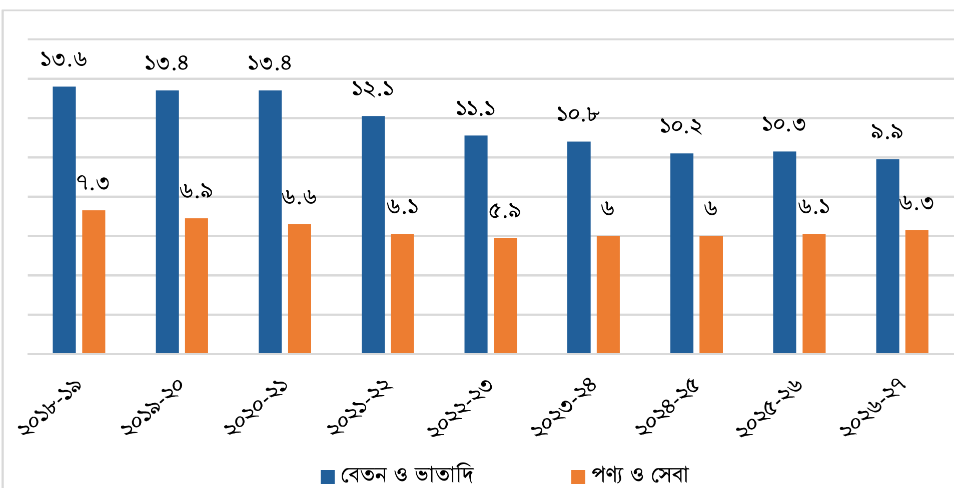

সূত্র: অর্থ বিভাগ

পণ্য ও সেবা খাতে সরকারি ব্যয়

৪.৯ কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে অগ্রাধিকার খাতে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের কারণে এবং ২০২২ সাল থেকে ব্যয় সংকোচন নীতির ফলে পণ্য ও সেবা খাতে বরাদ্দ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ব্যয়ের ৭.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাতের জন্য মোট ব্যয়ের ৬.১ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পণ্য ও সেবা খাতে মোট ব্যয় ৬ শতাংশ থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.২: নগদ ঋণ ও ভর্তুকি (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
	প্রকৃত						সংশোধিত
নগদ ঋণ							
পিডিবি	৩৫.৫০	-	-	-	-	-	-
বিজেএমসি ও অন্যান্য	০.০২	৩৩.৭৫	৫৪.৪৭	৪৬.০৬	৪২.৯০	২৮.০০	৬০.০০
মোট নগদ ঋণ	৩৫.৫২	৩৩.৭৫	৫৪.৪৭	৪৬.০৬	৪২.৯০	২৮.০০	৬০.০০
মোট ব্যয়ের শতাংশে	১.১০	০.৮৬	১.৩২	১.০১	০.৮৩	০.৪৭	০.৮৪
ভর্তুকি							
খাদ্য	১৪.১৫	৩০.৭৪	৪১.৭০	৪৯.৮৭	৬৩.৪৫	৬৪.১৬	৭৩.২০
পিডিবি	৩৫.৫০	৭৯.৬৬	৭৪.৩৯	৮৯.৪৫	১১৯.৬	২৯৫.১১	৩৫০.০০
গ্যাস ও অন্যান্য	৩৬.০৫	২৫.১৪	৩৫.১৬	৫২.৯৭	৯২.২৬	৮৭.৯৬	১৮৩.৪৭
মোট ভর্তুকি	৮৫.৭০	১৩৫.৫	১৫১.২	১৯২.৩	২৭৫.৩	৪৪৭.২৩	৬০৬.৬৭
মোট ব্যয়ের শতাংশে	২.৬৬	৩.৪৬	৩.৬৬	৪.১৯	৫.৩১	৬.৭৭	৮.৪৯
মোট নগদ ঋণ ও ভর্তুকি	১২১.২	১৬৯.৩	২০৫.৭	২৩৮.৩	৩১৮.২	৪৭৫.২৩	৬৬৬.৬৭
মোট ব্যয়ের শতাংশ	৩.৭৬	৪.৩২	৪.৯৮	৫.২০	৬.১৪	৭.২৪	৯.৩৩
জিডিপির শতাংশ	০.৪৫	০.৫৭	০.৬৫	০.৬৮	০.৮১	১.০৭	১.৩২

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.১০ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিষয়বস্তু এবং কৌশল নির্ধারণে সরকার যে বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে তা হলো সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ। এলক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবিকা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি ভর্তুকির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এর যৌক্তিকীকরণের প্রতি সরকার নজর দিয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদন, সার, বিদ্যুত এবং জ্বালানি খাতে ভর্তুকি প্রদানের মত বিষয়গুলোকেও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তবে, ভর্তুকির কুফল দূর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কৌশলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভর্তুকি এবং ভাতাসমূহ যাতে সঠিক

সুবিধাভোগী ব্যক্তি বা পরিবার পেতে পারে সেজন্য সরাসরি বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা বিতরণ করা হচ্ছে। জ্বালানি খাতে পূর্ববর্তী বছরগুলোর পুঞ্জিভূত বকেয়া ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার জন্য নিয়মিত মূল্য সমন্বয়ের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যা মূলত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সূত্র-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে ভর্তুকির ব্যবধান ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং এর থেকে সাশ্রয় হওয়া অর্থ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

৪.১১ রপ্তানি খাতের সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি, প্রবাস আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধি, কৃষিখাতের অগ্রগতি ও আধুনিকায়ন , তৈরি পোশাক শিল্পকে প্রযুক্তি বান্ধব শিল্পে রূপান্তর এবং আইসিটি খাতের সেবা রপ্তানির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উভয় পরিকল্পনা দলিলে পর্যাপ্ত নীতি সহায়তা প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকা শক্তি হওয়ায় প্রতিবছর কৃষি ও রপ্তানি খাত বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। দেশের রপ্তানি খাতকে চাঙ্গা করতে সরকার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৭৮.৩ বিলিয়ন টাকার আর্থিক প্রণোদনা বরাদ্দ রেখেছে। এছাড়া, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরণকে উৎসাহিত করতে ২.৫ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

সারণি ৪.৩: নগদ প্রণোদনা (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
	প্রকৃত						সংশোধিত
কৃষি	৫২.০	৭৩.৪	৭২.৫	৭৬.৩	১৫১.৭	২৬০.০	২৫০.০
রপ্তানি	৪০.০	৪০.০	৬০.৪	৫৮.৫	৭৮.০	৭৮.০	৭৮.৩
পাটজাত পণ্য	৪.৮	৪.৮	৫০.০	৮.০	১০.০	১০.০	১২.০
প্রবাস আয়	-	-	৩০.৬	৩৯.৮	৪৪.০	৫৩.০	৬২.০
মোট প্রণোদনা	৯৬.৮	১১৮.২	২১৩.৫	১৮২.৬	২৮৩.৭	৪০১.০	৪০২.৩
মোট ব্যয়ের শতাংশে	৩.০	৩.০	৫.২	৪.০	৫.৪	৬.১	৫.৬
জিডিপির শতাংশে	০.৪	০.৪	০.৭	০.৫	০.৭	০.৯	০.৮

সূত্র: অর্থ বিভাগ

উন্নয়ন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৪.১২ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। সরকারের উন্নয়ন ব্যয় অর্থনীতির উৎপাদন পর্যায়ে সুগভীর প্রভাব ফেলে। সরকার মূলত: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বা নন-এডিপি উন্নয়ন ব্যয়ের মাধ্যমে উন্নয়নে বিনিয়োগ করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মূলধন ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে জিডিপির ৫.৫৫ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রকৃত অর্জন ৪.৮২ শতাংশের চেয়ে উল্লখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যমেয়াদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে জিডিপির ৬.০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.৪: উন্নয়ন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প (জিডিপির %)

২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭
প্রকৃত					সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
৫.৮৯	৫.৬৫	৫.৪৯	৫.৩০	৪.৮২	৫.৫৫	৫.৮৩	৫.৯৭	৬.০০

সূত্র: অর্থ বিভাগ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৪.১৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র মূল উদ্দেশ্য হলো টেকসই অবকাঠামো গড়ে তোলা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ় করা, জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়ন করা এবং এর মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা। বিগত বছরগুলোর এডিপি বাস্তবায়নের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে এডিপি বাস্তবায়নের হার বরাদ্দের ৭৪.৯ থেকে ৮৮.৬ শতাংশের মধ্যে এবং জিডিপি'র ৪.৩ থেকে ৫.০ শতাংশের মধ্যে ছিল। এডিপি বাস্তবায়নের হার বাড়াতে সরকার কর্তৃক মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বাস্তবায়ন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকার iBAS++ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে; এ প্ল্যাটফর্মে সমস্ত বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সংযুক্ত করা হয়েছে ; এবং সরকারি কাজে অর্থের ছাড় ও ব্যবহার প্রক্রিয়া এতে সহজ হয়েছে। এছাড়া, গত অর্থবছরে প্রকল্প পরিচালকদের সরকারি বরাদ্দের সব কিস্তির অর্থ ছাড়করণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ উদ্যোগগুলো প্রকল্প বরাদ্দের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে, অপচয় কমাতে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সারণি ৪.৫: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
বাজেট	১৭৩০.০	২০২৭.২	২০৫১.৪	২২৫৩.২	২৪৬০.৭	২৬৩০.০
সংশোধিত বাজেট	১৬৭০.০	২০১১.৯	১৯৭৬.৪	২০৯৯.৮	২২৭৫.৭	২৪৫০.০
প্রকৃত বাস্তবায়ন	১৪৭২.৯	১৫০৭.৮	১৬০৪.০	১৮৬০.৬	১৯১৯.২	১১৯৩.৮*
জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বাস্তবায়ন	৫.০	৪.৮	৪.৫	৪.৭	৪.৩	২.৪*
সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তবায়ন (%)	৮৮.২	৭৪.৯	৮১.২	৮৮.৬	৮৪.৩	৪৯*

সূত্র: অর্থ বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; এপ্রিল ২০২৪*

উন্নয়ন বাজেট: বরাদ্দ, প্রবৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন

৪.১৪ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার নিশ্চিত করেছে। কৃষি, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ , স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি , পরিবহন ও যোগাযোগ খাত এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে মধ্যমেয়াদে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা এবং সুষম প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি খাত অন্যতম চালিকাশক্তি বিধায় কৃষির উৎপাদনশীলতা ও অভিযোজ্যতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং টেকসই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষির পাশাপাশি সরকার ইতিবাচক সামাজিক প্রভাবের কারণে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মধ্যমেয়াদে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ডিজিটাল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে উৎসাহিত করাসহ অন্যান্য চলমান কার্যক্রমগুলো অব্যাহত থাকবে। দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্য মোকাবেলাসহ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ নিশ্চিত করার জন্য সরকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করছে। এই সহায়তা কর্মসূচিতে বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ছাত্র, কর্মজীবী পুরুষ ও মহিলা, দরিদ্র মা সহ সকল সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত।

চিত্র ৪.৬: উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকা)

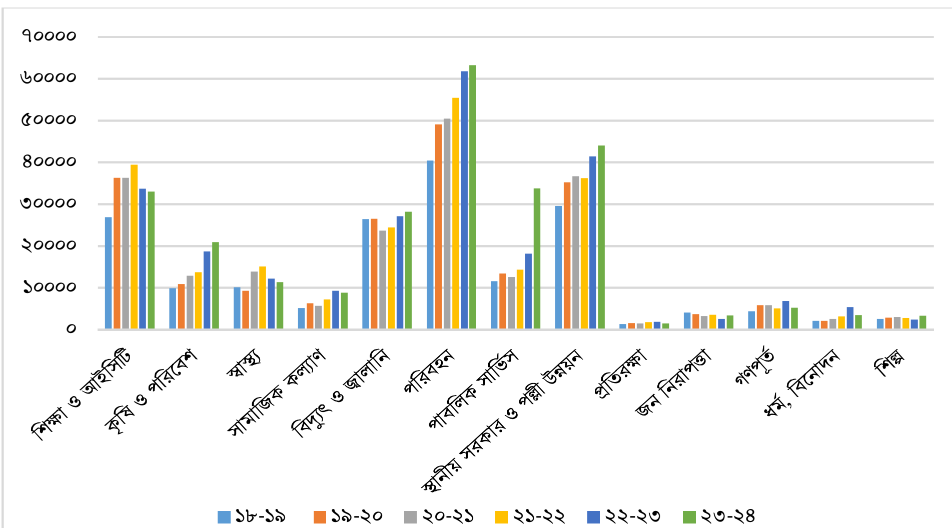

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.১৫ চিত্র ৪.৭ খাতভিত্তিক উন্নয়ন বাজেটের বাস্তবায়ন সক্ষমতা নির্দেশ করে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা বা অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জের কারণে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং বাজেট বাস্তবায়নের হার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য । উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষত কোভিড-১৯

অতিমারির কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং বাস্তবায়ন হারের মধ্যে ৪০ শতাংশ পার্থক্যে দৃশ্যমান। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বরাদ্দকৃত বাজেটের বিপরীতে বাস্তবায়নের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

চিত্র ৪.৭: বরাদ্দকৃত বাজেট থেকে বাস্তবায়ন বিচ্যুতি (%)

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.১৬ চিত্র ৪.৮ এ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রতিটি খাত অনুযায়ী বরাদ্দের হ্রাস- বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। সেক্টরসমূহের মধ্যে জনপ্রশাসন এবং স্বাস্থ্যখাতে কয়েক অর্থবছরে বরাদ্দে বেশ বৃদ্ধি দেখা যায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ধর্ম ও বিনোদন খাতে বিগত অর্থবছরের তুলনায় বেশ বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের বৃহত্তম যোগানদাতা হিসেবে কৃষিখাতে বরাদ্দের ভিত্তিতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে ।

চিত্র ৪.৮: খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি (%)

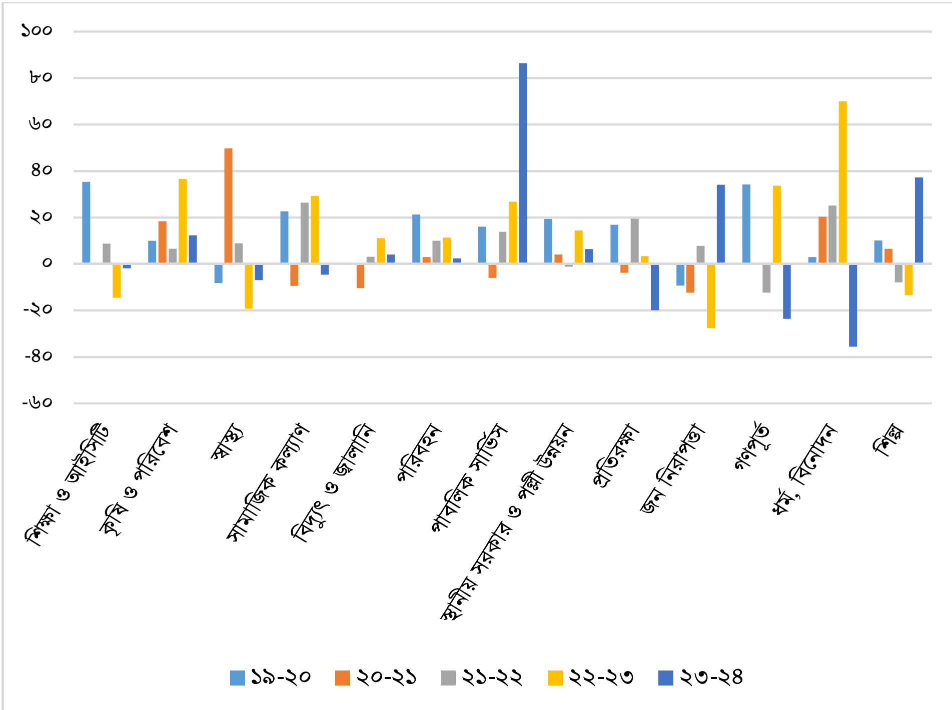

সূত্র: অর্থ বিভাগ

সরকারি ব্যয় মাল্টিপ্লায়ার

৪.১৭ সরকারি ব্যয় মাল্টিপ্লায়ার হল একটি অর্থনৈতিক ধারণা যা সরকারি ব্যয় সামগ্রিক অর্থনীতিতে কি পরিমাণ প্রভাব ফেলে তা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। মূলত এটি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে জিডিপির আকার কতটা বৃদ্ধি পায় তা পরিমাপ করে।

৪.১৮ সরকারের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজের ফলে দেশের সামগ্রিক ভোগ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ব্যয় মাল্টিপ্লায়ারের মাধ্যমে অর্থনীতির উপর এর প্রভাব পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

৪.১৯ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বাজারে যে অতিরিক্ত চাহিদা তৈরি হয় তা বেসরকারি খাতের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে, যা পরিণামে জিডিপি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের উপর সরকারি ব্যয়ের এই প্রভাব বোঝা যায় ব্যয় মাল্টিপ্লায়ার থেকে।

৪.২০ সরকারি ব্যয় মাল্টিপ্লায়ার সূত্র:

$$\text{ব্যয় মাল্টিপ্লায়ার} = \Delta \text{ জিডিপি} / \Delta \text{ সরকারি ব্যয়}$$

চিত্র ৪.৯: বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ের মাল্টিপ্লায়ার

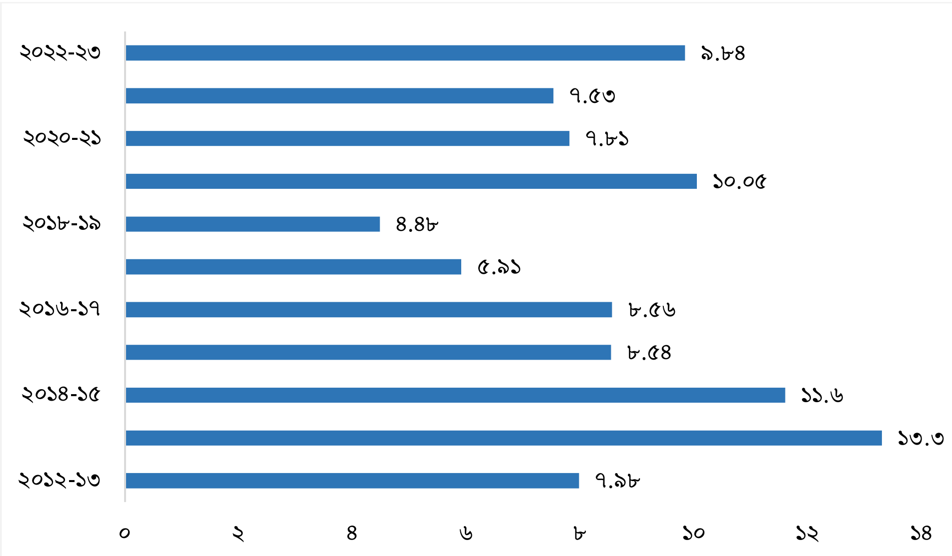

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৪.২১ ৪.৯ নং লেখচিত্রে ২০১২-২০১৩ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ের মাল্টিপ্লায়ার দেখানো হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে-এ মাল্টিপ্লায়ার সর্বোচ্চ ১৩.৩-এ পৌঁছালেও পরের বছরগুলিতে ক্রমান্বয়ে কমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বনিম্ন ৪.৪৮-এ পৌঁছায়। তবে ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ব্যয় মাল্টিপ্লায়ার আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.২২ ২০১২-১৩ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় সরকারি ব্যয় মাল্টিপ্লায়ার ছিল ৭.৮৩ অর্থাৎ গড় হিসেবে সরকার কর্তৃক ব্যয় করা প্রতিটি টাকা বিবেচ্য সময়ে দেশের জিডিপি'র পরিমাণ আনুমানিক ৭.৮৩ টাকা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে এই সময়ে সরকারি ব্যয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

ঘাটতি অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

৪.২৩ বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি বজায় রেখে উন্নয়ন এবং অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ বহাল রাখতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়া, ঘাটতি অর্থায়নের জন্য ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিম্নতম পর্যায়ে রাখার বিষয়ে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। এই কৌশলের একটি বিশেষ দিক হলো অভ্যন্তরীণ বন্ড বাজারের উন্নয়ন, যা থেকে সরকার ঘাটতি অর্থায়ন করতে পারে। সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজার গভীরতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সুসংহত করতে সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

ঘাটতি অর্থায়ন

৪.২৪ ২০২১-২২ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করলে নিট অর্থায়নের পরিকল্পনা মোতাবেক সরকারি ঋণ বৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। ২০২১-২২ অর্থবছরের নিট অর্থায়নের পরিমাণ ছিল ১,৮৩১.২ বিলিয়ন টাকা যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,০৩৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে। তবে নিট অর্থায়ন ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র ৪.৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে মধ্যমেয়াদে বাজেট ঘাটতি হ্রাসের ফলে সরকারি ব্যয় কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

৪.২৫ নিট বৈদেশিক অর্থায়ন ২০২১-২২ অর্থবছরের জিডিপি'র শতাংশ হিসাবে ১.৭ শতাংশ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১.১ শতাংশে হ্রাস পাবে যা ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎসের উপর সরকারের নির্ভরশীলতা হ্রাসের ইংগিত বহন করে। পক্ষান্তরে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস হতে বিশেষ করে বাজার ব্যবস্থা হতে অর্থায়নের দিকে জোর দিচ্ছে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন ২০২১-২২ অর্থবছরের জিডিপি'র ২.৯ শতাংশ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩.২ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে যাকে ঋণ এবং পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারের প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে।

৪.২৬ বর্ণিত সময়ে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে নন-ব্যাংক উৎসের হ্রাস-বৃদ্ধি দৃশ্যমান। নন-ব্যাংক খাতে অর্থায়নের পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হচ্ছে উচ্চ সুদের জাতীয় সঞ্চয়পত্র হতে অর্থায়ন হ্রাস করতে সরকারের গৃহীত নানা সংস্কার কার্যক্রম। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে নন-ব্যাংক সহ বিভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণের উৎস সরকারের ঘাটতি অর্থায়নকে বৈচিত্র্যময় করেছে। এ ধরনের টেকসই অর্থায়ন মিশ্রণ অর্জনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে যাতে অর্থায়ন ব্যয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের দৃশ্যপট এবং এর মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস নীচের সারণীতে উপস্থাপিত হয়েছে:

সারণি ৪.৬: ঘাটতি অর্থায়ন ২০২১-২২ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২১-২২	২২-২৩	২৩-২৪	২৩-২৪	২৪ -২৫	২৫-২৬	২৬-২৭
মোট নিট অর্থায়ন	১৮৩১.২ (৪.৬)	২০৭১.১ (৪.৬)	২৬১৭.৯ (৫.২)	২৩৬৪.২ (৪.৭)	২৫৫৯.০ (৪.৬)	২৭৮৫.০ (৪.৫)	৩০৩৯.০ (৪.৪)
বৈদেশিক (নিট)	৬৭৩.৪ (১.৭)	৮১৯.০৮ (১.৮)	১০৬৩.৯ (২.১)	৭৯৭.৯ (১.৬)	৯৫০ (১.৭)	৯৪০ (১.৫)	৮০০ (১.১)
অভ্যন্তরীণ (নিট)	১১৫২.১ (২.৯)	১২৪৩.৬ (২.৮)	১৫৫৩.৯ (৩.১)	১৫৬৬.৩ (৩.১)	১৬০৯.০ (২.৯)	১৮৪৫.০ (৩.০)	২২৩৯.০ (৩.২)
ব্যাংক	৭৫৫.৩	১১৮০.৩	১৩২৩.৯	১৫৫৯.৪	১২৭৫.০	১৬৭৯.০	১৮৪৭.০
নন-ব্যাংক	৩৯৬.৮	৬৩.৩	২৩০.০	৬.৯	৩৩৪.০	১৬৬.০	৩৯২.০
সঞ্চয়পত্র	২০২.৭	-৩৩.৫	১৮০.০	-৭৩.১	২৫৪.০	১০৫.০	৩২৩.০
অন্যান্য	১৯৪.১	৯৬.৮	৫০.০	৮০.০	৮০.০	৬১.০	৬৯.০

সূত্র: অর্থবিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের অংক জিডিপি'র শতাংশ নির্দেশ করে।

অর্থায়ন ব্যয়

৪.২৭ মধ্যমেয়াদে সরকারের প্রাক্কলিত সুদ ব্যয় এখাতে সরকারের ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা নির্দেশ করে। সুদ পরিশোধের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের সুদ ব্যয় ৭৭৭.৭ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১,৫৪৫ বিলিয়ন টাকা হতে পারে। মোট বাজেটের অনুপাতে সুদ পরিশোধের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষণীয়। সুদ ব্যয় ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটের ১৫.৩ শতাংশ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১২.৪ শতাংশে হ্রাস পায় তবে তা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পুনরায় ১৫.৩ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।

৪.২৮ মোট সুদ ব্যয়ের বেশির ভাগ ব্যয় হয় অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধে যা ২০২১-২২ অর্থবছরের ৭৩২.১৮ বিলিয়ন টাকা হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,২৮৫ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সুদ পরিশোধের অংশ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটের ১৪.১ শতাংশ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১.৭ শতাংশে হ্রাস পাবে। তবে তা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পুনরায় ১২.৭ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।

৪.২৯ যদিও মোট সুদ ব্যয়ে বৈদেশিক সুদের অংশ খুবই কম তথাপি ব্যয়িত বৈদেশিক সুদের পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৫.৬ বিলিয়ন টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২৬০ বিলিয়ন টাকা হতে পারে। মোট বাজেটে বৈদেশিক সুদের অনুপাতও ২০২১-২২ অর্থবছরের ০.৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২.৬ শতাংশ হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বাজেটে বৈদেশিক ঋণের সুদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষণীয়।

সারণি ৪.৭: সুদ পরিশোধ ২০২১-২২ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত		বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৩-২৪	২০২৪ -২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭
মোট	৭৭৭.৭ (১৫.৩)	৯২০.৮৩ (১৬.১)	৯৪৩.৮ (১২.৪)	১০৫৩ (১৩.৫)	১১৩০ (১৪.২)	১৩৭০ (১৫.২)	১৫৪৫ (১৫.৩)
অভ্যন্তরীণ	৭৩২.২ (১৪.১)	৮২৬.৫ (১৪.৫)	৮২০ (১০.৮)	৮৯৫ (১২.৫)	৯৩০ (১১.৭)	১১৪০ (১২.৬)	১২৮৫ (১২.৭)
বৈদেশিক	৪৫.৬ (০.৯)	৯৪.৪ (১.৭)	১২৩.৮ (১.৬)	১৫৮ (২.২)	২০০ (২.৫)	২৩০ (২.৫)	২৬০ (২.৬)

সূত্র: অর্থবিভাগ, () বন্ধণীর ভিতরের অংক মোট ব্যয়ের শতাংশ নির্দেশ করে।

৪.৩০ সাম্প্রতিক সময়ে বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক অর্থায়নের অংশ ৪০ শতাংশের কাছাকাছি থাকলেও অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ ব্যয় বৈদেশিক ঋণের সুদ ব্যয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। এর কারণ হলো বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের বড় অংশ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে থেকে প্রাপ্ত নমনীয় শর্তের ঋণ, পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ ঋণের বেশিরভাগ বাজার ভিত্তিক সুদ হারের ভিত্তিতে নেওয়া। তবে উন্নত দেশগুলোতে ২০২২ সাল থেকে সংকোচনমূলক কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণ করার কারণে

বিদেশী ঋণের উপর সুদ ব্যয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত দুটি কারণে মধ্যমেয়াদে বিদেশী ঋণের উপর সুদ ব্যয় মোট ব্যয়ের ২ শতাংশের উপরে থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে- (১) উন্নত দেশগুলোর রেফারেন্স সুদ হার নিকট ভবিষ্যতেও উচ্চ থাকবে এবং (২) স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ বৈদেশিক উৎস থেকে অনুদান ও নমনীয় শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ ধীরে ধীরে সংকুচিত হবে।

চিত্র ৪.১০: সুদ ব্যয় (মোট ব্যয়ের %)

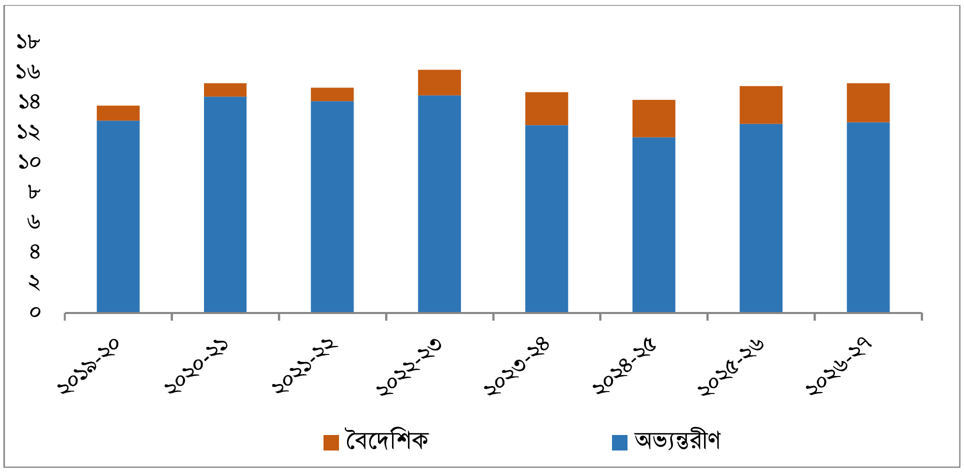

সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪.৩১ সামগ্রিকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছর হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অন্তর্নিহিত সুদের হার ৬ শতাংশ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল থাকবে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে সরকারের ঋণ গ্রহণের মোট ব্যয় অনুমিত সীমার মধ্যে রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর অন্তর্নিহিত সুদের হার ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উচ্চ থাকবে যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯.১ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৯.৬ শতাংশ হতে পারে। মূলত দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর মুদ্রানীতির কারণে এই বৃদ্ধি । মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাবে আশা করা হচ্ছে যার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সুদ হার এবং বাজার ভিত্তিক সুদের হার হ্রাস পেতে পারে। ফলস্বরূপ অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের অন্তর্নিহিত সুদের হার ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৯.৪ শতাংশ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আরও কমে ৮.২ শতাংশে নেমে আসবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চিত্র ৪.১১: অন্তর্নিহিত সুদের হার

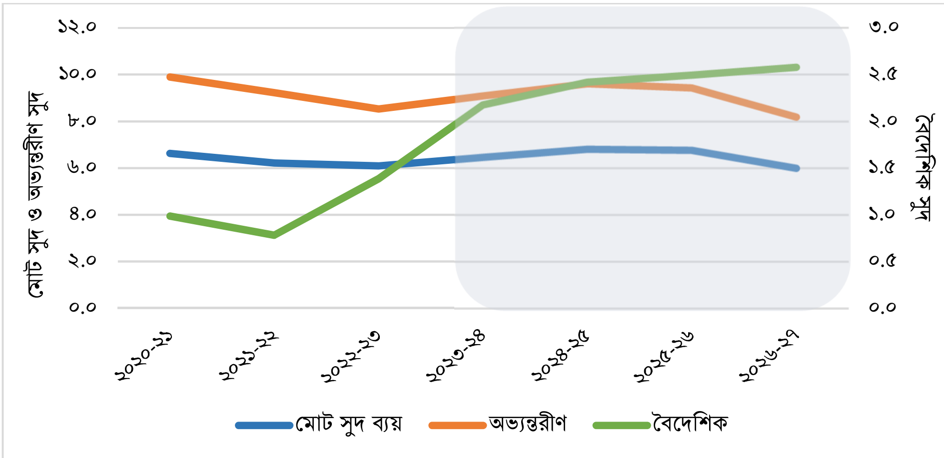

সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪.৩২ বৈদেশিক ঋণের অন্তর্নিহিত সুদের হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈদেশিক ঋণের অন্তর্নিহিত সুদের হার ২০২১-২২ অর্থবছরের ১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২.৬ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। এই বৃদ্ধির জন্য ফ্লোটিং এবং আংশিক নমনীয় সুদে উচ্চ অংকের ঋণ নেয়াকে দায়ী করা যায়। উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট হারে গৃহীত ঋণের তুলনায় বাজার ভিত্তিক সুদ হারের পরিবর্তন অন্তর্নিহিত সুদের হারকে বেশি প্রভাবিত করে।

অর্থায়ন কৌশল

৪.৩৩ ঘাটতি অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে রয়েছে ট্রেজারি বিল ও বন্ডের মত বাজারযোগ্য সিকিউরিটিজ এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্র। বৈদেশিক উৎসের মধ্যে রয়েছে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক নমনীয় এবং আধা-নমনীয় ঋণ। সরকার ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবছর এর জন্য মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশল (MTDS) প্রণয়ন করছে। অনুমোদিত ঋণ কৌশল আলাদাভাবে অংশীজনদের অবহিত করা হবে।

ঋণ প্রোফাইল

৪.৩৪ ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের ঋণ স্থিতির তথ্য পর্যালোচনায় অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি বৈদেশিক ঋণ স্থিতিকে অতিক্রম করার চিত্র ফুটে উঠে। প্রাথমিকভাবে জিডিপির শতাংশ হিসাবে মোট ঋণের নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায় যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৩৫.৯ শতাংশ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৬.২ শতাংশে নেমে আসে। পরবর্তীতে ঋণ-জিডিপি অনুপাতের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৬.০% এ পৌঁছেছে।

চিত্র ৪.১২: ঋণ জিডিপির অনুপাত

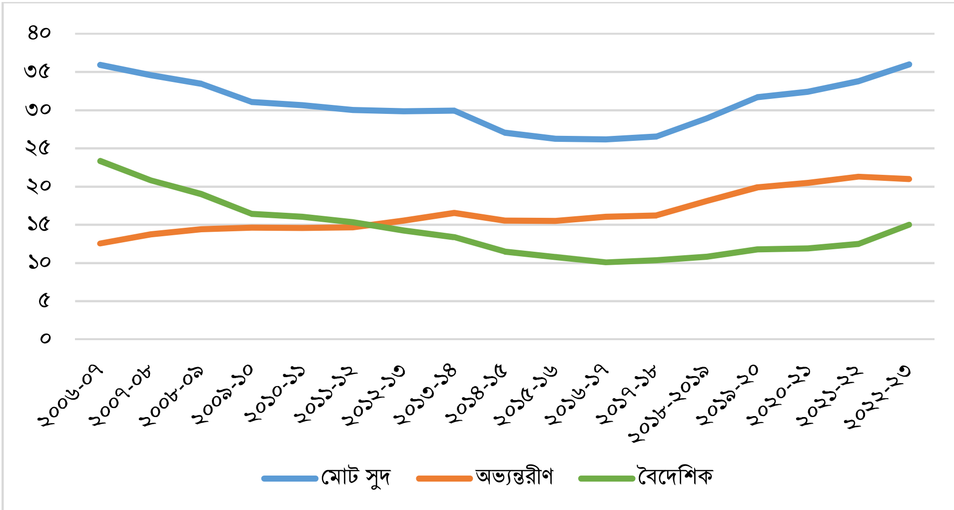

সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৪.৩৫ জিডিপির শতাংশ হিসাবে অভ্যন্তরীণ ঋণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ১২.৬ শতাংশ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২১ শতাংশে পৌঁছেছে। সরকার ট্রেজারি বন্ডসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন বাড়াতে সচেষ্ট রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের এই প্রবৃদ্ধি সরকারের এ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ হয়েছে। এতে স্থানীয় পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে, জিডিপির শতাংশ হিসাবে বৈদেশিক ঋণ ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ২৩.৪ শতাংশ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১০.১ শতাংশে নেমে আসার পর ২০২২-২৩ অর্থবছরে আবার ১৫.০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক ঋণের এই বৃদ্ধির জন্য টাকার অবমূল্যায়নকে দায়ী করা যেতে পারে। ঋণের স্থিতি স্থানীয় মুদ্রায় প্রদর্শনের ফলে বৈদেশিক ঋণ-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণের স্থিতি, বিশেষ করে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি, এবং ঋণ পরিশোধের উপর মুদ্রা বিনিময় হারের গুরুত্ব এতে দৃশ্যমান হয়েছে।

৪.৩৬ সামগ্রিকভাবে, যদিও মোট ঋণে অভ্যন্তরীণ ঋণের হিস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাপি বৈদেশিক ঋণের উপর মুদ্রা বিনিময় হারের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ঘাত সহিষ্ণুতা বজায় রাখার নিমিত্ত বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকির সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরী।

সারণি ৪.৮: ঋণ স্থিতি ২০২১-২২ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২১-২২	২২-২৩	২৩-২৪	২৩-২৪	২৪ -২৫	২৫-২৬	২৬-২৭
মোট ঋণ	১৩৪৩৭	১৬৬০১	১৮৪৩৮	১৯০২৫	২১৬২৪	২৪৪৫১	২৭৫৩৪
	(৩৩.৮)	(৩৭.০)	(৩৬.৬)	(৩৭.৬৯)	(৩৮.৬)	(৩৯.১)	(৩৯.৪)
অভ্যন্তরীণ	৮৪৭৯	৯৮৭১	১১৫৩১	১১২৯৭	১২৯৪৬	১৪৮৩৩	১৭১১৬
	(২১.৩)	(২২)	(২৩)	(২২.৩৮)	(২৩.১)	(২৩.৭)	(২৪.৫)
	{৬৩.১}	{৫৯.৪}	{৬২.৫}	{৫৯.৩৮}	{৫৯.৯}	{৬০.৭}	{৬২.২}
বৈদেশিক	৪৯৫৮	৬৭৩০	৬৯০৭	৭৭২৮	৮৬৭৮	৯৬১৮	১০৪১৮
	(১২.৫)	(১৫)	(১৩.৬)	(১৫.৩১)	(১৫.৫০)	(১৫.৪)	(১৪.৯)
	{৩৬.৯}	{৪০.৫}	{৩৭.৫}	{৪০.৬}	{৪০.১}	{৩৯.৩}	{৩৭.৮}

সূত্র: অর্থ বিভাগ, বন্ধনীর () ভিতরের অংক জিডিপির অনুপাত এবং {} মোট ঋণের অনুপাত নির্দেশ করে

ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

৪.৩৭ প্রক্ষেপণ অনুযায়ী সরকারি ঋণ-জিডিপি অনুপাত ২০২১-২২ অর্থবছরের ৩৩.৮ শতাংশ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩৯.৪ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। সরকারের প্রক্ষেপিত বাজেট ঘাটতি পূরণে মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে যে ঋণ গ্রহণ করা হবে তা এই বৃদ্ধির জন্য দায়ী। অভ্যন্তরীণ ঋণ ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র ২১ শতাংশ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৪ শতাংশে উন্নীত হতে পারে, যার ফলে তা মোট ঋণের ৬৩.১ শতাংশ হতে ৬২.২ শতাংশে হ্রাস পাবে। একইভাবে, জিডিপি'র অংশ হিসাবে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ১২ শতাংশ হতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সরকার সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে তথাপি বৈদেশিক ঋণের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। সামগ্রিকভাবে, জিডিপি'র অনুপাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ঋণ ধারণ সক্ষমতা বজায় রাখতে বিচক্ষণ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা জরুরী যাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ঋণ পরিশোধের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে।

ঋণ ধারণ সক্ষমতা যাচাই

৪.৩৮ সরকার প্রথম বারের মত নিজস্ব ঋণ ধারণ সক্ষমতা যাচাই প্রতিবেদন Debt Sutainability Analysis বা DSA প্রকাশ করেছে। সরকার পুর্বে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং বিশ্বব্যাংকের DSA বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতো। তবে এবার তাদের তৈরি টেমপ্লেট ব্যবহার করে সরকার নিজস্ব আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন করে এই সংক্রান্ত কাজে সরকারের সক্ষমতা তুলে ধরেছে। DSA-র ফলাফল অনুযায়ী চরম পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের সরকারি ঋণ নিরাপদ সীমার মধ্যে রয়েছে যা কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক।

৪.৩৯ সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ৩০ জুন অর্থবছর সমাপ্ত হলে অর্থবছরের সর্বশেষ তথ্য ব্যবহার করে আরেকটি DSA প্রতিবেদন প্রণয়নের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির প্রতি অঙ্গীকার অব্যাহত রেখে আসন্ন প্রতিবেদনটি সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হবে।

বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি

৪.৪০ বৈদেশিক ঋণের দায় পরিশোধ বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দেশের নমনীয় এবং আধা-নমনীয় উভয় ধরনের বৈদেশিক ঋণই রয়েছে, যার প্রতিটির মেয়াদ এবং শর্ত ভিন্ন ভিন্ন। ২০২২-২৩ অর্থবছর বৈদেশিক ঋণের আসল বাবদ ১,৭৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী যার পরিমাণ দাঁড়াবে ২,৪৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মধ্যমেয়াদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এর পরিমাণ হবে ২,৬২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০২৫-২৬ অর্থবছর ২,৭২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে ৩,১৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পেতে পারে। আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য সংকট এড়াতে বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধের যথার্থ পরিকল্পনা জরুরী। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, তা সহনীয় সীমার মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, এবং তা নিশ্চিত করতে সরকার বৈদেশিক অর্থায়ন উৎসের বিকল্প অনুসন্ধান এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তুলতে সরকার সচেষ্ট রয়েছে।

চিত্র ৪.১৩: বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

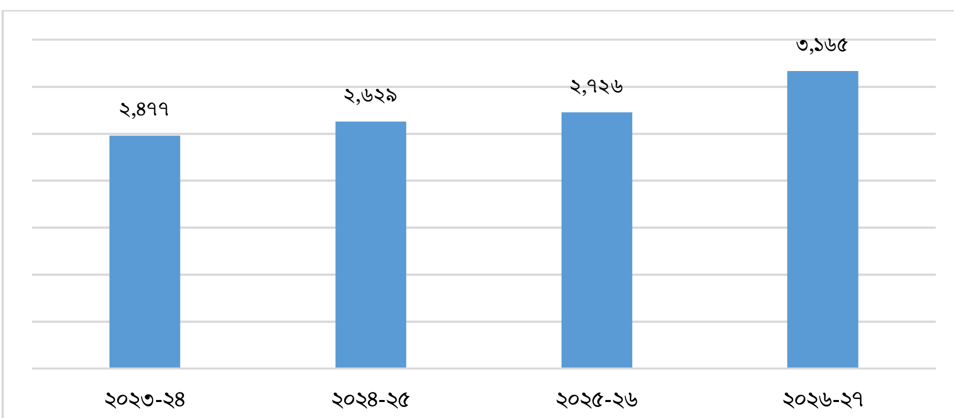

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

চিত্র ৪.১৪: ক) মুদ্রার মিশ্রণ (এসডিআর সহ); খ) এসডিআর ব্যতিরেকে

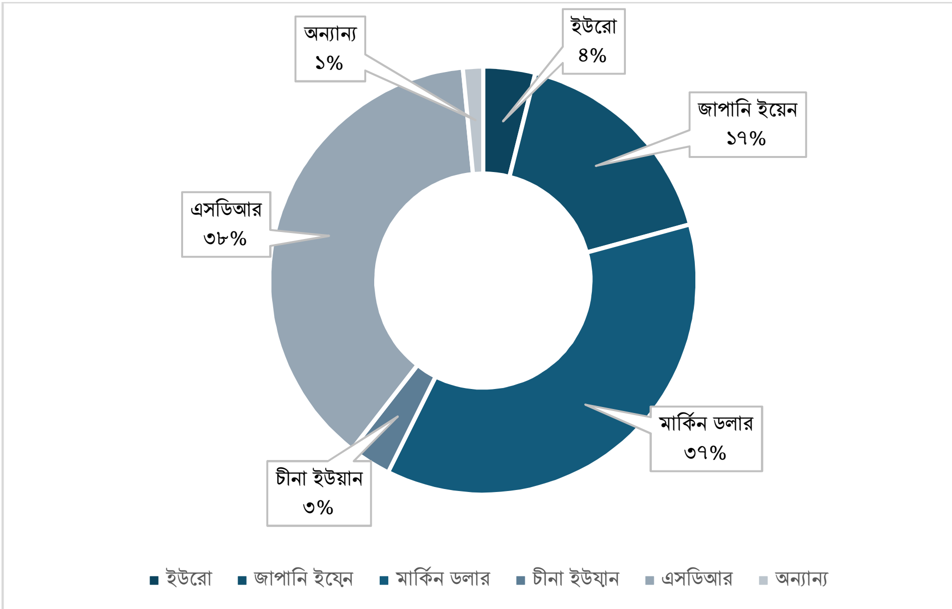

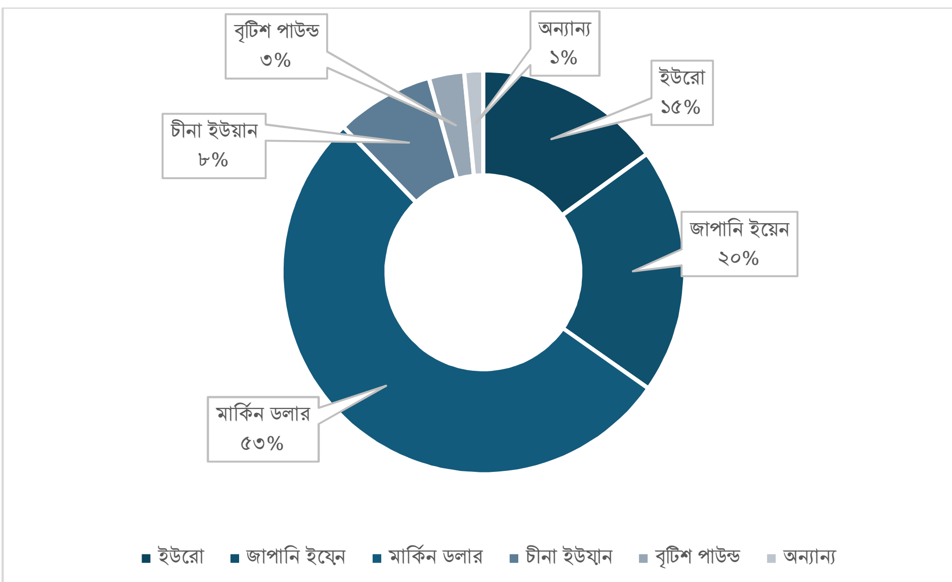

সূত্র: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

বৈদেশিক ঋণের কারেন্সি মিক্স

৪.৪১ চিত্র ৪.১৪ (ক) তে সরকারের বৈদেশিক ঋণের কারেন্সি মিক্স উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে এসডিআর (Special Drawing Rights) স্বতন্ত্র মুদ্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, মোট বৈদেশিক ঋণের ৩৮ শতাংশ এসডিআর এ নেয়া। মার্কিন ডলার রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে যা মোট বৈদেশিক ঋণের ৩৭ শতাংশ। জাপানি ইয়েনে নেয়া হয়েছে ১৭ শতাংশ যা বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের একটি উল্লেখযোগ্য মুদ্রা। এছাড়া কারেন্সি মিক্সের অন্য উল্লেখযোগ্য মুদ্রা হলো ইউরো (৪ শতাংশ) এবং চাইনিজ আরএমবি (৩ শতাংশ)। চিত্র ৪.১৪ (খ) এসডিআর এর বাস্কেট কারেন্সিতে যে পাঁচটি মুদ্রা রয়েছে তাদের অনুপাত অনুযায়ী বিভক্ত করে সরকারের বৈদেশিক ঋণের কারেন্সি মিক্স উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ঋণ স্থিতিতে মার্কিন ডলারের অংশ সর্বাধিক যা ৫৩ শতাংশ, জাপানি ইয়েন রয়েছে ২০ শতাংশ, ইউরো ১৫ শতাংশ যা কারেন্সি মিক্স এর বৈচিত্র্য ও সুস্থিতিকে নির্দেশ করে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মুদ্রার মধ্যে রয়েছে চাইনিজ আরএমবি ৮ শতাংশ, ব্রিটিশ পাউন্ড ৩ শতাংশ এবং অন্যান্য মুদ্রা ১ শতাংশ যা ঋণ স্থিতিতে মুদ্রার বৈচিত্রতা নিশ্চিত করেছে। কোন একটি নির্দিষ্ট মুদ্রার বিপরীতে বিনিময় হারের ঝুঁকি হ্রাস করতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কৌশলগত ভাবে প্রধান প্রধান বিশ্ব মুদ্রার মধ্যে ঋণের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

৫. আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি

বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়নকল্পে আইএমএফ এর কারিগরি সহযোগিতায় অর্থ বিভাগ প্রথম বারের মত আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি প্রস্তুত করেছে। এ বিবৃতির মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি, রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতীষ্ঠান (এসওই) সমূহের ঝুঁকি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বিশ্লষণ করে দেখা গেছে যে, সার্বিকভাবে ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে একটি সহজাত সহনশীলতা রয়েছে এবং যথাযথ নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন করা হলে মধ্যমেয়াদে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী থাকবে।

৫.১ যে কোন দেশের সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য অভিঘাত মোকাবিলায় অর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সে বিষয়টি স্মরণে রেখে অর্থ বিভাগ প্রথম বারের মত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) উদ্ভাবিত অর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ টুলকিট ব্যবহার করে আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি প্রস্তুত করছে। এ অধ্যায়ে উক্ত বিশ্লেষণের ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। যে সকল ঝুঁকি এ বিবৃতির আওতায় আনা হয়েছে তা সারণি ৫.১ এ দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: আর্থিক ঝুঁকির কাঠামো

ঝুঁকির ধরণ	আলোচ্য বিষয়
সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি	অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, সুদের হার, সরকারি ব্যয়, বাজেট ঘাটতি, সরকারি ঋণ
প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি	আর্থিক প্রাক্কলন ও পূর্বাভাসের বিচ্যুতি
প্রচ্ছন্ন ও পুঞ্জিভূত দায়	রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের দায়, রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি	দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু ঝুঁকি, স্বল্পমেয়াদি প্রকৃতিক দুর্যোগ

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঝুঁকি

৫.২ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি দেশের অর্থনীতির চারটি খাত - প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক এবং বহিঃখাত সমন্বয়ে গঠিত। সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য অর্থনীতির প্রধান চলক সমূহ যেমন জিডিপি, মূল্যস্ফীতি, সুদের হার এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ সকল সামষ্টিক অর্থনীতির চালকের বিচ্যুতির ফলে সরকারের মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস যেমন রাজস্ব আয়, ব্যয়, বাজেট ঘাটতি এবং সরকারের ঋণের পরিমাণ প্রতাশার চেয়ে কম বেশি হতে পারে। সুতরাং একটি অভিঘাত সহনশীল অর্থনীতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনীতির চলকসমূহের সমন্বয়ে বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের সাহায্যে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.৩ বৈশ্বিক অর্থ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বৈদেশিক অভিঘাত মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ নীতি-কৌশলকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হয়। যেমন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যার কারণে বিশ্বের পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রকারান্তরে দেশের

অভ্যন্তরে মূল্যস্ফীতে নিয়ামক হয়ে উঠেছে, অথবা উন্নত বিশ্বের সুদের হার বৃদ্ধির ফলে দেশের সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধিকে কিছুটা বিসর্জন দিয়ে হলেও বাংলাদেশকে উচ্চ সুদের পলিসি গ্রহণ করতে হয়েছে। অপরদিকে অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি বস্তুত দেশের মধ্য হতে উদ্ভুত সমস্যা সমূহ, যা সরকারের ফিস্কাল ব্যবস্থাপনাকে চাপে ফেলতে পারে। এ সকল ঝুঁকি আসতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে, অভ্যন্তরীণ সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যা থেকে বা এরূপ আন্য কোন খাত থেকে ।

বেইসলাইন আর্থিক পূর্বাভাস

৫.৪ মধ্যমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য আইএমএফ প্রণীত ফিনান্সিয়াল প্রোগ্রামিং এবং পলিসি (এফপিপি) কাঠামোর মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির একটি বেইসলাইন আর্থিক পূর্বাভাস প্রস্তুত করা হয়েছে (বক্স ৫.১)। এফপিপি একটি সামষ্টিক অর্থনীতির মডেলিং টুল যার মাধ্যমে পূর্বাভাস প্রস্তুত করতে তিন ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হয়েছে। প্রথমত, সামষ্টিক অর্থনীতির বিগত সময়ের পরিসংখ্যান, দ্বিতীয়ত, চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আংশিক তথ্য, এবং তৃতীয়ত, সরকারের

বক্স ৫.১: ফিনান্সিয়াল প্রোগ্রামিং এবং পলিসি (এফপিপি)

এফপিপি একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সরলীকৃত ও সমন্বিত মডেলিং কাঠামো যার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতির পূর্বাভাস ও পলিসি সিমুলেশন কার যায়। এ মডেলিং কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ফাউন্ডেশন টুল (এমএফটি) প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান চারটি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে প্লাটফর্মটি প্রস্তুত করা হয়েছে, তবে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে খাত সমূহের বিস্তার ও ব্যাপ্তি সীমিত রাখা হয়েছে। এ টুলটিকে দেশিয় প্রেক্ষাপটে সুবিধামত কাস্টমাইজ করা হয়েছে।

বিভিন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হতে অনুমিত তথ্য এ মডেলে এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে । এ বেইসলাইন মডেলের উপর ভিত্তি করে সামষ্টিক অর্থনীতির একটি মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস পস্তুত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ঝুঁকির দৃশ্যকল্পের সিমুলেশন পরিচালনা করে সরকারের আর্থিক ঝুঁকির পরিমাপ করা হয়েছে।

সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

৫.৫ সামষ্টিক অর্থনীতির সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের জন্য এ বিবৃতিতে বিগত ২০১৩-১৪ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং এরপর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের অনুমান সমুহ এ মডেলে ইনপুট দেয়া হয়েছে। পরবর্তিতে এ মডেলের সাহায্যে ২০২৬-২৭ অর্থবছর পর্যন্ত অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের পূর্বাভাস প্রস্তুত করা হয়েছে। এরপর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি, মূল্যস্ফীতি, সুদের হার এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের উপর কৃত্রিম অভিঘাত প্রদান করা হয়েছে এবং তার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের উপর অভিঘাতের প্রভাবে সরকারের ব্যয়, প্রাইমারি ব্যালেন্স ও বাজেট ঘাটতি’র পরিমাপের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে

সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়েছে। তবে, যেহেতু ঋণের উপর অভিঘাতের যথাযথ প্রভাব পড়তে ন্যূনতম দুই বছর সময় লেগে যায়, সরকারি ঋণের উপর সামষ্টিক অর্থনীতির অভিঘাত বিশ্লেষণ করা হয়েছে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে । এ মডেলে প্রদত্ত কৃত্রিম অভিঘাত সমূহের বর্ণনা সারণি ৫.২-এ দেয়া হলো।

সারণি ৫.২ অভিঘাত সমূহের বর্ণনা

সূচক (%)	১ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন	২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	১.৩৫	২.৭০
মূল্যস্ফীতি	১.১২	২.২৪
নীতি সুদের হার	০.৯৩	১.৮৬
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার	৬.১১	১২.২২

সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অভিঘাত

৫.৬ এ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি সরকারের আর্থিক ব্যবস্থা তথা সরকারি ব্যয়, বাজেট ঘাটতি ও সরকারি ঋণের সাথে সরাসরি জড়িত। বেইসলাইন পূর্বাভাসে ২০২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অনুমান করা হয়েছিল ৬.৭৫%। এ প্রবৃদ্ধির উপর ১ এবং ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সমপরিমানের অভিঘাত প্রয়োগের ফলে দেখা গেছে সরকারের ব্যয় যথাক্রমে জিডিপি'র ০.১৯% এবং ০.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সময়ে প্রায় সমপরিমানে বাজেট ঘাটতি হয়েছে। এ অভিঘাত দুটির ফলে ২০২৭ অর্থবছরে সরকারি ঋণ যথাক্রমে ০.৩১% এবং ০.৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৫.১ক)।

চিত্র ৫.১ ক) জিডিপিতে অভিঘাত (উপরে) খ) মূল্যস্ফীতিতে অভিঘাত (নিচে)

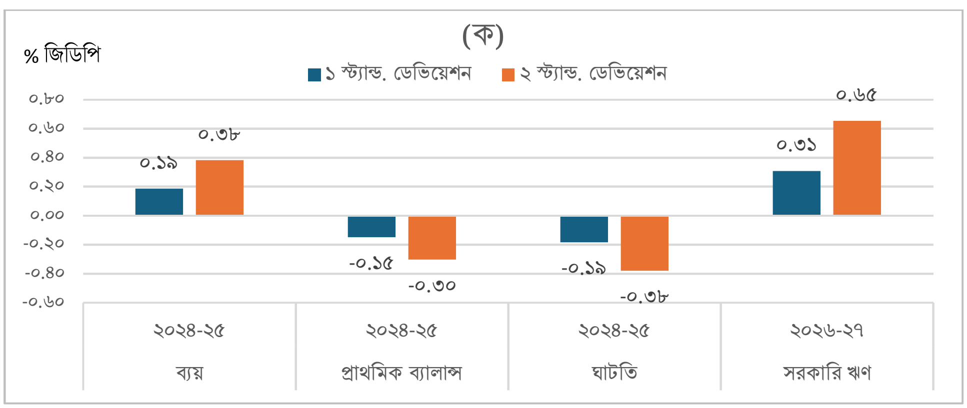

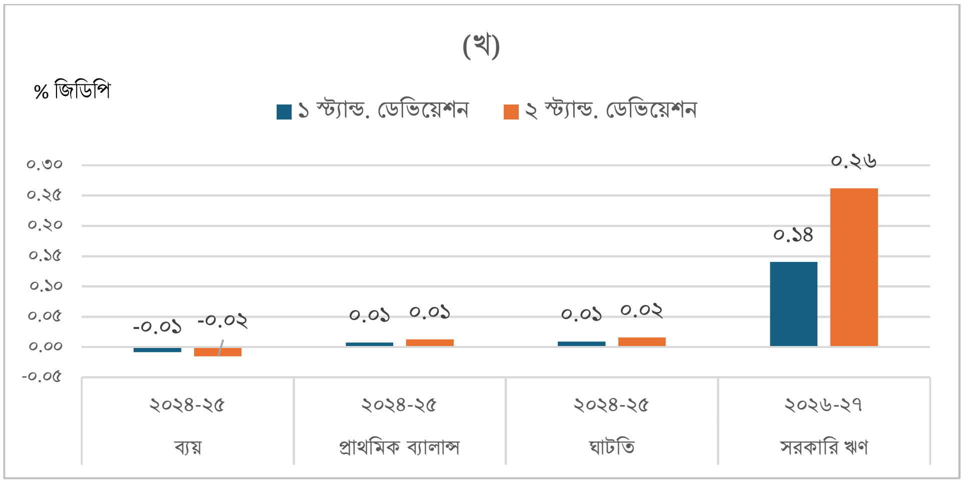

সূত্র: এফপিপি টুলকিট, আইএমএফ।

মূল্যস্ফীতির অভিঘাত

৫.৭ যেহেতু এ বিশ্লেষণটি নমিনাল মানের উপর করা হয়েছে, সেহেতু মূল্যস্ফীতি সরকারের রাজস্ব ও সরকারি ব্যয়কে প্রায় সমানভাবে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং দেখা যায় যে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি সরকারের বাজেট ঘাটতিকে তেমনভাবে প্রভাবিত করেনি। তবে, মূল্যস্ফীতির উপর ১ এবং ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সমপরিমানের অভিঘাত প্রয়োগের পর দেখা গেছে সরকারের ঋণের পরিমাণ ২০২৬-২৭ অর্থবছরে যাথাক্রমে ০.১৪% এবং ০.২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৫.১খ)।

নীতি সুদ হারের অভিঘাত

৫.৮ নীতি সুদ হারের অভিঘাত সরাসরি সরকারের ব্যয়, বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি এবং সরকারের ঋণ বৃদ্ধির সাথে জড়িত। উচ্চ নীতি সুদের কারণে সরকারকে অধিক পরিমানে সুদ প্রদান করতে হয়। এতে করে প্রাইমারি ব্যালেন্স যদিও তেমন ভাবে প্রভাবিত হয়না, তবে সরকারের সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি বাড়তে থাকে। নীতি সুদের হারের উপর ১ এবং ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সমপরিমানের অভিঘাত প্রয়োগের পর দেখা গেছে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যাথাক্রমে জিডিপি'র ০.২৪% এবং ০.৪৯% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই পরিমানে বাজেট ঘাটতি বেড়েছে। অপরদিকে, স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের ঋণের পরিমাণ ২০২৬-২৭ অর্থবছরে যাথাক্রমে ০.২০% এবং ০.৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৫.২ক)।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের অভিঘাত

৫.৯ সামষ্টিক অর্থনীতির চলকসমূহের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় হারের গড় বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি হলেও দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে সরকারের আয়-ব্যয়ে তাৎক্ষণিক কোন প্রভাব দেখা যায় না। তবে, মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে মধ্যমেয়াদে সরকারের ঋণ যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পায় । এ সিমুলেশনে দেখা

গেছে টাকার ১ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সমপরিমাণ বা ৬.১১% অবমূল্যায়নের ফলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সরকারের ঋণে পরিমাণ জিডিপি'র ১.৭১% এবং ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সমপরিমানের অবমূল্যায়নের ফলে সরকারি ঋণের পরিমাণ জিডিপি'র ৩.৪৬% বৃদ্ধি পেতে পারে (চিত্র ৫.২খ)।

চিত্র ৫.২ ক) নীতি সুদের হারের অভিঘাত (উপরে) খ) বিনিময় হারের অভিঘাত (নিচে)

সূত্র: এফপিপি টুলকিট, আইএমএফ।

প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি

৫.১০ অর্থ বিভাগ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনীতি কাঠামো (এমটিএমএফ) এর সাহায্যে চলতি অর্থবছরসহ পরবর্তী ০৩ অর্থবছরের বাজেট পূর্বাভাস প্রস্তুত করে থাকে। বাজেটের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় প্রকৃত আয়-ব্যয়ে বিচ্যুতির প্রবণতা রয়েছে। এ ধরনের বিচ্যুতি কমিয়ে আনার মাধ্যমে একটি দক্ষ বাজেট বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন অর্থবছরে অধিক পরিমাণ ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলে সরকারকে সম্ভাব্য বাজেট ঘাটতি মেটাতে বেশি পরিমানে ঋণ গ্রহণের পরিকল্পনা করতে হতে পারে। এ বিচ্যুতি সমূহের কারণে উদ্ভুত ঝুঁকি পরিমাপের জন্য বাজেট পূর্বাভাসের পক্ষপাতিত্বের প্রবণতাকে পরিমাপ করা হয়। সাধারনত, দুইটি নির্দেশকের মাধ্যমে পূর্বাভাসের বিচ্যুতি পরিমাপ করা হয়ে থাকেঃ

ক) মিন এভারেজ বিচ্যুতি: এ ক্ষেত্রে বিচ্যুতির মান যথেষ্ট পরিমানে ধনাত্মত বা ঋণাত্মক হলে তাকে আশাবাদী অথবা নিরাশাব্যঞ্জক প্রবণতা নামে অবিহিত করা হয়।

খ) মিন এবসলিউট বিচ্যুতি: এ ক্ষেত্রে পূর্বাভাসের বিচ্যুতির ধনাত্মত বা ঋণাত্মক মানকে না ধরে কেবল বাজেট পূর্বাভাস হতে প্রকৃত হিসাবের বিচ্যুতিকে পরিমাপ করা হয়।

ব্যয় ঝুঁকি

৫.১১ বাজেট বরাদ্দ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ব্যয় করার আইনগত বৈধতা প্রদান করে থাকে। বিগত ১১ বছরে সরকারের বাজেট ব্যয় বরাদ্দ ও প্রকৃত খরচের তুলনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিবছর প্রকৃত খরচের তুলনায় অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থবছর ২০১২-১৩ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত বাজেট ব্যয় পূর্বাভাসের বিচ্যুতির পরমিান, তথা গড়ে এই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ দেশের জিডিপি'র প্রায় ২.৪% (চিত্র ৫.৩)।

চিত্র ৫.৩ ক) সরকারি ব্যয় পূর্বাভাস (বামে) খ) ব্যায় পুর্বাভাসের বিচ্যুতি (ডানে)

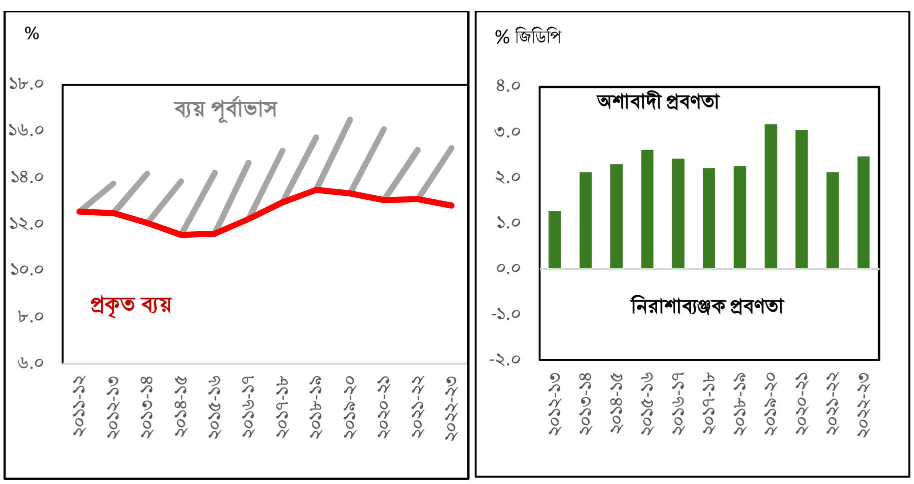

সূত্র: এফপিপি টুলকিট, আইএমএফ।

রাজস্ব ঝুঁকি

৫.১২ সরকারি ব্যয়ের মত রাজস্ব আয়ের পূর্বাভাসেও ক্রমাগতভাবে আশাবাদী প্রবণতা লক্ষ্য যায়। এই বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতি বছর যেমন ভাবে সরকারি ব্যয়ের অতিরিক্ত পূর্বাভাস করা হয়েছে, তেমন ভাবে রাজস্ব আদায়ের পূর্বাভাসও অধিক পরিমাণে করা হয়েছে। এ ধরনের অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের পূর্বাভাস সরকারের বাজেট অর্থায়ন প্রক্রিয়াকে ত্রুটিপূর্ণ করতে পারে। গত ১১ বছরের বাজস্ব আদায় পূর্বাভাসের বিচ্যুতি বিশ্লেষণে দেখা গেছে এই অতিরিক্ত পূর্বাভাসের পরিমাণ গড়ে দেশের জিডিপি'র প্রায় ২.০ শতাংশ (চিত্র ৫.৪)।

চিত্র ৫.৪ ক) রাজস্ব আদায় পূর্বাভাস (বামে) খ) রাজস্ব আদায় পূর্বাভাসের বিচ্যুতি (ডানে)

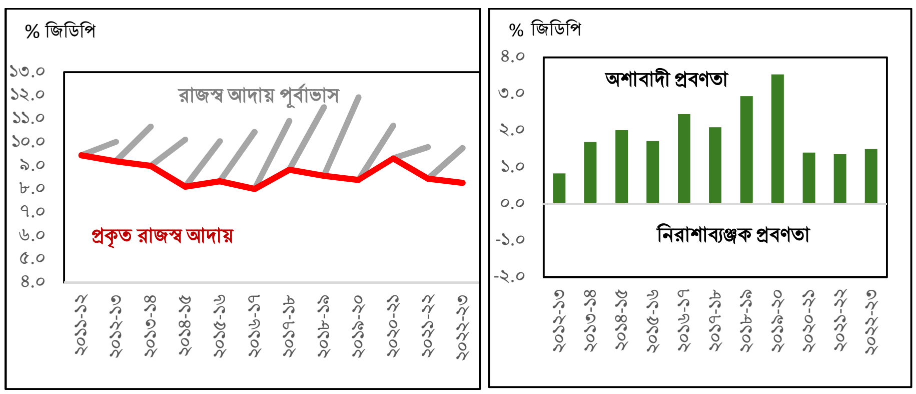

সূত্র: এফপিপি টুলকিট, আইএমএফ।

বাজেট ঘাটতির ঝুঁকি

৫.১৩ যদিও সরকারের ব্যয় ও রাজস্ব আদায় পূর্বাভাসে ক্রমাগত আশাবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, সরকারের বাজেট ঘাটতি পূর্বাভাসে বেশির ভাগ সময়ে বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখা যায়।

চিত্র ৫.৫ ক) বাজেট ঘাটতি পূর্বাভাস (বামে) খ) বাজেট ঘাটতি পূর্বাভাসের বিচ্যুতি (ডানে)

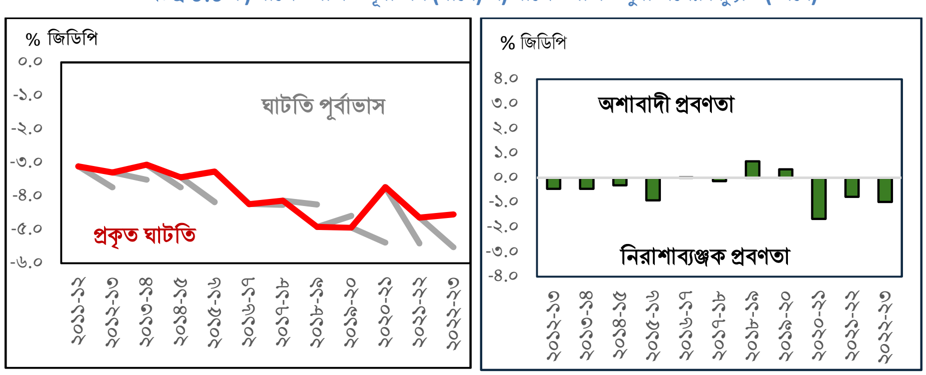

সূত্র: এফপিপি টুলকিট, আইএমএফ।

৫.১৪ সাধারণভাবে সরকারকে বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় অধিক পরিমানে ব্যয় করতে হয়নি। বাজেট ঘাটতি পূর্বাভাসের এ বিচ্যুতি পরিমাপ করে দেখা যায়, সরকার প্রতিবছর গড়ে দেশের জিডিপি'র প্রায় ০.৪% পরিমানে বাজেট ঘাটতি কম করে থাকে (চিত্র ৫.৫)। তবে এর মাঝেও ধনাত্মত পূর্বাভাস দেখা গেছে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে । ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে রেকর্ড জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবার পর ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর কারণে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি কমে যায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি বাড়ে কোভিড-১৯ আক্রান্ত অর্থনীতিকে সচল রাখতে সরকারের আতিরিক্ত খরচের কারণে; এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি বেড়েছে সরকারের বড় ধরনের প্রনোদনা স্কীমের মাধ্যমে অর্থনীতি পুনরূদ্ধারের কারণে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের ঝুঁকি

৫.১৫ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রধানত শিল্প, জ্বালানি, যোগাযোগ, সেবা, নির্মাণ, টেলিযোগাযোগ, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। যেহেতু এ সকল প্রতিষ্ঠান দেশের জনগনের কাছে পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটি দেশের কর্মসংস্থানের একটি বড় খাত, সেহেতু এ সকল প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি নিরূপন ও প্রশমনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এসওই হেলথ চেক

৫.১৬ দেশের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের কারণে সরকারের সম্ভাব্য অর্থিক ঝুঁকি পরিমাপের নিমিত্ত প্রাথমিক পর্যায়ে ১০টি বড় বড় অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করে তাদের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ১০টি প্রতিষ্ঠানের মোট আর্থিক দায় বাংলাদেশের বৃহৎ ৪৯ টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের মোট আর্থিক দায়ের ৪৮.৮%। আইএমএফ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এসওই হেলথ চেক টুল (এসওই-এইচসিটি) ব্যবহার করে দেখা যায় যে, এই ১০টি এসওই'র মধ্যে ৭টি এসওই মাঝারি মাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ (কেটাগরি ২ এবং ৩) যেখানে ১-৫ ঝুঁকি স্কেলে ১ নির্দেশ করে সবচেয়ে কম ঝুঁকি আর ৫ নির্দেশ করে সর্বোচ্চ ঝুঁকি। অবশিষ্ট ০৩টি এসওই-কে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ধরা যেতে পারে (কেটাগরি ৪)।

৫.১৭ ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ ১০টি এসওই'র মোট আর্থিক দায় ছিল ৩,৫১২ বিলিয়ন টাকা (চিত্র ৫.৬ক) যার মধ্যে ৮৬৯.২১ বিলিয়ন টাকা সরকারের কাছে থেকে ঋণ হিসেবে গৃহীত। এছাড়াও সরকার এসকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ৬৩২.২৭ বিলিয়ন টাকার ঋণের (মোট ঋণে অন্তর্ভুক্ত) বিপরীতে গ্যারান্টি প্রদান করেছে। যদিও এসওই সমূহকে প্রদানকৃত ঋণ সরকারের জন্য একটি আর্থিক বিনিয়োগ, এসকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা বা ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারের কাছে ভর্তুকির আবেদন সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। অধিকন্তু, এসওই কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে গৃহীত ঋণ সমূহও সরকারের জন্য প্রচ্ছন্ন দায় সৃষ্টি করে। সেটি বিবেচনায় রেখে, এসওই হেলথ চেক টুল ব্যবহার করে এসওই সমূহের লাভজনকতা, তারল্য ও স্বচ্ছলতা অনুপাত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চিত্র ৫.৬ ক) এসওইর (১০টি) মোট দায় (বামে) খ) এসওইর (১০টি) তারল্য (ডানে)

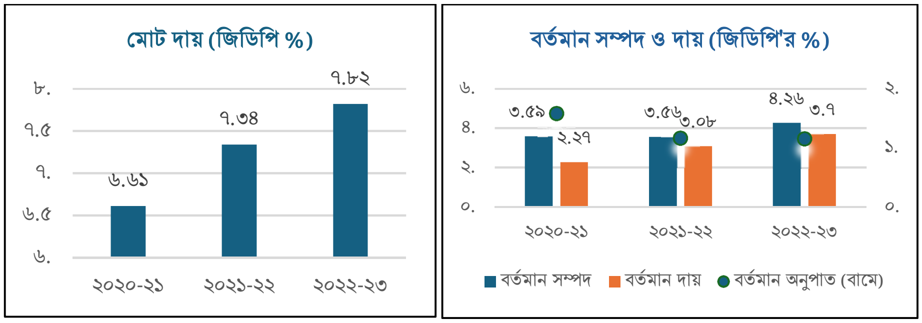

সূত্র: এসওই হেলথ চেক টুলকিট, আইএমএফ।

৫.১৮ আলোচ্য এসওই সমূহের বর্তমান অনুপাত বিশ্লেষণে দেখা যায় এ সকল প্রতিষ্ঠান তাদের চলতি দায় মেটাতে সক্ষম (চিত্র ৫.৬খ)। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যায় যে, এ সকল প্রতিষ্ঠানের চলতি দায়ের প্রবৃদ্ধির চেয়ে চলতি সম্পদের প্রবৃদ্ধি বেশি। এর ফলে মধ্যমেয়াদে এসওই সমূহের বর্তমান অনুপাতের উন্নয়ন প্রত্যাশা করা যায়।

৫.১৯ এসওই সমূহের লাভজনকতার অনুপাত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সম্পদের উপর আয় (আরওএ) এর অনুপাত ধনাত্মক বা ধনাত্মকের কাছাকাছি রয়েছে (চিত্র ৫.৭)। যদিও মুনাফা করা এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম লক্ষ্য নয়, তবে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এসওই সমূহ লাভজনক সংস্থা হয়ে উঠবে এটাই প্রত্যাশিত। এসওই সমূহের অনুকূলে অপেক্ষকৃত বড় সম্পদের যোগান থাকায় ভবিষ্যতে এ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জনকল্যাণে অধিক পরিমানে সরকারি পণ্য ও সেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

চিত্র ৫.৭ এসওইর (১০টি) সম্পদ ও রিটার্ণ অন এসেট

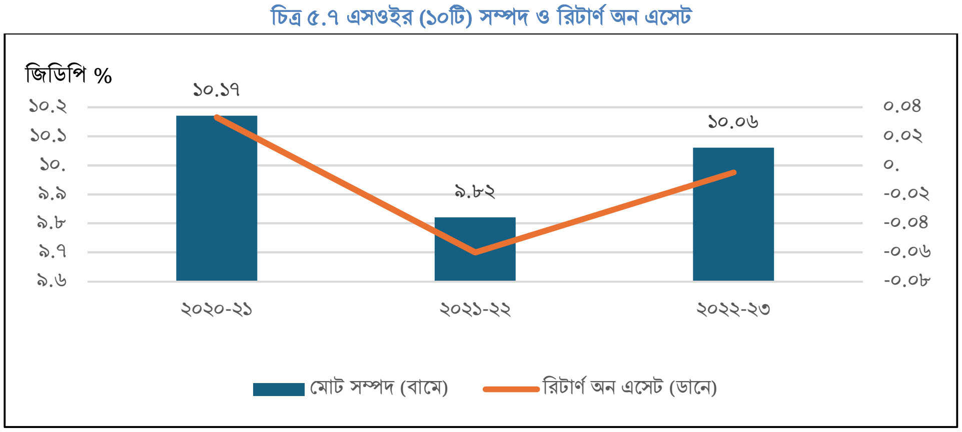

সূত্র: এসওই হেলথ চেক টুলকিট, আইএমএফ।

রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি

৫.২০ বিভিন্ন রষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদান করা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ সকল রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের বিভিন্ন পলিসি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রধানত প্রদান করা হয় বিভিন্ন সংস্থাকে যেমন বেসামরিক বিমান চলাচল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, সার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্য ইত্যাদি খাতে। চুক্তিকারী সংস্থা যদি সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে গ্যারান্টিকৃত ঋণের অর্থ পরিশোধের দায় সরকারের উপর বর্তায়। ফলস্বরূপ, এ গ্যারান্টিগুলি শেষ পর্যন্ত সরাসরি সরকারি দায়ে পরিণত হতে পারে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির বিপরীতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ টাকা ৯৮৫.৯১ বিলিয়ন এবং যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল টাকা ৯২৬.০২ বিলিয়ন। যদিও বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির বিপরীতে গৃহীত কোন ঋণ এ পর্যন্ত কোন এসওই আনুষ্ঠানিকভাবে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়নি, তথাপি সরকার বর্তমানে জারিকৃত গ্যারান্টি গাইডলাইনসটি হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যাতে করে এসওই সমূহের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বাড়ে ও সকল এসওই সমানভাবে সরকারের গ্যারান্টি সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ম্যাক্রো-ফিসকাল ঝুঁকি

৫.২১ গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১ অনুযায়ী, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনগত কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছে। জলবায়ুজনিত তীব্র প্রভাবের কারণে গত ৪০ বছরে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ধরনের দুর্যোগের কারণে ২০১৬-২১ সালের মধ্যে গড়বার্ষিক জিডিপি ক্ষতির পরিমাণ ১.৩২ শতাংশ। এই ঘটনাগুলি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার উপর চাপ সৃষ্টি করে, বাজেটের পুনঃবরাদ্দ, জরুরি ঋণগ্রহণ, অবকাঠামো পুনর্গঠন ও ত্রাণ প্রচেষ্টার জন্য বাহ্যিক সহায়তার উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করে। উপরন্তু, গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ১১,৪৫০ জনেরও বেশি প্রাণহানি এবং ৩.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতিসহ উল্লেখযোগ্য মানবিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে । দেশটির নিম্নাঞ্চলীয় বদ্বীপীয় ভূপ্রকৃতি, উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং কৃষি-নির্ভরতা জলবায়ুউদ্ভূত দুর্যোগের প্রতি এর সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য জলবায়ুজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বর্ধিত সক্ষমতা এবং অভিযোজন কৌশল প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক।

৫.২২ যদিও মধ্যমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উদ্ভূত ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (২০২৪-২৫ থেকে ২০২৬-২৭), জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত ঝুঁকিগুলির বিশ্লেষণ দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা আবশ্যক। আর্থিক ঝুঁকিসমূহ যেখানে সাধারণত ৩-৫ বছরের মধ্যে দৃশ্যমান হয়, জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি

মাঝারি মেয়াদে খুবই কম দৃশ্যমান থাকে, বরং দীর্ঘমেয়াদে পরিলক্ষিত হয়। তাই জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিগুলি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য গতানুগতিক মধ্যমেয়াদি (২০২৬-২৭ পর্যন্ত) প্রক্ষেপণ এর পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী ২০৪০ সাল পর্যন্ত সময়কে বিবেচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আইএমএফ-এর তৈরি কোয়ান্টিটেটিভ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ফিসক্যাল টুল বা QCraft (বক্স ৫.২) ব্যবহার করে অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বক্স ৫.২: QCraft

কোয়ান্টিটেটিভ ক্লাইমেট চেঞ্জ রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ফিসক্যাল টুল (QCraft) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্ভূত আর্থিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতি ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু পরিস্থিতিতে ২০৯৯ সাল পর্যন্ত ১৭১টি দেশের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজস্ব অনুমানের পূর্বাভাস দেয়। QCraft একটি সরল মডেল যা অর্থনৈতিক, জনতাত্ত্বিক, সরকারি আয়-ব্যয়ের তথ্য সন্নিবেশিত করে একটি বেজলাইন সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যপট তৈরি করে।

তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন কীভাবে মাথাপিছু জিডিপিকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে QCraft এই বেসলাইনটি সমন্বয় করে, এবং এর মাধ্যমে এটি বিভিন্ন সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতির অধীনে জিডিপির অনুপাতে ঋণসহ এধরনের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সূচকগুলি প্রাক্কলন করতে সাহায্য করে। QCraft এর কোনও নতুন ডেটা প্রয়োজন নেই এবং জাতিসংঘের জনমিতি এবং আইএমএফ-এর আর্থিক অনুমান সহ প্রিলোডেড আন্তর্জাতিক ডেটাসেটগুলির কারণে অতিসাধারণ সেটিংসেও এটি কার্যকর। এটি স্থানীয় অবস্থার প্রতিফলন করার জন্য তথ্য কাস্টমাইজেশন বা পুনর্বিন্যাসের সুবিধা দেয়। তবে এর ফলাফলসমূহ সাধারণত সীমিত পরিসরে প্রাক্কলন করে, যা চরম জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনা এবং অপ্রত্যাশিত পরিবেশগত ঝুঁকিগুলি অন্তর্ভুক্ত করেনা - যদিও ব্যবহারকারীরা এগুলির জন্য ম্যানুয়ালি সামঞ্জস্য করতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতি

৫.২৩ রাজস্বনীতি ও পরিস্থিতির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের বিশ্লেষণটি চারটি স্বতন্ত্র জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতি বিবেচনা করেছে (সারণি ৫.৩)। এই পরিস্থিতিগুলি জলবায়ু মডেলিং এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি) প্রতিবেদন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালে গৃহীত 'প্যারিস' চুক্তির লক্ষ্য বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্পায়নের যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির নিচে সীমাবদ্ধ রাখা এবং বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

সারণি ৫.৩: জলবায়ু পরিস্থিতি

জলবায়ু পরিস্থিতির ধরণ	নীতিগত হস্তক্ষেপের ধরণ	২১০০ সালে তাপমাত্রা পরিবর্তন (± সে.)	
		সর্বোৎকৃষ্ট অনুমান	সম্ভাব্য পরিসর
এসএসপি ১-২.৬	প্যারিস চুক্তি	০.৭	০.২-১.৩
এসএসপি ২-৪.৫	মডারেট বা মধ্যমাত্রার নীতি প্রয়াস	১.৬	১.০-২.৪
এসএসপি ৩-৭.০	উচ্চ: কোনো প্রতিহতকরণ নেই, উচ্চ নির্গমন	২.৫	১.৭-৩.৫
এসএসপি ৩-৭.০ ৯০তম	উষ্ণ: সমপরিমাণ উচ্চ নির্গমন, গড় উষ্ণতার ৯০তম পারসেন্টাইলের পূর্বাভাস	৩.৫	---

৫.২৪ 'মডারেট' প্রেক্ষাপটে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসে রূপান্তর এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে টেকসই অনুশীলন বাস্তবায়নের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার অনুমান করা হয়েছে। বিপরীতে, 'হাই' বা উচ্চ দৃশ্যকল্প এমন একটি গতিপথের পূর্বাভাস দেয় যেখানে নির্গমন বর্তমান হারে বাড়তে থাকে, যার ফলে তাপমাত্রা ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়, উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক পরিণতি সহ। 'হট' বা উষ্ণ পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেয়, যেখানে দ্রুত এবং অনিয়ন্ত্রিত নির্গমন বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি বৃদ্ধি পাবে, চরম আবহাওয়ার ঘটনা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাবে। যদিও এই পরিস্থিতির সম্ভাব্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না, বেশিরভাগ অর্থনৈতিক মডেলগুলি বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা এসএসপি ২-৪.৫ দৃশ্যকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার আভাস দেয় (UN Environment Programme 2021)।

৫.২৫ এই অনুশীলনে, উপরে উল্লিখিত চারটি জলবায়ু পরিস্থিতিতে ২০৪০ সাল পর্যন্ত জিডিপি, জিডিপির অনুপাতে ঋণের পরিমাণ এবং জিডিপির অনুপাতে মোট সরকারি ব্যয়ের পরিমাণের উপর তাপমাত্রা পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই পরিস্থিতিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি অনিশ্চয়তার বিষয় এবং এগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের সম্ভাব্য মাত্রার সূচক হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ।

৫.২৬ চিত্র ৫.৮(ক) জিডিপির উপর বিভিন্ন জলবায়ু পরিস্থিতির অনুমিত প্রভাবকে চিত্রিত করে, বেসলাইনটি ২০২৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং তারপরে ২০৪০ সাল পর্যন্ত অনুমান করা হয়। উপস্থাপিত পরিস্থিতিগুলির মধ্যে "প্যারিস" দৃশ্যকল্প (সবুজ রেখা) অন্তর্ভুক্ত যা প্রত্যাশিত জিডিপি হতে খুব বেশি পরিবর্তন হবেনা মর্মে দেখা যায় (পরিবর্নের হার শূন্য এর কাছাকাছি)।

চিত্র ৫.৮: ক) জিডিপি ক্ষতি % (বাম); খ) ঋণ থেকে জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি, % (ডান)

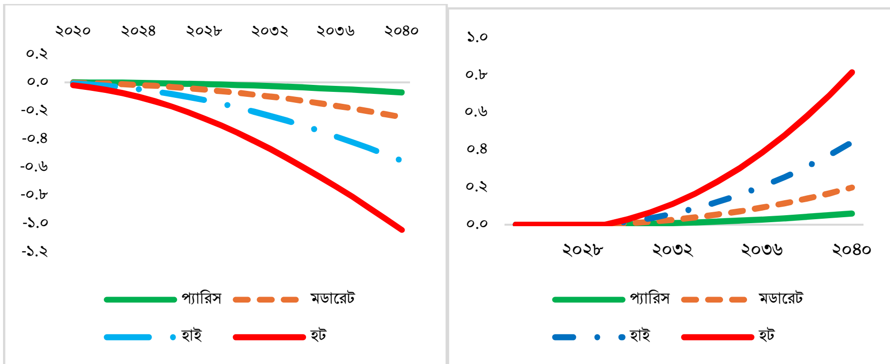

সূত্র: Qcraft, IMF

৫.২৭ "মধ্যম" দৃশ্যকল্প (কমলা ড্যাশড লাইন) জিডিপিতে সামান্য বেশি নেতিবাচক প্রভাবের আভাস দেয়, যেখানে জিডিপি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, যদিও তা স্বাভাবিকভাবেই আরও গুরুতর দৃশ্যকল্পগুলোর তুলনায় কিছুটা ভালো। "উচ্চ" দৃশ্যকল্প (নীল ডটেড লাইন) জিডিপিতে আরও লক্ষনীয় পতনের প্রাক্কলন করে, সময়ের সাথে সাথে যা আরও খারাপের দিকে ধাবিত হয়। অবশেষে, "হট" বা উষ্ণ দৃশ্যকল্প (লাল রেখা) জিডিপিতে সবচেয়ে তীব্র পতন দেখায়, যা ২০২৮ সালের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয় এবং ২০৪০ সাল নাগাদ -১%-এর উপরে পৌঁছায়, যা চরম জলবায়ু পরিস্থিতিতে গুরুতর অর্থনৈতিক পরিণতি নির্দেশ করে।

৫.২৮ চিত্র ৫.৮(খ) অনুযায়ী বিভিন্ন জলবায়ু পরিস্থিতির অধীনে ২০২৬ সাল থেকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সম্ভাব্য ঋণ-জিডিপি অনুপাতের পরিবর্তনের আভাস প্রদান করে। "প্যারিস" দৃশ্যকল্প (সবুজ রেখা) ঋণ-জিডিপি অনুপাতের সামান্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঋণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেয়। অন্যদিকে চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ "হট" বা উষ্ণ দৃশ্যকল্প (লাল রেখা) উল্লেখযোগ্য হারে ঋণ-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়। এক্ষেত্রে ঋণ-জিডিপি অনুপাত প্রায় ১% বৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। চরমমাত্রায় জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কারণে এর অর্থনৈতিক প্রভাব তীব্রতর হওয়ার এবং ঋণের বোঝা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা নির্দেশ করে।

চিত্র ৫.৯: মোট ব্যয় জিডিপির %

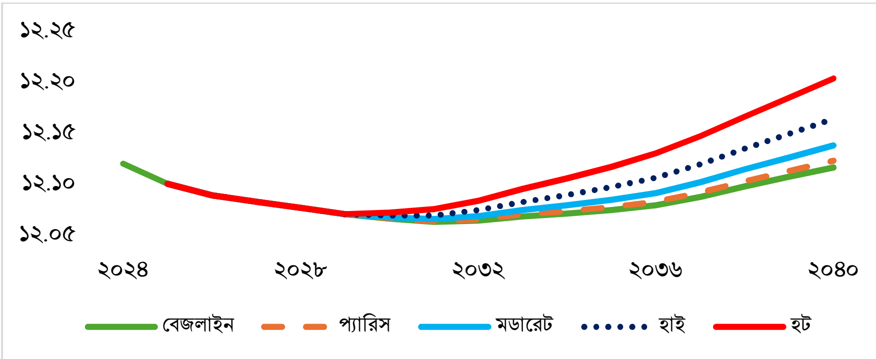

সূত্র: Qcraft, IMF

৫.২৯ চিত্র ৫.৯ ২০২৪ থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে বিভিন্ন জলবায়ু পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জিডিপির শতাংশ হিসাবে মোট সরকারি ব্যয়ের প্রক্ষেপণ দেখায়। প্রতিটি দৃশ্যকল্প (বেজলাইন, প্যারিস, মধ্যপন্থী, উচ্চ এবং উষ্ণ) এর জন্য রেখাগুলোর সামান্য বিচ্যুতি বা পরিবর্তন হয়, তবে তা ১২.০৫% থেকে ১২.২৫% এর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যান্ডের মধ্যে থাকে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সামগ্রিকভাবে, জলবায়ু পরিস্থিতি নির্বিশেষে, জিডিপির তুলনায় সরকারি ব্যয়ের উপর প্রভাব মাঝারি মেয়াদে সীমিত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব

৫.৩০ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক ঝুঁকির পাশাপাশি, ঋণ-জিডিপি অনুপাতের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে বন্যার প্রভাব এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত ব্যবধানে বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে, যেমন সিলেট অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যা (বক্স ৩)।

বক্স ৫.৩: সিলেট বন্যা ২০২২

বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে ২০২২ সালের বন্যার ফলে অবকাঠামো এবং জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। গ্রামীণ রাস্তা, সেতু, কালভার্ট এবং রেলপথের প্রাথমিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল মোট ৩,১৩৩ কোটি টাকা, পরবর্তীতে পুনরুদ্ধারের জন্য ৩,২৫৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়। পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির জন্য ক্ষয়ক্ষতি ছিল ৫৭৯ কোটি টাকা, পুনর্গঠনের জন্য ৪০৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। পরবর্তী পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার জন্য সামগ্রিক তাৎক্ষণিক ব্যয় ছিল ৬,৫৩০ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যানগুলি বন্যা পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মকান্ডের আর্থিক বোঝা এবং স্থিতিস্থাপক অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তাকে চিত্রিত

চিত্র ৫.১০: প্রাথমিক ব্যয়ের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব

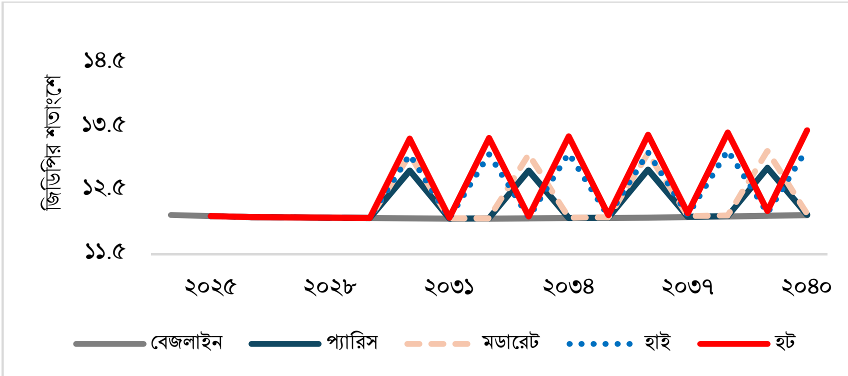

সূত্র: Qcraft, IMF

৫.৩১ চিত্র ৫.১০ এ একটি আনুমানিক দৃশ্যকল্প অনুমান করা হয়েছে যেখানে ২০৪০ সাল পর্যন্ত প্যারিস এবং মাঝারি পরিস্থিতিতে প্রতি তিন বছর অন্তর উচ্চ ও উষ্ণ পরিস্থিতিতে প্রতি দুই বছর অন্তর বন্যা হয়। আর্থিক প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে, পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে প্যারিস দৃশ্যে বন্যায় মোট ব্যয়বৃদ্ধি জিডিপির ০.৭৫% এবং অন্যান্য তিনটি পরিস্থিতিতে জিডিপির ১% থেকে ১.২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বন্যা পরবর্তী বছরে জিডিপি'র ০.১% থেকে ০.৩% পর্য়ন্ত রাজস্ব ক্ষতি হবে। প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য, প্রথম বন্যার বছর হল ২০৩০। সুতরাং, ব্যয় বৃদ্ধি ২০২৯-৩০ থেকে শুরু হয়, এবং রাজস্বের পতন ২০৩০-৩১ থেকে শুরু হয়। এই অনুমানগুলি সাপেক্ষে এ মডেল দ্বারা বিভিন্ন দৃশ্যকল্পে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঋণ-জিডিপি অনুপাতের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চিত্র ৫.১১: প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ঋণ থেকে জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি, %পয়েন্ট

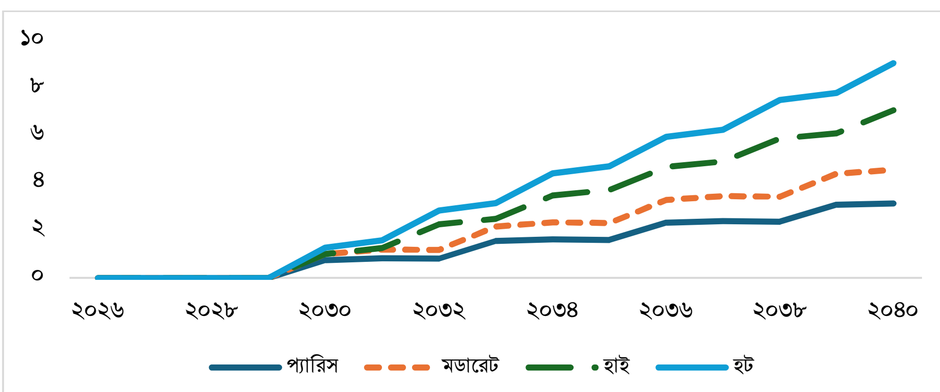

সূত্র: Qcraft, IMF

৫.৩২ চিত্র ৫.১০ বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মোট সরকারি ব্যয়ের নিদর্শনগুলি চিত্রিত করে, যা প্রতি তিন বছর অন্তর "প্যারিস" এবং মাঝারি জলবায়ু পরিস্থিতিতে এবং প্রতি দুই বছর অন্তর উচ্চ এবং গরম জলবায়ু পরিস্থিতিতে ঘটে। চিত্র ৫.৯-এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বন্যার মতো পুনরাবৃত্তিমূলক প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামগ্রিক ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। গ্রাফটি এই ঘন ঘন বন্যার কারণে মোট সরকারি ব্যয়ের সম্ভাব্য পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি দেখায়। উপরন্তু, এই অনুমান থেকে বোঝা যায় যে ঘন ঘন বন্যার সাথে যুক্ত বর্ধিত ব্যয় উচ্চ এবং উষ্ণ জলবায়ু পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলবে।

৫.৩৩ চিত্র ৫.১১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ক্ষতির চিত্র তুলে ধরেছে। যদিও চিত্র ৫.৮ (খ) ইতিমধ্যে বিভিন্ন জলবায়ু পরিস্থিতি জুড়ে ঋণ-জিডিপি অনুপাতের বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে, তবে সবচেয়ে কম এবং সবচেয়ে গুরুতর তাপমাত্রার অবস্থার মধ্যে পার্থক্যের ফলে ২০৪০ সালের মধ্যে তা কেবল ০.৯ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এর বিপরীতে, বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়মিত হলে সেক্ষেত্রে প্যারিস পরিস্থিতির সাথে ‘হট’ বা উষ্ণ জলবায়ু পরিস্থিতি তুলনা করলে দেখা যায় যে ঋণ-জিডিপি অনুপাতের ৬ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি হতে পারে। এই অনুশীলনপ্রাপ্ত ফলাফল অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের গভীর সম্মিলিত প্রভাবকে তুলে ধরে, যা জলবায়ু পদক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে।

৫.৩৪ বাংলাদেশ সরকার অভিযোজন কৌশলগুলিতে মনোনিবেশপূর্বক বর্তমানে তার বার্ষিক বাজেটের প্রায় ৬-৭ শতাংশ জলবায়ু সহনশীল উদ্যোগের জন্য বরাদ্দ করে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই খরচের ৭৫ শতাংশ অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জাতির প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের পর থেকে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে জলবায়ু সম্পর্কিত ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন করে আসছে। বার্ষিক জলবায়ু বাজেটের প্রতিবেদনে এখন ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই প্রতিবেদনে বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় উভয়েরই বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়।

৫.৩৫ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকার ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে জলবায়ু সম্পর্কিত প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য ৩২,৪০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা মোট বাজেটের ৮.৫৬ শতাংশ । অর্থবছর ২০২৩-২৪-এর বাজেটে এই বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে ৩৭,০৫২ কোটি টাকা করা হয়, যা মোট বাজেটের ৮.৯৯ শতাংশ। এই বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত অগণিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে।

উপসংহার ও নীতি সংশ্লিষ্টতা

৫.৩৬ সকল প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আর্থিক ঝুঁকি থাকে। যেহেতু দেশভেদে ঝুঁকি প্রশমন কৌশল ও অগ্রাধিকার ভিন্নতর হয়ে থাকে, তবে যে কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি হ্রাসের নিমিত্ত একটি সুস্পষ্ট অবস্থান থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অপরদিকে এটাও মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, সকল ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের সাথে একটি আর্থিক পরিব্যয় জড়িত। সাধারণভাবে বাংলাদেশ সরকারের ঝুঁকি হ্রাসের পন্থা সমূহের মধ্যে রয়েছে কম ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্প গ্রহণ, ঝুঁকি বাফার ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি স্থানান্তর ও ঝুঁকির বৈচিত্রতা আনয়ন। এই সাধারণ নীতিসমূহ অনুসরণপূর্বক এ পর্যায়ে উপরের আলোচনার একটি সারমর্ম ও আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারে কতিপয় প্রধান নীতি-কৌশল বিবৃত করা হলো।

৫.৩৭ উপরোক্ত বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, সামষ্টিক অর্থনীতির অভিঘাত- বিশেষ করে মুল্যস্ফীতি, সুদের হার ও বিনিময় হার সরকারের আর্থিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে। যদিও সরকারে আর্থিক লেনদেনে মুল্যস্ফীতি প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে প্রতীয়মান হয়না, সুদের হার বৃদ্ধির ফলে একদিকে সুদ বাবদ খরচ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি বাড়ে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ। একই সময়ে নতুন ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তা পরবর্তি বছর গুলিতে জমা হতে থাকে। অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের অবনমনের ফলে সরকারি ঋণে বড় ধরনের উল্লম্ফন হয়।

৫.৩৮ বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জাতীয় বাজেটে রাজস্ব আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন বেশিরভাগসময় অতিমূল্যায়িত হয়ে থাকে। এ ধরণের অতিমূল্যায়নের যে ঝুঁকি তৈরি হয় তা হলো, যদি সরকারি ব্যয় কোন বছরে প্রাক্কলনের সমান হয়ে যায় এবং রাজস্ব আয় সে পরিমানে না বাড়ে, সে পরিস্থিতিতে সরকারকে আকস্মিক ও অপরিকল্পিত বাজেট ঘাটতির মোকাবিলা করতে হতে পারে।

৫.৩৯ রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের আংশিক ঝুঁকির পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এ সকল প্রতিষ্ঠান সরকারের আর্থিক কার্যক্রমের সাথে তিন ভাবে জড়িত। প্রথমত, এ সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কতিপয় ঋণের অনুকুলে সরকারের রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি/কাউন্টার গ্যারান্টি থাকায় পর্রবতীতে কোন কারণে ঋণ পরিশোধে হলে সরকারের উপর একটি সম্ভাব্য আর্থিক দায় সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রায়াত্ত হবার কারণে সরকারকে কিছু পরোক্ষ ঝুঁকি বহন করতে হয়। অনেক সময় রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে কার্যকর রাখতে সরকারকে মূলধন সহায়তা (পুনঃপুঁজিকরণ) প্রদান করতে হয়। তৃতীয়ত, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় সুদ সহ ঋণ পরেশোধের ব্যর্থতাও সরকারের জন্য একটি আর্থিক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫.৪০ এ বিবৃতির সর্বশেষ ঝুঁকি বিশ্লেষণ হচ্ছে জলবায়ু প্রভাবজনিত দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি। তবে এ ছাড়াও ঘনঘন দুর্যোগের ফলেও সরকারের অনেক বড় আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

৫.৪১ এ বিবৃতি পত্রের বিশ্লেষণের আলোকে নিম্নলিখিত আর্থিক ঝুঁকি প্রশমন নীতি-কৌশল প্রস্তাব করা হলোঃ

ক) উচ্চ সুদের কারণে সরকারি ঋণের সুদ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে তা পরিশোধের লক্ষ্যে আর্থিক পরিকল্পনায় বাজেট বরাদ্দের যথাযথ সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

খ) বাজেট বরাদ্দে দক্ষতা আনয়নে এবং বাজেটের বড় রকমের সংশোধন কমাতে একটি উপযুক্ত বাজেট পূর্বাভাস পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ) সরকারের প্রচ্ছন্ন ও পুঞ্জীভূত দায়ের ঝুঁকি প্রশমনে এবং একটি টেকসই রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি ব্যবস্থাপনার জন্য সভরিন গ্যারান্টি গাইডলাইনস ২০১২ হালানাগাদ করা যেতে পারে ও এতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে: ১) সিংকিং ফান্ডঃ সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত সকল গ্যারান্টির বিপরীতে এসওই সমূহকে একটি করে ফান্ড সৃষ্টির নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে যাতে করে দীর্ঘমেয়াদে ঋণ পরিশোধ ঝুঁকি হ্রাস পায়। ২) রিয়েল টাইম মনিটরিংঃ তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল মাধ্যমে গ্যারান্টি ঋণ সমূহের রিয়েল টাইম মনিটরিং করা হলে সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরূপন ও প্রশমন সহজতর হবে। ৩) ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডসঃ সকল এসওই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী তাদের আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করলে সচ্ছতা বৃদ্ধিসহ ঝুঁকি নিরূপন সহজ হবে।

ঘ) যেহেতু এসওই সমূহে প্রচুর পরিমানে সম্পদের যোগান রয়েছে, একটি বিচক্ষণ সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে আরও উৎপাদনক্ষম করা যেতে পারে।

ঙ) এসওই সমূহের ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ করে তুলতে ও তাদের মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুঁজি বাজার হতে অর্থায়ানের জন্য সরকারের উৎসাহ অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

চ) আন্তর্জাতিক পণ্যের মূল্যের অস্থিরতাজনিত ঝুঁকি হতে এসওইসমূহকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য কিছু পণ্যের মূল্য সরাসরি ভোক্তা পর্যায়ে স্থানান্তর করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে কতিপয় জ্বালানি পণ্যের ক্ষেত্রে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ছ) জলবায়ু ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট অভিঘাতের ঝুঁকি প্রশমনে সরকার ফিস্কাল বাফার রাখার কৌশল গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু কিছু দুর্যোগ প্রবণ খাতের জন্য সরকারের বীমা পলিসি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

জ) সরকার একটি দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন অর্থায়নের কৌশল প্রণয়ন করছে যাতে জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের মাধ্যমগুলিকে প্রাধান্য দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

বিজি প্রেস: ৮৩৬১-এ ২০২৩-২৪—৩,৫০০ বই, ২০২৪। মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।